বৃহৎ
খনার বচন
যদি বর্ষে মাঘের শেষ।
ধন্য রাজার পূণ্য দেশ।।
পাঁচ রবি মাসে পায়।
কিসের তিথি কিসের
জন্মনক্ষত্র কর সার।।
সঙ্গণকসংস্করণং
দাসাভাসেন
হরিপার্ষদদাসেন
কৃতম্
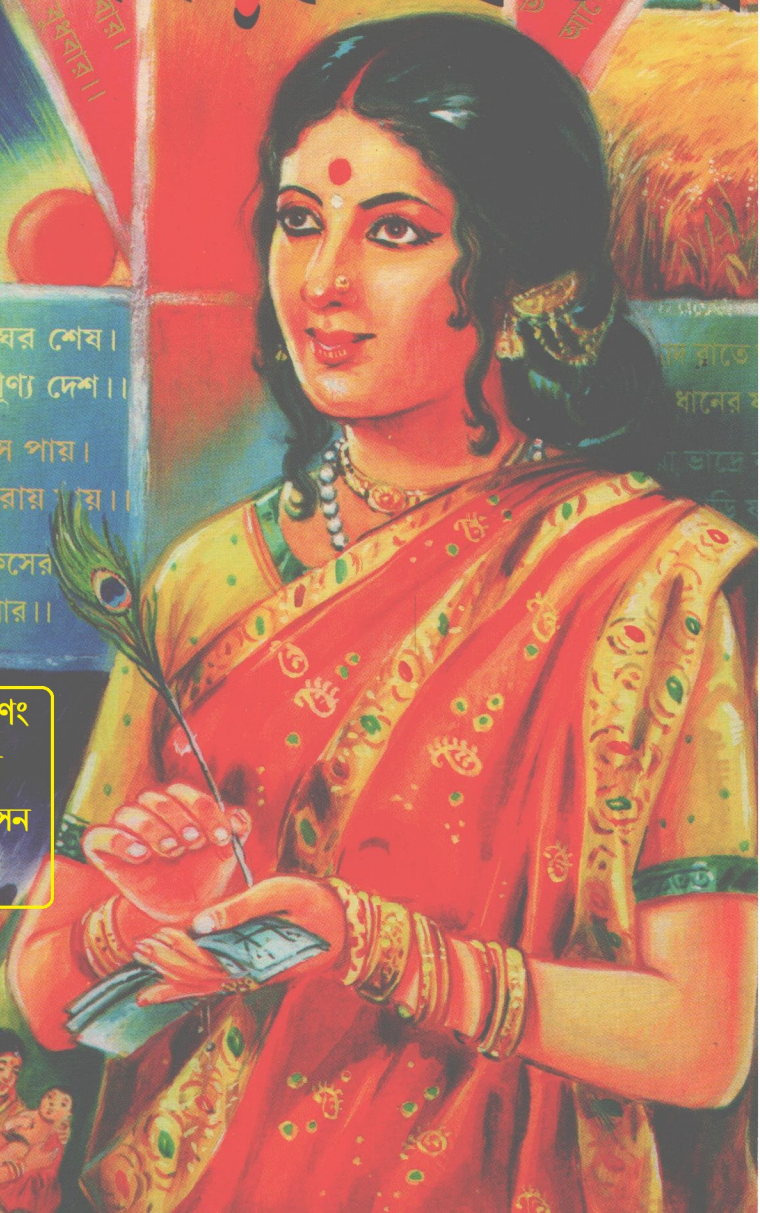
বৃহৎ

খনার বচন
বা জ্যোতিষ সার
ও কাক চরিত্র

(খনার বচন, তদর্থ এবং তৎজীবনী ও
সহজ প্রশ্ন গণনা বা ভাগ্য পরীক্ষা সহ)

শ্রীসুরেশ চৌধুরী কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

৭৯/১এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সঙ্গণকসংস্করণং দাসাভাসেন হরিপার্ষদদাসেন কৃতম্

সূচীপত্র

—ঃ সূচীপত্র সমাপ্ত ঃ—

খনার জীবনী

খনার জন্ম বৃত্তান্ত সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প থেকে জানা যায় যে, এক সময় রাক্ষস ময়দানব লঙ্কা দ্বীপের রাজা ছিলেন, আর খনা তাঁরই কন্যা। কালক্রমে ময়দানবের শত্রুপক্ষীয় রাক্ষসেরা ময়দানবকে সবংশে ধ্বংস করে। শুধুমাত্র খনার প্রতি স্নেহ পরবশ হয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখে, আর তার মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখে, তাকে জ্যোতিষ শাস্ত্র শেখাতে আরম্ভ করে। খনাও কালে কালে জ্যোতিষ বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে ওঠে।

ওই সময়েই মালাবারের চুন্বী গ্রামের অধিবাসী এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজসভার সভা-পণ্ডিত জ্যোতির্বিদ বরাহের একটি পুত্রসন্তান জন্মায় এবং বরাহ তার নামকরণ করেন মিহির। জন্মাবার অল্প সময়ের মধ্যেই বরাহ মিহিরের আয়ু গণনা করেন, কিন্তু গণনায় তাঁর ভুল হয় আর মিহিরের আয়ু মাত্র এক বছর বলে তিনি জানতে পারেন। এই অবস্থায় তাঁকে যাতে স্বচক্ষে মিহিরের অকাল মৃত্যু না দেখতে হয়, সেজন্যে তাকে একটি তামার পাত্রের মধ্যে রেখে, পাত্রটি সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেন। দৈবযোগে সেই তামার পাত্রটি ভাসতে ভাসতে একসময় লঙ্কা দ্বীপের সমুদ্রতীরের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। সেইসময় খনা তার রাক্ষসী সহচরীদের সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করছিল, সে ওই তামার পাত্রের মধ্যে ওই সুন্দর শিশুটিকে দেখতে পায় এবং তাকে জল থেকে তুলে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে খনা সেই শিশুটির আয়ু গণনা করে দেখে যে, তার আয়ু একশো বছর।

বাড়ি গিয়ে খনা শিশুটিকে রাক্ষসদের হাতে সমর্পণ করে। রাক্ষসেরা তাকেও লালন-পালন করতে থাকে, তাকেও জ্যোতিষ বিদ্যা শেখায়। কিছুদিন পরে মিহিরকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করে, তারা খনার বিয়ে দেয় মিহিরের সঙ্গে। এইভাবেই মিহির রাক্ষসদের মধ্যে প্রতিপালিত হতে থাকে এবং সেও জ্যোতিষ বিদ্যায় অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হয়।

কিছুদিন কেটে যাবার পর জ্যোতিষ গণনার সাহায্যে মিহির নিজের জন্ম বৃত্তান্ত জানতে পারলো। ক্রমে নিজের জন্মভূমি দেখার ইচ্ছা তার মনের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠলো আর সেই কথা সে খনাকেও জানাল। সেই অনুসারে কয়েকদিনের মধ্যেই একদিন মাহেন্দ্রক্ষণ দেখে খনাও মিহিরের সঙ্গে যাত্রা শুরু করলো তার শ্বশুরবাড়ির পথে।

এই খবর প্রধান রাক্ষসের কাছে পৌঁছুতে দেরি হলো না। কিন্তু সে এদের যাত্রার বিরোধিতা করলো না বরং গণনা করে দেখলো যে তারা মাহেন্দ্রক্ষণে যাত্রা করেছে, তাই তাদের কোনো বিপদ হবে না। সে তার রাক্ষস ভৃত্যের হাতে ভূ-তত্ত্ব, খ-তত্ত্ব ও পাতাল-তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনখানা গ্রন্থ দিয়ে বললো যে, ওদের সমুদ্রের ওপারে রেখে এসো, আর মিহিরকে একটি প্রশ্ন কর, যদি সে সঠিক উত্তর দিতে পারে, তাহলে তিনখানা গ্রন্থই তাকে দিও, আর উত্তর ঠিক না হলে পাতাল-তত্ত্ব গ্রন্থটি তাকে দিও না। সমুদ্রের পারে পৌঁছুবার পর সেখানে তারা দেখলো যে একটি গরুর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়েছে। ভৃত্য মিহিরকে প্রশ্ন করলো

যে গরুর বৎসটির রং কী রকম হবে। মিহির গণনা করে বললো শ্বেতবর্ণ, কিন্তু গাভীটি কৃষ্ণবর্ণের বাছুর প্রসব করলো। ভৃত্যটি তখন মিহিরকে দুখানি গ্রন্থই দিল আর পাতাল-তত্ত্বটি নিয়ে ফিরে গেল। এই ঘটনায় মিহির খুব দুঃখিত হয়ে অপর গ্রন্থ দুখানি সমুদ্রের জলে ফেলে দিল। কিন্তু খনা গণনা করে বললো যে, তোমার গণনাই ঠিক, বাছুর শ্বেত বর্ণেরই হবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গরুটি তার জিব দিয়ে চেটে বাছুরটির দেহ পরিষ্কার করে দিল আর দেখা গেল যে যথার্থই বাছুরটি শ্বেত বর্ণের। খনা তখনই গ্রন্থ দুটি জল থেকে তুলে আনবার জন্যে মিহিরকে অনুরোধ করলো। মিহির গ্রন্থ দুটি তুলে আনলো বটে, তবে তার কিছু অংশ সমুদ্রে ভেসে যাওয়ায় সেগুলো আর উদ্ধার হল না। এরপরই তারা বরাহের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল আর মিহির নিজের পরিচয় দিল, কিন্তু বরাহ তাদের কথায় বিশ্বাস করলেন না। তিনি আবার গণনা করে সেই এক বছরই আয়ু দেখতে পেলেন।

খনা তখন বললো—

কিসের তিথি কিসের বার।
জন্ম নক্ষত্র কর সার॥
কি করো শ্বশুর মতিহীন।
পলকে জীবন বারো দিন॥

খনার গণনা দেখে বরাহ আপন ভুল বুঝতে পারলেন এবং খনা ও মিহিরকে ঘরে নিলেন। মিহিরও অল্পদিনের মধ্যে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় জ্যোতির্বিদ হিসাবে বেশ সুনাম অর্জন করলো। এরই মধ্যে একদিন রাজা বিক্রমাদিত্য নিজের সভা-পণ্ডিত বরাহকে প্রশ্ন করলেন যে আকাশে কত তারা আছে? বরাহ এর উত্তর দিতে অসমর্থ হয়ে, পুত্রবধূ খনাকে জিজ্ঞাসা করলেন। খনা গণনা করে আকাশের নক্ষত্রের সংখ্যা বলে দিল। রাজা বিক্রমাদিত্যও খনার এই গণনার কথা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হলেন আর খনাকে রাজসভায় আনবার জন্যে বরাহকে আদেশ করলেন। কিন্তু বরাহ আর খনা দুজনেরই রাজসভায় যাওয়ায় আপত্তি থাকায় তাই থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে খনা নিজের জিব কেটে ফেলে আত্মহত্যা করলো।

খনা মিহিরের এই জীবনী অনেক জায়গায় অসঙ্গত ও অবাস্তব বলেই মনে হয়। কিন্তু সঠিক কোনো জীবনী না পাওয়ায়, অগত্যা এই কাহিনি বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই।

প্রথম অধ্যায়

খনার বচন ও তদর্থ

শস্য গণনা, শস্যাদি রোপণ ও কাটিবার সময় নিরূপণ,
হালচাষের সময় নির্ণয়, আলি বন্ধনের প্রণালী

শ্রাবণের পুরো ভাদ্রের বার   এর মধ্যে যত পার॥১

ধান রোপণের প্রকৃত সময় সারা শ্রবণ ও বারোই ভাদ্র পর্যন্ত।

ষোল চাষে মূলা। তার অর্ধেক তুলা॥
তার অর্ধেক ধান। বিনা চাষে পান॥২

মূলার ক্ষেত্রে ষোল বার, তুলার ক্ষেত্রে আট বার, ধান্যের ক্ষেত্রে চার বার হাল চালনা করা কর্তব্য। পানের জমিতে হাল চালনার প্রয়োজন নাই।

খনা বলে শুন কৃষকগণ। হাল লয়ে মাঠে যাবে যখন।
শুভক্ষণ দেখি করিবে যাত্রা। পথে যেন না হয় অশুভ বার্তা॥
মাঠে গিয়ে আগে দিক নিরূপণ পূর্বদিক হ'তে কর হল চালন॥
তাহলে তোর সমস্ত আশায়। হইবে সফল নাহি সংশয়॥৩

চাষীগণের শুভক্ষণে নিজ নিজ গুণ হাল লইয়া বাটী হইতে মাঠে গমনই প্রশস্ত। পতে কোনো অমঙ্গল ঘটিলে বা অমঙ্গল সংবাদ শুনিলে, বাটীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় যাত্রা করিবে। হাল চালনা করিবে ক্ষেত্রের পূর্ব দিক হইতে, অহাতেই শস্য জন্মিবে ভূরি পরিমাণ ও কৃষকের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

থোড় তিরিশে। ফুলো বিশে॥
ঘোড়ামুখো তের দিন। ইহা বুঝে ধান কিন॥৪

ধান্যে থোড় আসিবার ত্রিশদিন পরে ধান্য ফলিবার কুড়ি দিন ও ধান্যের শীষ ঝুঁকিয়া পড়িবার তেরো দিন পরে ধান্য কর্তন করিতে হয়।

পূর্ণিমা অমায় যে ধরে হাল। তার দুঃখ সর্বকাল॥
তার বলদের হয় বাত। নাহি থাকে ঘরে ভাত॥
খনা বলে আমার বাণী। যে চষে তার প্রমাদ গণি॥৫

পূর্ণিমা অমাবস্যাতে হাল চালনা করিতে নাই। ওই দুই দিন যে হাল চালনা করে তাহাকে চিরদিন কষ্ট পাইতে হয়। বাতে সেই কৃষকের বলদ কষ্ট পায় ও তার গৃহে অন্ন সংস্থান হয় না।

আষাড়ে কাড়ান নামকে। শ্রাবণে কাড়ান ধানকে॥
ভাদরে কাড়ান শীষকে। আশ্বিনে কাড়ান কিস্‌কে॥৬

আষাড় মাসে বৃষ্টি হইয়া কাড়ান অর্থাৎ চাষের উপযুক্ত হইলেও সে সময় সকল কৃষকের ক্ষেত্রে ধান্যের চারা জন্মায় না আর ক্ষেত্রের কাজও নিষ্পন্ন করা সম্ভব হয় না, সেই কারণে আষাঢ় মাসে কাড়ান (রোপণ) করিলে নামমাত্রই ফল হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে কাড়ান করিলে ধান্য উৎপন্ন হয় ভুরি পরিমাণে। ভাদ্র মাসের কাড়ানে কেবল শীষোদ্গাম হয় ও ধান্য জন্মায় না। আশ্বিন মাসে কাড়ান হইলে তাহা নিষ্ফল হয়।

বলদ যদি না বয় হাল। তার দুঃখ চিরকাল॥৭

বলদের প্রতি মায়া পরবশ হইয়া যদি তাহার দ্বারা হাল বহন না করানো হয়, তাহা হইলে কৃষককে চিরকালই দুঃখ পাইতে হয়। জমি উত্তমরূপে আবাদ না হওয়ার ফল- স্বরূপ শস্য আদৌ জন্মায় না।

বাড়ির কাছে ধান পা। যার মার আগে ছা॥
চিনিস্ বা না চিনিস্। খুঁজে দেখে গরু কিনিস্॥৮

চাষের কার্য করিতে হয় বাটীর খুব নিকটস্থ জমিতে এবং গরু দেখিয়া শুনিয়া ক্রয় করা কর্তব্য।

আঁধার পরে চাঁদের কলা। কতক কালা কতক ধলা॥
উত্তরে উঁচো দক্ষিণে কাত। ধারায় ধারায় ধানের বাত॥
ধান চাল হবে সস্তা। লোকে কবে মিঠি কথা॥৯

কৃষ্ণপক্ষের অবসানে যে চন্দ্রের উদয় হয়, তার কিছু অংশ পরিষ্কার ও কিছু অংশ অন্ধকারে আবৃত থাকে। সেই বৎসর যদি পরিষ্কার অংশটুকুর উত্তরে উন্নত ও দক্ষিণে নিম্ন দেখায় সেই বৎসর বর্ষার জলে ধানগাছ শ্রীমন্ত হইয়া ধান চাউল সুলভ হইবে, জনসাধারণ সুখী ও মিষ্টভাষী হইবে।

কোল পাতলা ডাগর গুছি। লক্ষ্মী বলেন ঐখানে আছি॥১০

ধান্যের যদি গোছ মোটা ও ফাঁক ফাঁক হয়, তাহাতে ধান্য উৎপন্ন হয় ভুরি পরিমাণে।

খনা ডাকিয়া কন। রোদে ধান ছায়ায় পান॥১১

রৌদ্র পাওয়া কর্তব্য ধান্যে এবং ছায়া পাওয়া প্রয়োজন পানে, অন্যথায় ফল লাভ হয় না।

এক অঘ্রাণে ধান। তিন শাওনে পান॥১২

এক অগ্রহায়ণের মধ্যেই যতদূর সম্ভব ধান্য হয়, আর পানগাছ তিন শাওন গত হইলে ভালরূপে জন্মায়।

কার্তিকের উনো জলে দুনো ধান খনা বলে॥১৩

কার্তিক মাসে যদি অল্প অল্প বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে দ্বিগুণ ধান্য সেই বৎসরে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অঘ্রাণে পৌটি। পৌষে ছেউটি॥
মাঘে নাড়া ফাল্গুনে ফাঁড়া॥১৪

ধান্য ষোল আনা লাভ হয় যদি অগ্রহায়ণ মাসে কর্তন করা যায়। পৌষে ছয় আনা লাভ, মাঘে খড় মাত্র (নাড়া) এবং ফাল্গুনে সমস্ত ধান নষ্ট হয়।

শীষ দেখে বিশ দিন। কাটতে মাড়তে দশ দিন॥১৫

ধান্যের শীষ যেদিন বাহির হইবে; সেইদিন হইতে কুড়ি দিন পরে ধান্য কর্তন করিতে হইবে এবং তারপর থেকে দশদিনের মধ্যে ধান কেটে মাড়াই করিতে হইবে।

শনি রাজা মঙ্গল পাত্র। চষ খোঁড় কেবলমাত্র॥১৬

শনি রাজা ও মঙ্গল মন্ত্রী হইলে, উত্তমরূপে কৃষিকর্ম করিলেও, সেই বৎসর ভালরূপে ফসল জন্মায় না।

বাপে ব্যাটায় চাষ চাই। তা অভাবে সহোদর ভাই॥১৭

চাষ পরের উপর নির্ভর করিয়া করিবে না। পিতা ও পুত্র একত্রে মিলিত হইয়া কৃষিকর্ম করাই প্রশস্ত। অন্যথায় সহোদর ভ্রাতার সহিত করা কর্তব্য।

আগে বেঁধে দিবে আলি। তাতে রুইয়ে দিবে শালি॥
তাতে যদি না হয় শালি। খনা বলে পাড়ো গালি॥১৮

ধান্যক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আলি বাঁধিয়া, শালি ধান্য রোপণ করিবে। তাহা হইলে ধান্য ভুরি পরিমাণে জন্মায়। ক্ষেত্রের আলি প্রতি বর্ষে উত্তমরূপে বন্ধন করা কর্তব্য।

আষাঢ়ের পঞ্চ দিনে রোপয়ে যদি ধান।
সুখে থাকে কৃষি বলে বাড়য়ে সম্মান॥১৯

ধান্য রোপণাদি ক্রিয়া যদি আষাঢ়ের পঞ্চম দিবসের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়, তাহা হইলে ধান্য জন্মে ভুরি পরিমাণে এবং কৃষকগণও সুখী হইয়া থাকে।

আউশ ধানের চাষ। লাগে তিন মাস॥২০

আউশ ধান্য রোপণ ও কাটিবার সময়ের মধ্যে তিন মাস গত হইয়া থাকে।

ভাদ্দরে চারি আশ্বিনে চারি॥ কলাই রোপ যত পারি॥২১

কলাই রোপণের যোগ্য সময় জানিবে ভাদ্র মাসের শেষ চার দিন ও আশ্বিন মাসের প্রথম চার দিন, একুনে আট দিন।

সরিষা বুনে কলাই মুগ। বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক॥২২

একই ক্ষেত্রে সরিষা ও কলাই অথবা সরিষা ও মুগ রোপণ করিলে, দুইটি ফসলই পাওয়া যায়। সেই কারণে কৃষকেরাও নিশ্চিন্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে।

আশ্বিনের ঊনিশ কার্তিকের ঊনিশ।
বাদ দিয়ে যত পারিস মটর কলাই বুনিস॥২৩

আশ্বিনের শেষ ঊনিশ দিন ও কার্তিক মাসের প্রথম ঊনিশ দিন বাদ দিয়া মটর বুনিবে।

ফাল্গুনের আট চৈত্রের আট। সেই তিল দায়ে কাট॥২৪

তিল রোপণ করিতে হয় ফাল্গুনের শেষ আট দিন ও চৈত্রের শেষ আট দিনের মধ্যে, তাহা হইলেই তিল গাছ সতেজ হইয়া থাকে।

খনা বলে চাষার পো শরতের শেষে সরিষা রো॥২৫

সরিষা বপন করিতে হয় শরৎ ঋতুর শেষভাগে।

সাত হাত তিন বিঘতে কলা লাগাবে মায়ে পুতে॥
কলা লাগিয়ে না কাটবে পাত। তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥২৬

কলার একটি বড় গাছ ও একটি তেউর (ছোট গাছ) সাত হাত অন্তর দূরে একত্রে রোপণ করিবে, গর্তের গভীরতা হইবে তিন বিঘৎ, ইহার পাতা কাটিবে না, তাহা হইলে ভাত কাপড়ের অভাব হইবে না।

যদি থাকে টাকা করিবার গোঁ। চৈত্র মাসে ভুট্টা গিয়ে রো॥২৭

চৈত্রমাসে ভুট্টা রোপণ করিলে, ভুরি পরিমাণে ভুট্টা উৎপন্ন হয় ও তাহাতে প্রভূত অর্থাগম হইয়া থাকে।

দিনে রোদ রাত্রে জল তাতে বাড়ে ধানের ফল॥২৮

বর্ষাকালে অধিকাংশ দিন যদি দিনের বেলায় রৌদ্র ও রাত্রে বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে ধান্যের গাছ তেজযুক্ত হইয়া থাকে।

মানুষ মরে যাতে। গাছলা সারে তাতে॥
পচলা সরায় গাছলা সারে। গোঁধলা দিয়ে মানুষ মরে॥২৯

মানুষের রোগ জন্মায় পচা গোবরের দুর্গন্ধে, কিন্তু তাহারই সাহায্যে উদ্ভিদ সকল বলবান ও সতেজ হইয়া থাকে।

বৈশাখের প্রথম জলে। আশু দান দ্বিগুণ ফলে॥
শুন ভাই খনা বলে। কার্তিকে তুলা অধিক ফলে॥৩০

বৈশাখ মাসের প্রথমে বৃষ্টি হইলে আউস ধান্য উত্তমরূপে জন্মায়, আর তুলা উৎপন্ন হয় উৎকৃষ্ট রূপে যদি কার্তিক মাসে বৃষ্টি হয়।

আউসের ভুঁই বেলে। পাটের ভুঁই এঁটেলে॥৩১

বেলে মাটিতে আউশ ধান্য উত্তমরূপে জন্মায়, আর এঁটেল মাটিতে ভালভাবে পাট উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কোদালে মান তিলে হাল। কাতেন ফাঁকায় মাঘে কাল॥
ছায়ে লাউ উঠানে ঝাল। কর বাপু চাষার ছাওয়াল॥৩২

মানকচু রোপণ করার সময় কোদাল দ্বারা জমি পাট করিতে হয়। লাঙ্গল দিয়া জমি পাট করিবে তিল বপনের সময়। ফাঁকা তিল (শ্বেত তিল) আশ্বিন ও কার্তিকে এবং কৃষ্ণতিল বপন করিবে মাঘ ও ফাল্গুনে। লাউ গাছ রোপণ করিবার সময় ভস্মের উপর পোঁতা প্রয়োজন, আর লঙ্কা অথবা মরিচ গাছ পুঁতিতে হইবে পরিষ্কৃত সুন্দর জমিতে।

ঘন সরিষা পাতলা রাই নেঙ্গে নেঙ্গে কাপাস যাই॥
কাপাস বলে কোষ্টা ভাই। জ্ঞাতি পানি যেন না পাই॥৩৩

সরিষা অপেক্ষা রাই পাতলা করিয়া বোনা প্রয়োজন। কার্পাস বৃক্ষ এইরূপ তফাৎ করিয়া রোপণ করিতে হইবে, যাহাতে কার্পাস তুলিতে হইলে ডিঙ্গাইয়া যাওয়া ও দণ্ডায়মান হইয়া তোলা সম্ভব হয়। একই ক্ষেত্রে কার্পাস ও পাট বুনিবে না, কারণ কার্পাস গাছে কোষ্টার জল লাগিলে নিস্তেজ হইয়া যায়।

খাটে খাটায় লাভের গাঁতি। তার অর্ধেক কাঁধে ছাতি॥
ঘরে বসে পুছে বাত। তার ঘরে হা-ভাত॥৩৪

যে ব্যক্তি কৃষকগণকে খাটাইতে ও স্বয়ং কৃষিতে পরিশ্রম করিতে অভ্যস্ত, সে পূর্ণ ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়। যে ব্যক্তি নিজে পরিশ্রম করিতে না পারিলেও সকল সময়ই ছাতা মাথায় দিয়া জমিতে অবস্থান ও তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে সে অর্ধেক লাভ প্রাপ্ত হয়। আর যে ব্যক্তি নিজেও পরিশ্রমে অপারগ ও তত্ত্বাবধান করিতেও অক্ষম তাহার ভাগ্যে অন্ন সংস্থান হওয়া দুরূহ।

যে বার গুটিকা পাত সাগর তীরেতে। সর্বদা মঙ্গল হয় কহে জ্যোতিষেতে॥
নানা শস্যে পূর্ণ এই বসুন্ধরা হয়। খনা কহে মিহিরকে নাহিক সংশয়॥৩৫

সমুদ্র তীরে যে বৎসর গুটিকাপাত হয়, ধরণী সেই বৎসর শস্যপূর্ণা হয়।

বুধ রাজা আর শুক্র মন্ত্রী যদি হয়। শস্য হবে ক্ষেত্রভরা নাহিক শংসয়॥৩৬

যে বৎসর বুধ রাজা ও শুক্র মন্ত্রী হয় সেই বৎসর পৃথিবী শস্য পরিপূর্ণা হয়।

লাউগাছে মাছের জল ধেনো মাটিতে বাড়ে ঝাল॥ ৩৭

লাউ গাছে যদি মাছের জল দেওয়া হয় ও মরিচ গাছের মূলে ধান্য পচা মাটি দেওয়া হয়, তাহা হইলে গাছ খুবই সতেজ হয়।

বাঁশবনের ধারে বুনলে আলু। আলু হয় গাছ বেড়ালু॥৩৮

বাঁশ বনের ধারে বড় আলু পোঁতা হইলে, গাছ সতেজ ও আলু বৃহদাকারের হইয়া থাকে।

চাল ভরা কুমড়া পাতা। লক্ষ্মী বলেন আমি তথা॥৩৯

লাউ কুমড়া গাছে যে গৃহের চাল ভর্তি থাকে। সেই গৃহে সচ্ছলতা সর্বদা বিরাজ করে।

শাওণের পান রাবণে না খায়॥ ৪০

শ্রাবণ মাসে পান রোপণ করা হইলে এত অধিক পরিমাণে পান জন্মায় যে রাক্ষসেও তাহা খাইয়া নিঃশেষ করিতে পারে না।

উঠান ভরা লাউ শশা। খনা বলে লক্ষ্মীর দশা॥৪১

গৃহী মাত্রেরই নিজ নিজ বাটীতে লাউ শশা রোপণ করা কর্তব্য। যাহাদের বাটীতে তেমন জায়গা নাই, তাহাদের পক্ষে ইহা বাটীর উঠানে রোপণ করা উচিত।

ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ। কিন্তু তাতে নাইকো দুখ॥৪২

রৌদ্র না পাইয়া যদি ছায়ার মধ্যে ওল জন্মায় তাহা হইলে মুখ চুলকায়। কিন্তু ওল বৃহৎ হইয়া থাকে।

পটল বুনলে ফাল্গুনে। ফল বাড়ে দ্বিগুণে॥৪৩

ফাল্গুন মাসে যদি পটল রোপণ করা হয়, তাহা হইলে পটল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

নদীর ধারে পুঁতলে কচু। কচু হয় সাত হাত নীচু॥৪৪

নদীর ধারে কচু গাছ রোপণ করিলে, তাহাতে বৃহৎ পরিমাণে কচু জন্মাইয়া থাকে।

ভাদ্র আশ্বিনে না রুয়ে ঝাল। যে চাষা ঘুমায়ে কাটায় কাল॥
পরেতে কার্তিক অঘ্রাণ মাসে। বুড়ো গাছ ক্ষেতে পুঁতিয়ে আসে॥
সে গাছ মরিবে ধরিয়া ওলা। পুরিতে হবে না ঝালের গোলা॥৪৫

লঙ্কা অথবা মরিচের চারা যদি ভাদ্র বা আশ্বিনে জমিতে পোঁতা যায়, তাহা হইলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, আর কার্তিক অঘ্রাণে পুঁতিলে তেমন ফল পাওয়া যায় না বরং গাছে ওলা ধরে।

ফাল্গুনে না রুলে ওল শেষে হয় গণ্ডগোল॥৪৬

ওল রোপণ করা কর্তব্য ফাল্গুন মাসে, অন্য মাসে রোপণ করিলে ওলের আকার ডিমের মতো ছোট হয়।

কচুবনে যদি ছড়াস ছাই। খনা বলে তার সংখ্যা নাই॥৪৭

যদি কচুবনে ছাই ছড়াইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে পর্যাপ্ত পরিমাণে কচু জন্মিয়া থাকে।

মূলার ভুঁই তুলা। ইক্ষুর ভুঁই ধুলা॥৪৮

মূলা যে জমিতে উৎপন্ন হইবে, তাহা পাট করিবে তুলার ন্যায়, আর ইক্ষুর জমিতে পাট করা কর্তব্য ধূলার ন্যায়।

শোন রে মালী বলি তোরে কলম রো শাওণের ধারে॥৪৯

শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হইলে, সেই সময় যদি কলমের চারা রোপণ করা হয় তাহা হইলে সে চারার মরিবার সম্ভবনা থাকে না।

বৈশাখ জৈষ্ঠ্যেতে হলুদ রো। দাবা পাশা খেলা ফেলিয়া খো॥
আষাঢ় শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি। ভাদরে নিড়ায়ে করহ খাঁটি॥
অন্য নিয়মে পুঁতিলে হলদি। পৃথিবী বলেন তাতে কি ফল দি॥৫০

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি হলুদ রোপণ করিয়া আষাঢ় শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বারম্বার জমি নিড়ান ও পরিষ্কার করা হয়, তাহা হইলে আশাতীত পরিমাণে হলুদ উৎপন্ন হইবে।

ফাল্গুনে আগুন চৈত্রে মাটি। বাঁশ বলে শীঘ্র শীঘ্র উঠি॥৫১

বাঁশ গাছের যে সব পত্র শুখাইয়া মাটিতে পতিত হয় সেগুলি সমস্ত একত্র করিয়া যদি ফাল্গুন মাসে দগ্ধ করা হয় এবং চৈত্র মাসে বাঁশের মূলে মাটি দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাঁশ গাছ অচিরেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শুন রে বাপু চাষার ব্যাটা বাঁশ ঝাড়ে দিও না ধানের চিটা॥
চিটা দিলে বাঁশের গোড়ে। দুই কুড়া ভুঁই বেড়বে ঝাড়ে॥৫২

বাঁশ ঝাড়ে যদি সার হিসাবে ধানের আগড়া দেওয়া যায় তাহা হইলে বাঁশ বৃদ্ধি হইবে, কারণ উহাই বাঁশের পক্ষে উত্তম সার জানিও।

শুনরে বাপু চাষার ব্যাটা। মাটির মধ্যে বেলে যেটা॥
তাতে যদি বুনিস পটল। তাতেই তোর আশার সফল॥৫৩

বেলে মাটিতে পটল রোপণ করা হইলে পটল উৎপন্ন হয় প্রচুর পরিমাণে।

খনা বলে শুন্ শুন্ শরতের শেষে মূলা বুন্॥
তামাক বুনে গুঁড়িয়ে মাটি। বীজ পুঁতো গুটি গুটি॥
ঘনরূপে পুঁতো না। পৌষের অধিক রেখো না॥৫৪

মূলা বোনা কর্তব্য শরৎকালের শেষে। তামাক রোপণ করার জন্য জমির মাটি ধুলার ন্যায় গুঁড়া করিয়া ভালরূপে পাট করিবে। খুব ঘন ঘন করিয়া তামাকের গাছ লাগাইবে না আর পৌষ মাসের মধ্যেই তামাক কাটিয়া লইবে।

বলে গেছে বরাহের পো। দশটি মাস বেগুন রো॥
চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ। ইথে নাই কোনো বিবাদ॥
পোকা ধরিলে দিবে ছাই। এর চেয়ে ভাল উপায় নাই॥
মাটি শুকাইলে দিবে জল। সকল মাসে পাবে ফল॥৫৫

চৈত্র ও বৈশাখ ব্যতীত বেগুনের চারা অন্যান্য মাসে পুঁতিবে। বেগুন গাছে পোকা ধরিলে তাহাতে ছাই দেওয়া প্রয়োজন ও মাটি শুকাইয়া যাইলে জল দিতে হইবে। এই নিয়ম মানিয়া চলিলে সারা বছর বেগুন জন্মিয়া থাকে।

যদি না হয় অঘ্রাণে বৃষ্টি। তবে না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি॥৫৬

অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি না হইলে উত্তমরূপে কাঁঠাল জন্মায় না।

এক পুরুষে রোপে তাল। অন্য পুরুষে করে পাল॥
অপর পুরুষে ভুঞ্জে তাল॥৫৭

তালগাছের কাঠের সার হইতে অত্যধিক বিলম্ব হইয়া থাকে, সেই হেতু তিন পুরুষ না গত হইলে কাঠ ব্যবহার করা সম্ভব হয় না।

হাত বিশে করি ফাঁক। আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ।।
গাছ গাছালি ঘন সবে না। গাছ হবে তার ফল হবে না।॥৫৮

আম্র ও কাঁঠাল বৃক্ষ বিশ হাত অন্তর অন্তর রোপণ করা কর্তব্য। ঘন ঘন ভাবে পুঁতিলে উত্তম ফল জন্মায় না।

বারো বছরে ফলে তাল। যদি না লাগে গরুর নাল॥৫৯

তালের চারা গরু যদি ভক্ষণ না করিয়া ফেলে তাহা হইলে ফলন বার বৎসরের কমে হইবে না।

নলে কান্তর গজেক বাই। কলা রুয়ে খেয়ো তাই॥
কলা রুয়ে না কেটো পাত। তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥৬০

কদলী বৃক্ষ রোপণ করিবে আট হাত অথবা এক ব্যাম এক গজ ফাঁক ফাঁক করিয়া। তাহার পাতা না কাটিলে অন্ন বস্ত্রের উপায় হইবে, কারণ বৃক্ষ সতেজ হইয়া পর্যাপ্ত পরিমাণ কদলী জন্মিবে।

ফাল্গুনে এঁটে। পোঁত কেটে॥
বেড়ে যাবে ঝাড় কি ঝাড়। কলা বইতে ভাঙবে ঘাড়॥৬১

কলার এঁটে কাটিয়া ফাল্গুন মাসে পোঁতা হইলে অচিরে ঝাড় বৃদ্ধি হইয়া প্রচুর পরিমাণে কলা জন্মায়।

ডাক ছেড়ে বলে রাবণ। কলা লাগাবে আষাঢ়-শ্রাবণ॥
তিনশত ষাড় ঝাড় কলা রুয়ে। থাক গৃহী ঘরে শুয়ে॥
কলা রুয়ে না কাট পাত। তাতেই কাপড় তাতেই ভাত॥৬২

কদলী বৃক্ষ রোপণ করা কর্তব্য আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে। কদলীর তিন শত ষাট ঝাড় রোপণ করিবার পর গৃহী নিশ্চিন্তে ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করিতে পারে। কিন্তু পাতা কাটা চলিবে না, তাহা হইলে অন্ন বস্ত্রের সংস্থান ইহার দ্বারাই হইবে।

ডাক দিয়ে বলে রাবণ। কলা লাগাবে আষাঢ় শ্রাবণ॥
রুবি বটে খাবিনে। কলা তলে যাবিনে॥
গেলে যাবে ভুঁয়ে। কলা পড়বে শুয়ে॥৬৩

অনেকে বলিয়া থাকেন যে কদলী রোপণ করা আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে প্রশস্ত নহে। কারণ পুঁতিলে পোকার আক্রমণ হয়।

এক হাত এক মুট কলা পোঁত। তবে দেখবে কলার গোট॥৬৪

কদলী বৃক্ষ যদি সওয়া একহাত গভীর গর্ত খনন করিয়া রোপণ করা হয় তাহা হইলে বৃহদাকারে কদলী জন্মিয়া থাকে।

সিংহ মীন বর্জ্জে। কলা কাবে আজ্যে॥৬৫

কদলী বৃক্ষ ভাদ্র ও চৈত্র মাস বাদ দিয়া অন্যান্য মাসে রোপণ করিতে হয়।

যদি রোয় ফাল্গুনে কলা। তবে হয় মাস সফলা॥৬৬

ফাল্গুন মাসে কলাগাছ পুঁতিলে বহু ঝাড় হইবে, তাহা হইতে প্রতি মাসেই কলা ফলিতে থাকিবে।

ভাদ্র মাসে রুয়ে কলা। সবংশে মোরো রাবণ শালা॥৬৭

ভাদ্র মাসে কদলী বৃক্ষ রোপণ করিয়া রাবণ সবংশে নিহত হয়, সেই কারণে ওই মাসে অনেকে কদলী বৃক্ষ রোপণ করিতে মানা করেন।

আগে পুঁতে কলা। বাগ বাগিচে ফলা॥
শোন রে বলি চাষার পো। পরে নারিকেল ক্রমে গুয়ো॥
নারিকেল বারো সুপারী আট। এর ঘন তখনি কাট॥৬৮

বাগান করিলে প্রথমে কলা ও পরে নারিকেল গাছ পুঁতিবে। নারিকেল গাছ বৃহৎ হইলে মাঝে মাঝে সুপারী গাছ বসাইবে। নারিকেল বার হাত অন্তর ও সুপারী গাছ আট হাত অন্তর বসাইতে হয়।

গো নারিকেল নেড়ে পো। আম টুটুরে কাঁঠাল ভো॥৬৯

নারিকেল চারা ও সুপারী চারা যদি নাড়িয়া পোঁতা হয়, তাহা হইলে গাছ তেজযুক্ত হয় ও ফল অধিক জন্মায়। আবার আমের চারা নাড়িয়া পোঁতা হইলে আম হয় ছোট আর কাঁঠাল চারা নাড়িয়া পুঁতিলে তাহা ভো হয় অর্থাৎ তাহাতে কোষ জন্মে না।

আট চার গুয়ো। আম নাড়ায় টুকটুকী কাঁঠাল নাড়ায় ভুঁও॥
সিত নাড়ায় গুয়ো। দুয়ো দুয়ো তিনে খাঁটি আগে কাট কুও॥৭০

সুপারী বৃক্ষ বসাইবে আট হাত ব্যবধানে, সেই গাছে ফল হইলে মাঝে মাঝে আর একটি করিয়া বসাইলে এক একটি গাছ চারি হাত অন্তর হইবে। আমের চারা নাড়িয়া পুঁতিলে ফল হয় ছোট ও কাঁঠাল চারা নাড়িয়া পুঁতিলে তাহা ভুও হয়। সুপারী গাছ তিনবার নাড়িয়া পোঁতা কর্তব্য। প্রথমে পুঁতিবে গর্ত খুঁড়িয়া, পরে চারার উদ্গম হইলে তুলিয়া পুঁতিতে হইবে। ইহার পর পুনরায় তুলিয়া অন্যত্র পুঁতিতে হয়।

গোয়ে গোবরে বাঁশে মাটি। অ-ফলা নারিকেলের শিকড় কাটি॥
ওলে কুটি মানে ছাই। এইরূপ কৃষি করবে ভাই॥৭১

সুপারী গাছের গোড়ায় গোবর ও বাঁশের গোড়ায় মাটি দিবে। যে নারিকেল গাছে ফল ধরে না, তাহার কতকগুলি শিকড় কাটিয়া দিলে ফল হইয়া থাকে, ওলের গোড়ায় খড়কুটা দিলে ওল বড় হয়, মানের গোড়ায় ছাই সার দেওয়াই নিয়ম।

নারিকেল গাছে দিলে নুনে মাটি। শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে গুটী॥৭২

নারিকেল গাছের গোড়ায় লবণ মিশ্রিত মাটি দিলে উহাতে শীঘ্র ফল হয়।

খনায় ডাকিয়া বলে। চিটা দিলে নারিকেল মূলে॥
গাছ হয় তাজা মোটা। শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা॥৭৩

নারিকেল গাছের গোড়ায় ধানের আগড়া দেওয়া প্রয়োজন। তাহা হইলে গাছ শক্তিযুক্ত ও সতেজ হইয়া থাকে।

শোন ওরে চাষার পো। সুপারী বাগে মান্দার রো॥
মান্দারপাতা পল্লে গোড়ে। ফল বাড়ে ঝটপট করে॥৭৪

সুপারীর বাগানে যদি মান্দার গাছ বসানো হয়, তাহা হইলে উহার পাতা পড়িয়া সার বৃদ্ধি হয় এবং সুপারী গাছ অতিশয় তেজস্বী হইয়া সুফলা হইয়া থাকে।

হাতে হাতে ছোঁয় না। মরা ঝাটি বয় না॥
খনা বলে যখন যায়। তখন কেন লয় না॥৭৫

নারিকেল গাছ এরূপভাবে পুঁতিতে হয়, যাতে এক গাছের পাতা অন্য গাছ স্পর্শ না করে, "মরা ঝাটি বয়না" অর্থাৎ নারিকেল গাছ শুষ্ক বাখরা সহ্য করিতে পারে না। বাখরা শুকাইলেই কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরমায়ু গণনা

কিসের তিথি কিসের বার। জন্ম নক্ষত্র কর সার॥
কি কর শ্বশুর মতিহীন। পলকে আয়ু বার দিন॥১

সন্তান যে নক্ষত্রে ভূমিষ্ঠ হইবে, তখন হইতে সেই নক্ষত্রের পরিমাণ যা অবশেষ থাকে বার দিন হিসাব তাহার প্রতি পলে ধরিয়া মাস বা বৎসর যত হইবে, শিশু ততকাল জীবিত থাকিবে।

নরা গজা বিশে শয়। তার অর্ধেক বাঁচে হয়।
বাইশ বলদা তের ছাগলা। তার অর্ধ বরা পাগলা॥২

মনুষ্য ও হস্তী একশ কুড়ি বৎসর, তাহার অর্ধ অর্থাৎ ষাট বৎসর থাকিবে। (১) বার বৎসর বলদ (২) তেরো বৎসর ছাগল এবং ছয় বৎসর পর্যন্ত শূকর জীবিত থাকে।

জন্মলগ্নের শুভাশুভ নিরূপণ

সূর্য কুজে রাহু মিলে। গাছের দড়ি বন্ধন গলে॥
যদি রাখে ত্রিদশনাথ। তবু সে খায় নীচের ভাত॥৩

জন্ম যে লগ্নে হয়, সূর্য ও মঙ্গল দুইয়ের সহিত সেই লগ্নে রাহু মিলিত থাকিলে উদ্বন্ধনে সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইবে, আর স্বয়ং দেবরাজ তাহাকে রক্ষা করিলেও নীচ জাতির অন্ন তাহাকে ভক্ষণ করিতে হইবে।

খনা বরাহেরে বলে কোন্ লগ্ন দেখ। লগ্নের সপ্তম ঘরে কোন গ্রহ দেখ॥
আছে শনি সপ্তম ঘরে। অবশ্য তাহারে খোঁড়া করে॥
রবি থাকিলে ভ্রমায় ভূ-খণ্ড। চন্দ্র তাকে ধরে নবদণ্ড॥

মঙ্গল থাকয়ে করে খণ্ড খণ্ড। অস্ত্রাঘাতে যায় তার মুণ্ড॥
বুধ থাকে বিষয় করায়। গুরু থাকে বহু ধন পায়॥
লগ্নে আঁকা লগ্নে বাঁকা। লগ্নে থাকে ভানু তনুজা॥
লগ্নের সপ্তম অষ্টমে থাকে পাপ। মরে জননী পীড়ে বাপ॥৪

যে ব্যক্তির জন্মের লগ্নে শনি সপ্তম ঘরে অবস্থিত থাকেন সেই ব্যক্তি খোঁড়া হইয়া থাকে। সেইরূপ সপ্তম ঘরে রবির অবস্থান থাকিলে সেই ব্যক্তি নানা দেশে উদাসীন হইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে। চন্দ্র সপ্তম ঘরে থাকিলে, সেই ব্যক্তি রাজদণ্ড ধারণ করিতে সমর্থ হয়। আর যদি সপ্তম ঘরে মঙ্গল থাকেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হইবে। জন্মলগ্নের সপ্তমে বুধ বিদ্যমান থাকিলে, সেই ব্যক্তি বহু ধন উপার্জনে সক্ষম হইয়া তাকে। যদি লগ্নের সপ্তম ঘরে গুরু বা শুক্র অবস্থিত থাকেন, সেই ব্যক্তি অপরের বহু ধন লাভ করিয়া থাকে। শনি লগ্নে অবস্থিত থাকিলে সে ব্যক্তি কখনো ভালো ও কখনো মন্দ প্রাপ্ত হয়। রাহু কেতু আদি পাপগ্রহ যদি লগ্নের সপ্তমে বা অষ্টমে অবস্থান করেন তাহা হইলে সেই ব্যক্তির জননীর মৃত্যু হয় ও পিতাকে রোগাক্রান্ত অবস্থায় থাকিতে হয়।

❊ অগ্র-পশ্চাৎ মরণ গণনা ❊

অক্ষর দ্বিগুণ চৌগুণ মাত্রা। নামে নামে করি সমতা॥
তিন দিয়ে হরে আন। তাহে মরা বাঁচা জান॥
একে শূন্য মরে পতি। দুই রহিলে মরে যুবতী॥৫

স্বামী-স্ত্রীর নামের অক্ষরগুলির সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া যে কয়টি মাত্রা তাহার মধ্যে থাকিবে, তাহার সংখ্যাকে চারগুণ করিতে হয় পরে তিন দিয়া ওই চতুর্গুণ সংখ্যাকে ভাগ করিতে হইবে, ইহার ভাগশেষ যদি এক অথবা শূন্য থাকে তাহা হইলে স্বামীর মৃত্যু অগ্রে এবং ভাগশেষ দুই থাকিলে নিঃসন্দেহে স্ত্রীর মৃত্যু ঘটিবে।

❊ যাত্রার শুভ সময় নিরূপণ ❊

মঙ্গলের ঊষা বুধে পা। যথা ইচ্ছা তথা যা॥৬

মঙ্গলবারে রাত্রি গত হইলে ঊষাকালে বুধবারের আরম্ভে যাত্রা করিলে যাত্রা শুভ হইয়া থাকে।

দ্বাদশ অঙ্গুলী করিয়া কাঠি। সূর্যমণ্ডলে দিয়া দিঠি॥
রবি কুড়ি সোমে ষোল। পঞ্চদশ মঙ্গলে ভাল॥
বুধ এগার বৃহস্পতি বারো। শুক্র চৌদ্দ শনি তের॥
হাঁচি জ্যেঠি পড়ে যবে। অষ্টগুণ লভ্য হবে॥৭

দ্বাদশ অঙ্গুলী পরিমাণে প্রস্তুত একটি কাঠি লইয়া অনাবৃত স্থানে সূর্য কিরণের মধ্যে পুঁতিতে হইবে। ইহার পর যদি রবিবার কোনো স্থানে যাত্রা করিবার থাকে, তাহা হইলে সেই কাঠির ছায়া কুড়ি অঙ্গুলী পরিমাণে হইয়াছে দেখিলে যাত্রা করা প্রশস্ত হইবে। সোমবার যাত্রা করিতে হইলে সেই ছায়া ষোল অঙ্গুলী পরিমাণ হইলে যাত্রা করিবে। এইভাবে পনের অঙ্গুলী মঙ্গলবার, এগার অঙ্গুলী বুধবার, বার অঙ্গুলী বৃহস্পতিবার, চৌদ্দ অঙ্গুলী শুক্রবার ও শনিবারে সেই কাঠির ছায়া তেল অঙ্গুলী পরিমাণ দেখা যাইলে যাত্রা করিবে, হাঁচি টিকটিকি বাধা না পড়িলে সেই যাত্রায় কার্যসিদ্ধি ও নিঃসন্দেহে তাহাতে অষ্টগুণ লাভ হইবে।

রবি গুরু মঙ্গলের ঊষা। আর সব ফাসাফুসা॥৮

রবি, গুরু (বৃহস্পতি) আর মঙ্গলবারের ঊষাকালে যাত্রা করিতে পারিলে দিন দেখিবার কোনো প্রয়োজন হয় না।

ডাকয়ে পক্ষী না ছাড়ে বাসা। উড়িয়ে বসে খাবে করি আশা॥
ফিরে যায় নিজালয়ে না পায় দিশা। খনা ডেকে বলে সেই সে ঊষা॥
উঠে পড়ে খায় না। তখনি কেন যায় না॥৯

রাত্রির শেষে পক্ষীকুল যে সময় আপন নীড়ে থাকিয়া কলরব করিতে থাকে, কোনো কোনো পাখি আহারের আশায় নীড় হইতে উড়িয়া যায় এবং আধ আলো আধ অন্ধকারে দিন নির্ণয় করিতে না পারিয়া ভূমিতে পতিত হয় সেই সময়কেই প্রকৃত ঊষাকাল বলা হয়। এই সময়ে যাত্রাই সুপ্রশস্ত।

আপনার জন্ম নক্ষত্র মাস যত দিন। তিথি বার ঐক্য করে সাতে কর হীন॥
একে শুভ দুইয়ে সুখ তিনে শত্রু ক্ষয়। চতুর্থেতে কার্যসিদ্ধি পঞ্চমে সংশয়॥
ষষ্ঠে মৃত্যু শূন্য হলে পায় বহু সুখ। খনা বলে এ যাত্রায় কভু নাহি দুখ॥১০

কোনও স্থানে যাত্রা করিতে হইলে নিজ জন্মনক্ষত্রের অঙ্কের সংখ্যা এবং যেদিন যাত্রা করিবে, মাসের সেদিনের সংখ্যা তাহার সহিত তিথি ও বারের সংখ্যা একত্র করিতে হইবে। এই সবগুলির যোগফল যাহা হইবে, সাত দিয়া তাহাকে ভাগ করিলে এক যদি ভাগশেষ থাকে, তাহা হইলে যাত্রায় মঙ্গল হইবে। দুই যদি অবশিষ্ট তাকে তাহা হইলে ফল শুভ হইবে। অবশিষ্ট যদি তিন থাকে তাহা হইলে শত্রুক্ষয় ও চার অবশিষ্ট থাকিলে কার্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। অবশিষ্ট যদি পাঁচ থাকে তাহা হইলে শুভ হওয়া সন্দেহজনক, আর ছয় অবশিষ্ট থাকিলে, সে যাত্রায় মৃত্যু এবং শূন্য অবশিষ্ট থাকিলে সুখ লাভ হইয়া থাকে।

✲ যাত্রাকালীন শুভাশুভ লক্ষণ ✲

শূন্য কলসী শুক্না না। শুক্না ডালে ডাকে কা॥
যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা। এক পা না যেও বাপা॥
খনা বলে এও ঠেলি। যদি সামনে না দেখ তেলি॥১১

কোনও স্থানে যাত্রা করিবার সময় শূন্য কলস, শুষ্ক নৌকা, কাকের ডাক শ্রবণ, মাকুন্দ, রজক এবং তেলি দর্শন অমঙ্গল সূচক বলিয়া জানিবে।

ভরা হতে শূন্য ভাল যদি ভরতে যায়।
আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়॥
মরা হতে জ্যান্ত ভাল যদি মরতে যায়।
বাঁয়ে হতে ডইনে ভাল যদি ফিরে চায়॥
বাঁধা হতে খোলা ভাল মাথা তুলে চায়।
হাসা হতে কাঁদা ভাল যদি কাঁদে বাঁয়॥১২

পূর্বে বলা হইয়াছে যাত্রাকালে শূন্য কলস দেখিলে অমঙ্গল হয়, কিন্তু কোনো রমণীকে যদি শূন্য কুম্ভ লইয়া জল আনয়ন করিবার জন্য যাইতে দেখা যায়, তাহা হইলে শূন্য কুম্ভ দেখিলে অমঙ্গল হইবে না। যাত্রার সময় পশ্চাৎ হইতে কেহ ডাকিলে যদিও অমঙ্গল হইয়া থাকে, কিন্তু জননী ডাকিলে অমঙ্গল না হইয়া মঙ্গলই হইয়া থাকে। যাত্রার সময় মৃতদেহ দর্শন অশুভ বটে,

কিন্তু মুমুর্যূ অবস্থায় যখন কাহারও গঙ্গাযাত্রা করা হয়, তাহাকে দেখিলে কোনও অমঙ্গল হয় না।

যাত্রাকালে যদি বামদিকে শৃগাল দেখিতে পাওয়া যায় তাহার ফল মঙ্গল হইয়া থাকে। কিন্তু শৃগাল যদি দক্ষিণ দিকে গমন করিতে করিতে মুখ ফিরাইয়া দেখে তাহা হইলে সে দক্ষিণ দিকে থাকিলে কোনো দোষ হয় না। যাত্রার সময় যদি ছাড়া গরু দেখা যায় তাহা নিঃসন্দেহে অমঙ্গলের কারণ, কিন্তু সেই গরু যদি চলিতে চলিতে মুখ তুলিয়া দেখে, কোনও অনিষ্ট তাহাতে হয় না। শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে যে যাত্রাকালে রোদনের শব্দ শুনিলে অমঙ্গল হইয়া থাকে, কিন্তু রোদনের শব্দ যদি বামদিকে শোনা যায়, তাহা নিঃসংশয়ে শুভ ফলদায়ক হইবে।

❋ রবিবার দোষে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির লক্ষণ ❋

পাঁচ রবি মাসে পায়। ঝরায় কিংবা খরায় যায়॥১৩

বৎসরের কোনও মাসে পাঁচটি রবিবার পড়িলে, সে বৎসর নিঃসন্দেহে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইবে।

❋ বারদোষে চৈত্র মাসের ফল ❋

মধুমাসে প্রথম দিবসে, হয় যে সে বার।
রবি চোষে, মঙ্গলে বর্ষে দুর্ভিক্ষ হয় বুধবার॥
সোম শুক্র গুরুবার। পৃথিবী না সহে শস্যের ভার॥
পাঁচ শনি পায় মীনে। শকুনি মাংস না খায় ঘৃণে॥১৪

চৈত্র মাসের পহলা যদি রবিবার হয় তাহা হইলে সেই বর্ষে অনাবৃষ্টি ঘটিয়া থাকে। আর যদি মঙ্গলবার চৈত্র মাসের প্রথম দিবস হয়, তাহা হইলে উত্তমরূপে বর্ষা হয়। প্রথম দিবস যদি বুধবার হয়, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। আর মাসের প্রথম দিবস সোম শুক্র বা গুরুবার হইলে প্রভূত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়। চৈত্র মাসে যদি পাঁচটি শনিবার পড়ে সেই বৎসর তাহা হইলে মড়ক হইয়া থাকে।

❋ শনির অবস্থান ভেদে চৈত্র মাসের ফল ❋

মধুমাসের ত্রয়োদশ দিনে যদি রয় শনি।
খনা বলে সে বৎসর হবে শস্যহানি॥১৫

চৈত্র মাসের ত্রয়োদশ দিনে যদি শনি অবস্থিত থাকেন, সেই বর্ষে তাহা হইলে শস্যহানি হয়।

❋ ধর্মার্থে উপবাসের দিন ❋

শয়ন উত্থান পাশ মোড়া। তার মধ্যে ভীমে ছোঁড়া॥
দুই ছেলের জন্ম-তিথি। অষ্টমী নবমী দুটি॥
পাগলের চৌদ্দ পাগলীর আট। এই নিয়ে কাল কাট॥
ইহাও যদি না করতে পারিস। ভগার খাদে ডুবে মরিস॥১৬

ধর্মার্থ উপবাস করিতে হইলে, শয়ন, একাদশী, উত্থান একাদশী, পার্শ্ব একাদশী, ভীম একাদশী, রামনবমী, জন্মাষ্টমী, শিব চতুর্দশী ও মহাষ্টমী প্রভৃতি দিনে উপবাস বিধেয়। অন্যথায় গঙ্গাস্নান করা কর্তব্য।

❊ ভূমিকম্প দ্বারা অমঙ্গল আশঙ্কা ❊

ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী শুন পতির পিতা।
ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে নড়েন বসুমাতা॥
রাজ্য নাশে গোধন নাশে, হয় অগাধ বান।
হাতে কাঠা গৃহী ফেরে কিনতে না পান ধান॥১৭

ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে যদি ভূমিকম্প হয়, রাজ্যের পক্ষে তাহা অশুভ হয়, গবাদি পশু বিনষ্ট হয়, ধান্য জন্মায় না।

❊ তিথিভেদে ফাল্গুন মাসের ফল ❊

ফাল্গুনে রোহিণী জানতে চাই। আগামী বৎসর গণিয়া পাই॥
সপ্তমী অষ্টমী হয় ধান। নবমীতে বন্যা দশমীতে নির্মূল পাতান॥১৮

রোহিণী নক্ষত্র ফাল্গুন মাসের যে দিনে হয় ও সপ্তমী বা অষ্টমী তিথি যদি সেইদিন পড়ে, তাহা হইলে প্রভূত পরিমাণে ধান্য সেই বৎসর উৎপন্ন হয়। আর সেইদিন যদি নবমী হয়, সেই বৎসরে তাহা হইলে বন্যা হইবে আর সেইদিন যদি দশমী হয় তাহা হইলে খড় সেই বর্ষে উত্তমরূপে জন্মায় না।

❊ গর্ভস্থ সন্তান পরীক্ষা ❊

যত মাসের গর্ভ নারীর নাম য' অক্ষর যত জন শুনে পক্ষ দিয়ে এক কর॥
সাতে হরি চন্দ্র নেত্র বাণ যদি রয়। ইথেপুত্র পরে কন্যা জানিহ নিশ্চয়॥১৯

গর্ভ যে কয় মাস হইয়াছে, সেই মাসের সংখ্যা, গর্ভবতীর নামের অক্ষরের সংখ্যা, যে কয়জন এই গণনার সময় উপস্থিত থাকে তাদের সংখ্যা, একত্র যোগ করিয়া সেই যোগফলের সহিত দুই যোগ করিবে। এইরূপে যে সমষ্টি হইবে তাহাকে সাত দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ভাগ করিয়া এক, তিন বা পাঁচ অবশিষ্ট থাকিলে পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। যদি দুই, চার বা ছয় অবশিষ্ট থাকে কন্যা সন্তান হইবে।

বাণের পৃষ্ঠে দিয়া বাণ। পেটের ছেলে গণে আন॥
নামে মাসে করি এক। আটে হরে সন্তান দেখ॥
এক তিন থাকে বাণ। তবে নারীর পুত্র জান॥
দুই চারি থাকে ছয়। অবশ্য তার কন্যা হয়॥
যদি থাকে শূন্য সাত। তবে নারীর গর্ভপাত॥২০

বাণের পৃষ্ঠে দিয়ে বাণ অর্থাৎ পাঁচের পিঠে পাঁচ দিলে পঞ্চান্ন হয়। এই পঞ্চান্ন সংখ্যক অঙ্ক গণনা করিয়া গর্ভিণীর গর্ভস্থ পুত্র কি কন্যা বলিতে পারা যায়। প্রথমে গর্ভিণীর নামের অক্ষর এবং যত মাস গর্ভ হইয়াছে তাহার সংখ্যা ঠিক করিয়া লইবে। পরে গর্ভিণীর নামের অক্ষর সংখ্যা, গর্ভ মাসের সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া যোগফল পূর্বোক্ত পঞ্চান্ন সংখ্যার সহিত যোগ করিলে যত সংখ্যা হইবে তাহাকে আট দিয়ে ভাগ করিয়া ভাগশেষ যাহা থাকিবে, তাহার দ্বারা গর্ভস্থ পুত্র কি কন্যা নিরূপণ করিবে। যদি ভাগশেষ এক, তিন বা পাঁচ (১,৩ বা ৫) সংখ্যা হয়,

তবে পুত্র এবং দুই চারি বা ছয় (২,৪,৬) থাকিলে কন্যা হইবে। ভাগশেষ যদি শূন্য বা সাত থাকে, তবে সেই নারীর গর্ভপাত হইয়া থাকে।

গ্রাম গর্ভিণীর ফলে যুতা। তিন দিয়ে হর প্লুতা॥
একে সুত দুয়ে সুতা। শূন্য হলে গর্ভ মিথ্যা॥
একথা যদি মিথা হয়। সে ছেলে তার বাপের নয়॥২১

যে গ্রামে গর্ভিণী বাস করে, সেই গ্রামের ও গর্ভিণীর নামের অক্ষর সংখ্যা যোগ করিতে হইবে। প্রশ্নকারক প্রশ্ন করিবার সময় গণনাকারীর আদেশ অনুসারে একটি ফলের নাম করিবে, সেই ফলের নামের যত অক্ষর সংখ্যা, তাহা পূর্বোক্ত সংখ্যার সহিত যোগ করিয়া যোগফলকে তিন দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তদ্দারা গর্ভিণীর পুত্র কি কন্যা হইবে তাহা নিরূপিত হইবে। যদি অবশিষ্ট এক থাকে তবে পুত্র হইবে, দুই থাকিলে কন্যা হইবে আর যদি শূন্য থাকে তবে সে গর্ভ মিথ্যা অর্থাৎ গর্ভ হয় না বলিয়া জানিবে। যদি এই কথার অন্যথা হয়, তবে সে ছেলে অন্যের দ্বারা জাত হইয়াছে। অর্থাৎ জারজ বলিয়া জানিবে।

নামে মাসে করি এক তার দ্বিগুণ করে সন্তান দেখ॥
সাতে পুরি আটে হরি। সমে পুত্র বিষমে নারী॥২২

গর্ভবতীর নামের অক্ষর সংখ্যা এবং গর্ভ যত মাসের তাহার সংখ্যা যোগ করিয়া তাহাকে দ্বিগুণ করিবে ও গুণফলের সহিত সাত যোগ দিয়া পুরণ করিয়া সেই গুণফলকে আট দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ যাহা থাকিবে তাহার দ্বারা গর্ভিণীর পুত্র কি কন্যা হইবে, তাহা নিরূপণ করিবে। যদি ভাগশেষে সমরাশি (২/৪/৬) হয় তবে পুত্র হইবে। যদি বিষম রাশি (১/৩/৫) হয় তবে কন্যা হইবে।

❊ বৃষ্টি, কুয়াশা, বন্যা, ধান্যাদি ও মৎস্য গণনা ❊

দিনে জল রাতে তারা। এই দেখবে সুখের ধারা॥২৩

বর্ষার আরম্ভে যে বৎসরে দিনে বৃষ্টি ও রাত্রে মেঘ সরিয়া গিয়া আকাশে তারা দেখা যায় সেই বৎসরে উত্তম বৃষ্টি হইয়া থাকে।

পৌষে গরমী বৈশাখে জাড়া। প্রথম আষাঢ়ে ভরবে গাড়া॥
খনা বলে শুন হে স্বামী। শ্রাবণ ভাদর নাহিক পানি॥২৪

পৌষ মাসে যে বৎসর শীত কম হয় ও গরম অনুভূত হয় ও বৈশাখ মাসে শীত বোধ হয়, প্রথম আষাঢ়ে প্রবল বর্ষা হয় সে বৎসর শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বৃষ্টি হইবে না।

পূবেতে উঠিল কাঁড়। ডাঙ্গা ডোবা একাকার॥

পূর্ব দিকে বর্ষার সময় রামধনু উঠিলে অধিক বৃষ্টি হইয়া থাকে।

চাঁদের সভার মধ্যে তারা। পানি বর্ষে মুষলধারা॥
দূর সভা নিকট জল। নিকট সভা রসাতল॥২৬

চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে যদি তারা থাকে তাহলে মুষলধারে বৃষ্টি হইবে। যদি চন্দ্রমণ্ডলের শোভা মণ্ডল হইতে দূরে থাকে, তবে শীঘ্র বৃষ্টি হইবে। আর উহা নিকটে থাকিলে অনাবৃষ্টি লক্ষণ জানিবে।

চৈত্রের থর থর। বৈশাখে ঝড় পাথর॥
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে। তবে জানবে বর্ষা বটে॥২৭

যদি চৈত্র মাসে প্রবল শীত এবং বৈশাখে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে আকাশ পরিষ্কার থাকে তাহলে সেই বৎসর উত্তম বর্ষা হয়।

কি কর শ্বশুর লেখাজোখা মেঘেই বুঝবে জলের লেখা॥
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা। মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা॥
কৃষককে বলগে বাঁধতে আল। আজ না হয় হবে কাল॥২৮

খনা তাহার শ্বশুরকে বলিতেছেন, শ্বশুর মহাশয়! অনর্থক গণনা করিবার প্রয়োজন কি; মেঘ দেখিলেই জলের লক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। যদি মেঘের আকৃতি কোদালে কুড়ুলে অর্থাৎ "খানা খানা' দেখা যায় এবং মধ্যে মধ্যে বায়ু প্রবাহিত হয়, তবে বুঝিবে যে শীঘ্র বৃষ্টি হইবে। এই অবস্থায় কৃষকের উচিত ক্ষেত্রে গিয়ে আলি বন্ধন করা। এই লক্ষণ দৃষ্ট হইলে যদি আজ বৃষ্টি না হয় তবে কাল অবশ্যই হইবে।

পশ্চিমে ধনু নিত্য খরা। পূবের ধনু বর্ষে ঝরা॥২৯

রামধনু পশ্চিম দিকে দেখা যাইলে অনাবৃষ্টি সূচনা করে আর পূর্বদিকে দেখা যাইলে প্রচুর বৃষ্টি হইয়া থাকে।

ব্যাঙ ডাকে ঘন ঘন। বৃষ্টি হবে শীঘ্র জান॥৩০

ঘন ঘন ব্যাঙ গর্জন শ্রুত হইলে অতি শীঘ্রই বর্ষা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

বছরে প্রথমে ঈশান যায়। হবেই বর্ষা খনায় কয়॥৩১

যে বৎসরের আরম্ভেই ঈশানকোণে বায়ু বহিতে থাকে, সেই বৎসর নিঃসন্দেহে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইবে।

পৌষের কুয়া বৈশাখে ফল। য দিন কুয়া ত'দিন জল॥
শনির সাত মঙ্গলের তিন। আর সব দিন দিন॥৩২

পৌষ মাসে যে কয়দিন কুয়াশা হয়, বৈশাখ মাসে সেই কয়দিন বৃষ্টি হইয়া থাকে। যদি শনিবারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সাতদিন ধরিয়া বৃষ্টি হইবে। মঙ্গলবারে বৃষ্টি আরম্ভ হইলে তিনদিন বৃষ্টি হইবে, আর অন্য বারে আরম্ভ হইলে সেইদিন মাত্র বৃষ্টি হইয়া থাকে।

ভাদুরে মেঘে বিপরীত বায়। সেদিন ঝড়-বৃষ্টি হয়॥৩৩

যদি ভাদ্র মাসে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে এবং বিপরীতভাবে বায়ু প্রবাহিত হয়, তবে অত্যন্ত বৃষ্টি হইয়া থাকে।

কর্কট ছরকট সিংহের শুখা কন্যা কানে কান।
বিনা বায়ে তুলা বর্ষে, কোথা রাখবি ধান॥৩৪

শ্রাবণ মাসে (কর্কট) যদি অতিবৃষ্টি হয়, ভাদ্র মাসে (সিংহ) শুখা হয়, আশ্বিনে (কন্যা) যথেষ্ট বৃষ্টি হয় এবং কার্তিকে (তুলা) বায়ু না থাকিয়া অল্প অল্প বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে।

যদি বর্ষে আঘনে। রাজা যান মাগনে॥
যদি বর্ষে পৌষে। কড়ি হয় তুষে॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজার পুণ্য দেশ॥
যদি বর্ষে ফাল্গুনে। চিনা কাউন দ্বিগুণে॥৩৫

অগ্রহায়ণ মাসে যদি ভাল বর্ষণ হয়, তাহা হইলে শস্যকীটে ধান্য কর্তন করিয়া ফেলে। উত্তমরূপে শস্য না পাওযার দরুন প্রজাগণ রাজস্ব দিতে অক্ষম হয়, সেই কারণে রাজাকেও বিপদগ্রস্ত হইতে হয়। পৌষ মাসে বৃষ্টি হইলে হৈমন্তিক ধান্য ঝরিয়া পড়িয়া ধান্য মহার্ঘ্য হইয়া যায় আর তুষেও অর্থ উপার্জন হয়। আর যদি মাঘের শেষে, বৃষ্টি হয় হৈমন্তিক ধান্য ও আশু ধান্যের কৃষি ভালভাবে হইয়া থাকে। চিনা ও কাউন ধান্য ফাল্গুন মাসে বৃষ্টি হইলে দ্বিগুণ হইয়া থাকে।

জ্যৈষ্ঠে শুখো আষাঢ়ে ধারা। শস্যের ভার না সহে ধরা॥৩৬

যদি জ্যৈষ্ঠ মাসে রৌদ্র ও আষাঢ় মাসে বর্ষা হয়, তাহা হইলে ঐ বৎসর প্রভূত পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়।

মাঘ মাসে বর্ষে দেবা। রাজা ছাড়ে প্রজার সেবা॥৩৭

মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে অত্যধিক পরিমাণে শস্য জন্মায় ও প্রজাগণ সুখে কালাতিপাত করে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে আষাঢ়ে ভারে। কাটিয়া মাড়িয়া ঘর করে॥৩৮

জ্যৈষ্ঠ মাসে রৌদ্র ও আষাঢ় মাসে বর্ষণ হইলে, ভূমি জলে পূর্ণ হইয়া যায়, ফলে সেই বৎসর কাটা মাড়ার কার্য করিতে হয়। অর্থাৎ সেই বৎসর প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়।

যদি বর্ষে মকরে। ধান হবে টেকরে॥৩৯

মাঘ মাসে বৃষ্টি হইলে উচ্চ জমিতেও সে বৎসর ধান্য জন্মিয়া থাকে।

যদি হয় চৈত্র মাসে বৃষ্টি তবে হয় ধান্যের সৃষ্টি॥৪০

চৈত্র মাসে বৃষ্টি হইলেও উত্তমরূপ ধান্য উৎপন্ন হয়।

কার্তিক পূর্ণিমা কর আশা। খনা ডেকে বলে শোন রে চাষা॥
নির্মল মেঘে যদি বাত হয়। রবি শস্যের ভার ধরণী না সয়॥
মেঘ করে রাত্রে আর হয় জল। তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল॥৪১

যদি কার্তিক মাসের পূর্ণিমার রাত্রে আকাশ পরিষ্কার থাকে, তাহা হইলে অত্যধিক পরিমাণে রবি শস্য উৎপন্ন হয়, আর যদি রাত্রির সময় মেঘ ও বৃষ্টি দুই-ই হইতে থাকে; তাহা হইলে শস্য আদৌ জন্মায় না। কৃষকের মাঠে যাওয়াই বিফল হয়।

আষাঢ়ে নবমী শুকুল পাখা। কি কর শ্বশুর লেখাজোখা॥
যদি বর্ষে মুষলধারে। মধ্য সমুদ্রে বগা চরে॥
বর্ষে যদি ছিটে ফোঁটা। পর্বতে হয় মীনের ঘটা॥
যদি বর্ষে ঝিমি ঝিমি। শস্যের ভার না সহে মেদিনী॥৪২

আষাঢ় মাসে শুক্লানবমীতে মুযলধারে বৃষ্টি হইলে সে বৎসর অনাবৃষ্টিতে সমুদ্রও শুষ্ক হইবে। যদি সেই দিন অল্প বৃষ্টি হয়, তবে ভীষণ বর্ষা হয় ও অসংখ্য মৎস্য জন্মায়। যদি সেই দিন মন্দ মন্দ বর্ষণ হয়, সূর্যাস্তের সময় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহা হইলে সুবৃষ্টি হইয়া অভূতপূর্ব শস্য জন্মায়। আর যদি ঐদিন পরিষ্কার থাকে, তবে কিছুই শস্য জন্মিবে না।

বামুন বাদল বান। দক্ষিণা পেলেই যান॥৪৩

দক্ষিণা পাইলে ব্রাহ্মণ যেমন আর ক্ষণমাত্রও অবস্থান করেন না, তেমনি দক্ষিণ বায়ু প্রবাহ হইলে বাদল এবং বন্যা নিবৃত্ত হয়।

চৈতে কুয়া ভাদ্রে বান। নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান॥৪৪

চৈত্র মাস কুয়াশা এবং ভাদ্র মাসে বন্যা হইলে সে বৎসর ভীষণ মড়ক হইয়া থাকে।

পূর্ণ আষাঢ়ে দক্ষিণা বয়। সেই বৎসর বন্যা হয়॥৪৫

যদি আষাঢ় মাসের আরম্ভ হইতে সারা মাস ব্যাপিয়া বাতাস দক্ষিণদিক হইতে বহিতে থাকে, তাহা হইলে সে বৎসর বন্যা হইবে।

আমে ধান। তেঁতুলে বান॥৪৬

আম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলে সে বৎসর ধান্যও প্রভূত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, আর তেঁতুল অধিক পরিমাণে জন্মিলে সে বৎসর ভয়ানক বন্যা হয়।

❊ গ্রহ সঞ্চার ফল ❊

জন্মস্থ হইলে রবি শত্রু বৃদ্ধি করে।
দ্বিতীয় হইলে বন্ধু বিচ্ছেদ তৎপরে॥
চতুর্থে ক্রমিক দুঃখ তৃতীয়ে যে আয়।
পঞ্চমে থাকিলে রবি মিত্র হানি কয়॥
ষষ্ঠে ধনলাভ হয় অনিষ্ট সপ্তমে।
অষ্টমেতে অপমান শোক যে নবমে॥
দশমে প্রাধান্য আর হয় কার্য সিদ্ধি।
একাদশে রবি করে সৌভাগ্যের বৃদ্ধি॥
দ্বাদশেতে বধ আর বন্ধনের ভয়।
রবির সঞ্চর ফল জ্যোতিষেতে কয়॥৪৭

রবি জন্মস্থ থাকিলে শত্রুবৃদ্ধি, দ্বিতীয়ে থাকিলে বন্ধুবিচ্ছেদ, তৃতীয় ঘরে থাকিলে আয়, চতুর্থ ঘরে থাকিলে দুঃখ, পঞ্চমে মিত্রহানি হয়, যষ্ঠ ঘরে থাকিলে ধনলাভ ও কার্যসিদ্ধি হয়, সপ্তমে থাকিলে অনিষ্ট, অষ্টমে অপমান, নবমে হয় শোক, দশমে প্রাধান্য ও কার্যসিদ্ধি হয়, একাদশে সৌভাগ্য এবং দ্বাদশ ঘরে থাকিলে মৃত্যু ও বন্ধনভয় হইয়া থাকে।

মিষ্টান্ন ভোজন চন্দ্র জন্মস্থ থাকিলে। ক্লেশ দেন শশধর দ্বিতীয় হইলে॥
তৃতীয়েতে শত্রুনাশ করে শশধর। চতুর্থে চন্দ্রের ফলে পীড়য়ে উদর॥
পঞ্চমে সৌভাগ্য ষষ্ঠে লাভ ধনধান্য। সপ্তমেতে বধ আর স্ত্রী-লাভের জন্য॥
অষ্টমেতে চক্ষুর পীড়া নবমেতে ত্রাস। দশমে কার্য সিদ্ধি না করে নৈরাশ॥
একাদশে মান কিংবা হয় সুখোদয়। দ্বাদশস্থ শশধরে সদা করে ভয়॥৪৮

জন্মস্থ চন্দ্র হইলে মিষ্টান্ন ভোজন লাভ হয়। সেইরূপ দ্বিতীয়ে থাকিলে দুঃখ, তৃতীয় ঘরে থাকিলে শত্রুনাশ, চতুর্থে উদর পীড়া, পঞ্চম ঘরে থাকিলে সৌভাগ্য প্রাপ্তি, ষষ্ঠে ধনধান্য লাভ, সপ্তমে হয় স্ত্রী লাভ ও বধ; অষ্টমে চক্ষুর রোগ হইয়া থাকে, নবমেতে ভয়, দশম ধরে কার্যসিদ্ধি, একাদশে মান কিংবা সুখ ও দ্বাদশে থাকিলে ভয় হইয়া থাকে।

শুনহ সকল ক্ষৌণী পুত্রফল
জ্যোতিষেতে যাহা কয়।
জন্মস্থ রাশিতে যদি ক্ষিতি সুতে
থাকিলে শত্রুর ভয়॥
দ্বিতীয়ে থাকিলে ধনক্ষয় বলে
তৃতীয়ে কার্যের সিদ্ধি।
ক্ষিতিজ চতুর্থে জ্যোতিষের মতে
থাকিলে শত্রুর বৃদ্ধি॥
পঞ্চমে মরণ ষষ্ঠে বৃদ্ধি ধন
সপ্তমেতে শোক করে।
থাকে অষ্টমেতে অস্ত্রাঘাত তাতে
ব্যক্ত আছে চরাচরে॥
নবম মঙ্গলে কার্যহানি বলে
ইহাতে নাহিক আন।
মহীজ দশেতে থাকিলে ইহাতে
মাত্র সে সুখ্যাতি পান॥
একাদশে রয় ধরণী তনয়
নানা সুখ তাতে জানি।
দ্বাদশে মরণ এই বিবরণ
জ্যোতিষ প্রমাণে মানি॥৪৯

জন্মস্থ মঙ্গল থাকিলে শত্রুভয়, দ্বিতীয়ে ধনক্ষয়, তৃতীয়ে কার্যসিদ্ধি হয়, চতুর্থে শত্রু বৃদ্ধি, পঞ্চম ঘরে থাকিলে মৃত্যু, ষষ্ঠে ধনলাভ, সপ্তমে শোক, অষ্টমে অস্ত্রাঘাত, নবমে কার্যহানি, দশম ঘরে সুখ্যাতি, একাদশে নানা সুখ এবং দ্বাদশে থাকিলে মৃত্যু হইয়া থাকে।

জন্মস্থ থাকিলে বুধ করায় বন্ধন। শাস্ত্রে বলে দ্বিতীয়ে থাকিলে দেন ধন॥
অপমান তৃতীয়ে চতুর্থে কার্যসিদ্ধি। পঞ্চমেতে দুঃখ হয় বুঝহ সুবুদ্ধি॥
ষষ্ঠে স্থান লাভ যে সপ্তমে পীড়া দেহে। ধনলাভ করে বুধাষ্টমে যদি বৃহে॥
নবমে বৃহৎ পীড়া সুখ হয় দশে। একাদশে ধন আর ধৈর্য যে দ্বাদশে॥৫০

বুধ জন্মস্থ থাকিলে বন্ধন, সেইরূপ দ্বিতীয়ে থাকিলে ধন, তৃতীয় গৃহে থাকিলে অপমান, চতুর্থে কার্যসিদ্ধি, পঞ্চমে দুঃখ, ষষ্ঠে ভূমিলাভ, সপ্তমে থাকিলে পীড়া হয়, অষ্টমে ধন লাভ, নবমে থাকিলে ভীষণ পীড়া, দশমে থাকিলে সুখ হয়, একাদশে অর্থ এবং দ্বাদশে থাকিলে ধৈর্য হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি জন্মস্থ থাকিলে হয় ভয়।
দ্বিতীয়ে অতুলৈশ্বর্য তৃতীয়ে ক্লেশ কয়॥
বুদ্ধিনাশ করে গুরু চতুর্থে থাকিলে।
পঞ্চমে পরম সুখ জ্যোতিষেতে বলে॥

অশুভদায়ক ষষ্ঠে যদি রহে গুরু।
সপ্তমেতে রাজপূজা এ ফল সুচারু॥
সুরাচার্য অষ্টমে অশেষ ধন নাশ।
নবমেতে ধন বৃদ্ধি আছয়ে নির্যাস॥
বৃহস্পতি দশমে প্রণয়ভঙ্গ কয়।
একাদশে স্থান, মান, ধনলাভ হয়॥
পীড়া করে দ্বাদশে গুরুতে সুনিশ্চয়।
গুরু ফলাফল এই জ্যোতিষেতে কয়॥৫১

জন্মস্থ বৃহস্পতি থাকিলে ভয়, দ্বিতীয়ে অতুল ঐশ্বর্য, তৃতীয়ে ক্লেশ, চতুর্থে বুদ্ধিনাশ হয়, পঞ্চমে মহাসুখ, ষষ্ঠে অশুভ, সপ্তমে রাজপূজা লাভ হয়, অষ্টমে বহু ধন ক্ষয় হয়, নবমে থাকিলে ধন বৃদ্ধি, দশমে প্রণয় ভঙ্গ, একাদশে মান ও ধনলাভ এবং দ্বাদশে থাকিলে পীড়া হইয়া থাকে।

জন্মস্থ হইলে শুক্র শত্রু করে ক্ষয়।
ধন লাভ দ্বিতীয়ে তৃতীয়ে সুখ হয়॥
ধন ভোগ চতুর্থে পঞ্চমে লাভ পুত্র।
ভৃগুর নন্দন করে ষষ্ঠে বৃদ্ধি শত্রু॥
সপ্তমেতে শোক কার্যসিধ যে অষ্টমে।
নানা বস্ত্র লাভ করে থাকিলে নবমে॥
অশুভ ভার্গব হয় দশমে থাকিলে।
একাদশে অধিকন্তু ধন লাভ বলে॥
দ্বাদশেতে ভৃগু করে পরমায়ু বৃদ্ধি।
ভার্গবের ফলাফল এই শাস্ত্র সিদ্ধি॥৫২

শুক্র জন্মস্থ থাকিলে শত্রু ক্ষয় হয়, দ্বিতীয় গৃহে থাকিলে ধনলাভ, তৃতীয়ে সুখ, চতুর্থে থাকিলে ধন ভোগ, পঞ্চমে পুত্র লাভ হয়, ষষ্ঠে শত্রু বৃদ্ধি, সপ্তমে শোক হইয়া থাকে, অষ্টমে কার্যসিদ্ধি, নবমে নানা বস্ত্র লাভ হয়, দশমে থাকিলে অশুভ, একাদশে ধন লাভ এবং দ্বাদশে পরমায়ু বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

জন্মস্থ রাশিতে বাস শনি করে বিত্তনাশ
মানসের কষ্ট সে দ্বিতীয়ে।
তৃতীয়ে শনির ভাব শত্রু নাশ ধনলাভ
ফলাফল দেখহ বুঝিয়ে॥
চতুর্থে শত্রুর বৃদ্ধি পাঁচে হয় পুত্র বৃদ্ধি
ষষ্ঠে সর্বকার্যে সিদ্ধি কয়।
বহু দোষ সপ্তে কহে অষ্টমেতে পীড়া দেহে
নবমেতে করে অর্থ ক্ষয়।
সুখ্যাতি দশমে শনি প্রমাণেতে অনুমানি
নিগূঢ়ার্থ জ্যোতিষ বচন।

একাদশে বহু ধন লাভ হয় শাস্ত্রে কন
দ্বাদশেতে অনর্থ ঘটন॥৫৩

জন্মস্থ শনি থাকিলে বিত্তনাশ হয়, দ্বিতীয়ে থাকিলে মনঃকষ্ট, তৃতীয় গৃহে থাকিলে শত্রুনাশ ও ধনলাভ হয়, চতুর্থে শত্রু বৃদ্ধি, পঞ্চমে পুত্র সম্পত্তি, ষষ্ঠে থাকিলে সর্বকার্য সিদ্ধি হয়, সপ্তমে বহু দোষ, অষ্টমে পীড়া, নবমে থাকিলে অর্থক্ষয়, দশমে সুখ্যাতি, একাদশে বহু ধন লাভ, দ্বাদশে থাকিলে অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

রাহু কেতু জনমস্থ হইলে ধন ক্ষয়।
দ্বিতীয়ে প্রবাস বৃদ্ধি প্রমাণেতে কয়॥
রাহু কেতু তৃতীয়ে থাকিলে নানা লাভ।
চতুর্থেতে পীড়া যেন প্রমাণের ভাব॥
মনঃপীড়া দাতা হন থাকিলে পঞ্চমে।
ষষ্ঠে মহাসুখ অগ্নি ভয় যে সপ্তমে॥
অষ্টমে মরণ ভয় লজ্জা যে নবমে।
সুখ্যাতির বৃদ্ধি হয় থাকিলে দশমে॥
একাদশে থাকিলে হয় অশেষ সুখোদয়।
দ্বাদশেতে অতিকষ্ট জ্যোতিষেতে কয়॥৫৪

জন্মস্থ যদি রাহু কেতু থাকে তাহাতে ধনক্ষয়, দ্বিতীয়ে থাকিলে প্রবাস, তৃতীয়ে বহু লাভ, চতুর্থে পীড়া হয়, পঞ্চমে মনঃকষ্ট হইয়া থাকে, ষষ্ঠে মহাসুখ, সপ্তমে অগ্নির ভয়, অষ্টমে মরণ ভয় হইয়া থাকে, নবমে লজ্জা, দশমে সুখ্যাতি বৃদ্ধি হয়, একাদশে পর্যাপ্ত সুখ ও দ্বাদশে থাকিলে অত্যন্ত কষ্ট ভোগ করিতে হয়।

❋ বিবাহার্থ কন্যার শুভাশুভ লক্ষণ ❋

নোদ্বহেৎ কপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিণীম্।
না লোমিকাং নাতিলোম্নীং ন বাচালাং ন পিঙ্গলাম্॥
নর্ক্ষবৃক্ষনদীনাম্নীং নান্ত্য পর্বতনামিকাম্।
ন পক্ষ্যহি প্রৈষ্যনাম্নীং ন চ ভীষণা নামিকাম্॥

ধূম্রবর্ণা অধিকাঙ্গী অথবা রোগিণী।
অলোমিকা কিম্বা হয় অধিক লোমিনী॥
বাচালা অথবা হয় পিঙ্গল বরণী।
নক্ষত্র নামিকা কিম্বা বৃক্ষের নামিনী॥
নদী পক্ষী অহি কিম্বা নামে অস্তগিরি।
ভীষণ নামিকা কিম্বা দূতী নামধারী॥
এসব বিবাহযোগ্যা কদাচ না হয়।
জ্যোতিষ বচন অর্থে এইরূপ কয়॥৫৫

যে সব কন্যার বর্ণ ধূম্রবরণ, যে দীর্ঘাঙ্গী, লোম শূন্য বা অধিক লোমাবৃতা, বাচালা, পিঙ্গলবর্ণা,

নক্ষত্রের নামে যাহার নাম, বৃক্ষ ও নদীর নামে যাহার নাম, যাহার নাম পক্ষী ও সর্পের নামে রাখা হইয়াছে, অস্তগিরি ও ভীষণা যাহার নাম, দূতী নামধারিণী এইসব ধরনের কন্যাকে বিবাহ করা উচিত নহে, কারণ এইসব লক্ষণযুক্তা কন্যা কুলক্ষণা বলিয়া কথিত আছে।

গঙ্গে চ যমুনা চৈব গোমতী চ সরস্বতী।
নদম্বাসাং নামবৃক্ষে মালতী তুলসী তথা॥
রেবতী চাশ্বিনী তেষু রোহিণী শুভদা ভবেৎ।

তার মধ্যে বিবাহ কর্তব্য হবে যেই।
জ্যোতিষ প্রমাণ মত লিখিলাম এই॥
গঙ্গা কি যমুনা বা গোমতী সরস্বতী।
বৃক্ষ নামেতে হয় তুলসী মালতী॥
নক্ষত্র নামেতে হয় রেবতী অশ্বিনী।
অথবা রোহিণী হয় অশুভ নাশিনী॥৫৬

পূর্বের শ্লোকে বলা হইয়াছে যে নদী, বৃক্ষ ও নক্ষত্রের নামধারিণী কন্যাকে বিবাহ করা কর্তব্য নহে, কিন্তু এই সকলের মধ্যে গঙ্গা, যমুনা, গোমতী, সরস্বতী এই কয়টি নদীর নাম তুলসী ও মালতী এই দুটি বৃক্ষের নাম এবং রেবতী, অশ্বিনী ও রোহিণী প্রভৃতি তিনটি নক্ষত্রের নামে নাম হইলে কোনো দোষ হয় না। এই সকল নামের কন্যাগণের দ্বারা অশুভের নাশ হইয়া থাকে।

নেত্রে যস্যাঃ কেকরে পিঙ্গলে বা।
স্যার্দুঃশীলা শ্যাবলোলেক্ষণা চ॥
কূপৌ যস্যাঃ গণ্ডয়োঃ সস্মিতায়া।
নিঃসন্দিগ্ধাং বন্ধকাং তাং বদন্তি॥

ট্যারা চক্ষু হয় চঞ্চল লোচনা।
দুঃশীলা অথবা হয় পিঙ্গল বরণা॥
হাস্যকালে গণ্ডস্থলে কূপ হয় যার।
বন্ধকী জানিহ তাকে কহিলাম সার॥৫৭

যে কন্যার চক্ষু দুটি ট্যারা ও চঞ্চল, সে কন্যা চরিত্রহীনা ও পিঙ্গলবর্ণা এবং হাস্য করিলে যে কন্যার গণ্ডে কূপের মতো গোলাকার চিহ্ন দেখা যায়, সে অবশ্য বন্ধ্যা হইবে।

শ্যামা সুকেশী তনু লোমরাজী। সুভ্রূঃ সুশীলা সুগতি সুদন্তা॥
বেদীবিমধ্যা যদি পঙ্কজাক্ষী। কুলেন হীনাপি বিবাহনীয়া॥
ধৃষ্টা কুদন্তা যদি পিঙ্গলাক্ষী। লোম্না, সমাকীর্ণ সমাঙ্গ যষ্ঠিঃ॥
মধ্যে চ পুষ্টা যদি রাজকন্যা। কুলেঽপি যোগ্যা ন বিবাহনীয়া॥

শ্যামাঙ্গী সুকেশী তনু লোমরাজী কান্তা।
সুভ্রুরুশীলা কিম্বা সুগতি সুদন্তা॥
মধ্য ক্ষীণা যদি হয় পঙ্কজনয়নী।
কুলহীনা হইলেও বরেষ্টদায়িনী॥

কুদন্তা অথবা হয় অধিক ব্যাপিকা।
পিঙ্গল লোচনা অঙ্গ যষ্টি সলোমিকা॥
মধ্য পুষ্টা যদি হয় রাজার বালিকা।
কুলে শ্রেষ্ঠা হৈলে তবু অরিষ্টদায়িকা॥৫৮

যে ক্যা শ্যামা, কেশ সুন্দর, অঙ্গে অল্প লোম বিদ্যমান, মনোহারিণী ও সুন্দর কান্তি ও সুন্দর ভ্রূযুক্তা, যে কন্যা সুশীলা, সুন্দর গতিসম্পন্না, সুদর্শনা ও পদ্মের মতো চক্ষুবিশিষ্টা, যাহার কটি ক্ষীণ, সেই রমণী কুলহীনা হইলেও শুভদাত্রী হয়। সেই কারণে সেইরূপ লক্ষণযুক্তা কন্যাকেই বিবাহ করা একান্ত বিধেয়। যে কন্যা ধৃষ্টা, দন্তশ্রীহীনা, পিঙ্গল চক্ষু বিশিষ্টা, যাহার পদদ্বয় ও অঙ্গযষ্টি লোমে আবৃত সেইরূপ কন্যা কুলশীলে উচ্চ হইলেও বিবাহের যোগ্য নহে বরং কুলক্ষণা বলিয়াই তাহাকে জানিতে হইবে।

পরিশিষ্ট

স্ত্রী-জাতির আদ্যঋতুর বারফল

রবিতে বিধবা হয়, সোমে পতিব্রতা মঙ্গলেতে বেশ্যা, বুধে সৌভাগ্য সংযুতা॥
বৃহস্পতিবারে পতি লক্ষ্মীযুক্তা হয়। শুক্রবারে বহু পুত্র চিরজীবী রয়॥
শনিবারে বন্ধ্যা হয় জ্যোতিষের মতে। অতএব লিখি যাহা প্রায়শ্চিত্ত তাতে॥
গো কাঞ্চন ভূমি কিংবা ধান্য দিবে দান। দোষ শান্তি হয় ইথে এই ত বিধান॥

আদ্যঋতুর নক্ষত্র ফল

ত্রিপূর্বা ভরণী আদ্রা অশ্লেষাতে বিধবা। মঘা শোক পুনর্বসু বন্ধকী জানিবা॥
কৃত্তিকা অথবা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হইলে। দরিদ্র নিশ্চয় ইহা জ্যোতিষেতে বলে॥

আদ্যঋতুর মাসফল

জ্যৈষ্ঠ্যেত বিধবা হয় আষাঢ়েতে ধনী। মৃতাপত্যা শ্রাবণেতে ভাদ্রেতে রোগিণী॥
আশ্বিনেতে মৃতাপত্যা হইবে কামিনী। কার্তিকেতে ঋতুমতী স্বকুলনাশিনী॥
মার্গশীর্ষে ঋতুমতী হয় ধর্মশীলা। পৌষেতে হইলে ঋতু রতিতে বিহ্বলা॥
মাঘে পতিব্রতা নারী হৈলে ঋতুমতী। ফাল্গুনে হইলে ঋতু বহু পুত্রবতী॥
মদোন্মাদিনী হয় চৈত্রেতে কামিনী। বৈশাখেতে হইলে হয় সুপ্রিয়বাদিনী॥

ধনী পরীক্ষা

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ধনযোগং বিশেষতঃ।
পঞ্চমে তু ভৃগুক্ষেত্রে তস্মিন্ শুক্রেন সংযুতে॥

এখন ধনযোগের সম্বন্ধে বলা হইতেছে। জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে আপন ক্ষেত্রে শুক্র

অবস্থিত থাকিলে এবং একাদশ স্থানে যদি শনির অবস্থান হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনী ও বহু সামগ্রীর অধিকারী হইয়া থাকে।

পঞ্চমে সোমক্ষেত্রে তস্মিন্ সৌম্যযুতো যদি
লাভে চ চন্দ্রভৌমৌ তু বহুদ্রব্যস্য নায়কঃ॥

জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে আপন ক্ষেত্রে বুধ অবস্থিত থাকিলে এবং একাদশ স্থানে চন্দ্র ও মঙ্গল থাকিলে সেই ব্যক্তি ধনী হইয়া বহু দ্রব্যের অধিকারী হইয়া থাকে।

পঞ্চমে তু শশীক্ষেত্রে তস্মিন্ সূর্যযুতো যদি।
লাভে গোমাত্মজস্থে বহু দ্রব্যস্য নায়কঃ॥

জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে শনির ক্ষেত্রে যদি সূর্যের অবস্থান হয় আর বুধ একাদশ স্থানে অবস্থিত থাকে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনী ও বহু দ্রব্যের অধিকারী হইয়া থাকে।

পঞ্চমে তু শনিক্ষেত্রে তস্মিন্ রবিযুতো যদি।
লাভেঽমরেন্দ্র পূজ্যস্থে বহু দ্রবস্য নায়কঃ॥

জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চমে আপন ক্ষেত্রে যদি সূর্য অবস্থিত থাকে, গুরুর অবস্থিতি হয় একাদশ স্থানে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনী ও বহু দ্রব্যের অধিকারী হইয়া থাকে।

পঞ্চমে তু শনিক্ষেত্রে তস্মিন্ শনিযুতো যদি।
লাভে ভৌমেন সংযুতে বহু দ্রব্যস্য নায়কঃ॥

জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে নিজ ক্ষেত্রে শনির অবস্থান হইলে আর মঙ্গল একাদশ স্থানে থাকিলে, সেই ব্যক্তি ধনী ও বহু দ্রব্যের অধিকারী হইয়া থাকে।

পঞ্চমে তু গুরুক্ষেত্রে তস্মিন্ গুরুযুতো যদি।
লাভে তু চন্দ্রভৌমৌ চেদ্বহু দ্রব্যস্য নায়কঃ॥

জন্মলগ্ন হইতে পঞ্চম স্থানে গুরু নিজ ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিলে আর চন্দ্র মঙ্গল একাদশ স্থানে অবস্থান করিলে সেই ব্যক্তি ধনী ও বহু দ্রব্যের অধিকারী হইয়া থাকে।

ভানুক্ষেত্রগতে তস্মিন্ লগ্নে ভানুঃ স্থিতো যদি।
ভৌমেন গুরুণাযুক্তো দৃষ্টো বা স্যদযুতো ধনী॥

জন্মলগ্নে রবি নিজ ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকিলে আর তাহাতে মঙ্গল বা গুরুর দৃষ্টি অথবা যোগ থাকিলে সেই ব্যক্তি ধনী হয়।

চন্দ্রক্ষেত্রগতে লগ্নে তস্মিন্ চন্দ্রযুতো যদি।
জীব ভৌমযুতে যস্তু দৃষ্টে জাতো ধনী ভবেৎ॥

চন্দ্র জন্মলগ্নে নিজক্ষেত্রে থাকিলে আর তাহাতে গুরু ও মঙ্গলের যোগ বা দৃষ্টি থাকিলে, সেই ব্যক্তি ধনী হয়।

ভৌমক্ষেত্রগতে লগ্নে তস্মিন্ ভৌমযুতো যদি।
সোম শুক্রার্কজৈর্যুক্তে দৃষ্টে শ্রীমন্নরো ভবেৎ॥

মঙ্গল জন্মলগ্নে যদি নিজ ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকেন আর তাহাতে চন্দ্র, শুক্র কিংবা শনির যোগ বা দৃষ্টি থাকে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনী হয়।

গুরুক্ষেত্রগতে লগ্নে তস্মিন গুরুযুতো যদি।
সৌম্যভৌমত দৃষ্টে জাতো যস্তু ধনী নরঃ॥

জন্মলগ্নে গুরু যদি নিজ ক্ষেত্রে থাকেন এবং তাহাতে বুধ কিম্বা মঙ্গলের দৃষ্টি যোগ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ধনী হয়।

ভৃগুক্ষেত্রগতে লগ্নে তস্মিন্ ভৃগুযুতো যদি।
শনিসৌম্যযুতে দৃষ্টে জাতো যস্তু ধনী নরঃ॥

জন্মলগ্নে শুক্র আপন ক্ষেত্রে থাকিলে এবং তাহাতে শনি কিম্বা বুধের দৃষ্টি বা যোগ থাকিলে সেই ব্যক্তি ধনী হইয়া থাকে।

✲ দরিদ্র পরীক্ষা ✲

অধুনা সংপ্রবক্ষ্যামি দরিদ্রং দুঃখ কারণম্।
লগ্নাধিপে রিক্গতে রিপ্ফেশো লগ্নমাগতে॥

এখন দরিদ্র গণনার বিষয় বলা হইতেছে। লগ্নাধিপতি যদি দ্বাদশ স্থানে আর লগ্নে দ্বাদশাধিপতি থাকিয়া মারকাধীশ্বর দ্বারা দৃষ্ট বা সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দরিদ্র হইবে।

লগ্নাধিপে শত্রুগৃহংগতেবা ষষ্ঠেশ্বরে লগ্নগতোঽপি বাচেৎ।
বিলগ্নলে মাকরনাথ দৃষ্টে জাতো ভবেন্নির্ধনকোঽপি বৈশ্যঃ॥

যদি ষষ্ঠ স্থানের লগ্নে আর লগ্নাধিপতি ষষ্ঠ স্থানে অবস্থিত থাকিয়া মারকাধিপতি দ্বারা নিরীক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দরিদ্র হইবে।

লগ্নেন্দু কেতুযুক্তৌ বা লগ্নেসো নির্ধনং গতে।
মারকেশযুতে দৃষ্টে রাজবংশোঽপি নির্ধনঃ॥

লগ্ন চন্দ্র কেতুযুক্ত হইলে আর লগ্নে অষ্টমে অবস্থান পূর্বক মারকাধিপতি কর্তৃক নিরীক্ষিত বা যুক্ত হইলে সেই ব্যক্তি যদি রাজবংশেও জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলেও দরিদ্র হইবে।

বিলগ্ননাথেঽরিবিনাশপপিফ নাথেক্ যুক্তে যদি পাপ দৃষ্টে।
মন্ত্রাত্মজেনাপি যুতেঽপি দৃষ্টে শুভৈর্নদৃষ্টে স ভবেদ্দরিদ্র॥

লগ্নাধীশ্বর ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশাধিপতির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া পাপগ্রহ দ্বারা দৃষ্ট হইলে কিম্বা লগ্নাধীশ্বর পঞ্চমাধিপতি কর্তৃক যুক্ত বা নিরীক্ষিত হইয়া কোনো শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হইলে সেই জাতব্যক্তি নির্ধন.হইবে।

মন্ত্রেশো ধর্মনাশ্চ যষ্ঠে কর্মস্থিতৌ ক্রমাৎ।
দৃষ্টৌ চোরকেশন জাতঃ স্যান্নির্ধনো নরঃ॥

যদি ষষ্ঠ স্থানে পঞ্চমাধীশ্বর ও দশম স্থানে নবমাধীশ্বর থাকে এবং যদি তাহাতে মারকাধিপতি দৃষ্ট হয় তবে সেই ব্যক্তি দরিদ্র হইবে।

পাপগ্রহে লগ্নগতে রাজ্যধর্মাধিপৌ বিনা।
মারকেশযুতো দৃষ্টে জাতঃ স্যান্নিধনো নরঃ॥

যদি লগ্নে অবস্থিত পাপগ্রহ নবমাধিপতি ও দশমাধিপতি কর্তৃক বিযুক্ত হইয়া মারকাধীশ্বর কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দরিদ্র হইয়া অবস্থান করিবে।

❊ হাঁচি টিকটিকির ফল ❊

শয়নে ভোজনে উপবেশনে বা দানে। বিবাহে বিবাদে আর বস্ত্র পরিধানে॥
এই সপ্ত কর্মে হাঁচি আদি সুশোভন। অন্য কর্মে শুভ নাহি হয় কদাচন॥
বৃদ্ধ শিশু অথবা কফের যে হাঁচি। যত্নপূর্বকের হাঁচি কদাচ না বাছি॥
গোধনের হাঁচি হয় মৃত্যুর কারণ। জ্যোতিষ বচনে ইহা অবশ্য বারণ॥
দিকের নির্ণয় করি বুঝহ সুবুদ্ধি॥ ঊর্ধ্বভাগে হৈলে ধনভোগ কার্যসিদ্ধি॥
পূর্বদিকে অগ্নিকোণে হৈলে ভয় হয়। দক্ষিণেতে অগ্নিভয় জানিহ নিশ্চয়॥
নৈর্ঋতে কলহলাভ পশ্চিমেতে ভাব। বায়ুকোণে নব-বস্ত্র গন্ধ জয়লাভ॥
উত্তরে টিকটিকি হাঁচি স্ত্রী-লাভ কারণ। ঈশানে হৈলে মৃত্যু কে করে বারণ॥

❊ স্বপ্নফল ❊

রাত্রিকালে নিদ্রিতাবস্থায় যে সমস্ত স্বপ্ন দেখা যায়, তাহার বিস্তারিত শুভাশুভ ফল-কথন।

স্বপ্নফলং প্রবক্ষ্যামি যথোক্তং মুনিভাষিতম্।
সর্ব্বতীর্থফলং পুণ্যং সর্ব্বতীর্থং ফলপ্রদম্॥ ১

স্বপ্নফল সম্বন্ধে মুনিগণ যাহা বলিয়াছে, তাহা আমি প্রকাশ করিতেছি। ইহা পাঠ কি শ্রবণ করিলে সমস্ত তীর্থের ফল ও সমুদয় তীর্থের পুণ্যফল পাওয়া যায়।১

স্বপ্নস্তু প্রথমে যামে বৎসরেণ ফলং ভবেৎ।
দ্বিতীয়ে সপ্তভির্মাসৈ ত্রিভির্মাসৈ ত্রিযামকৈঃ।
চতুর্থে সার্দ্ধমাসেন দৃশ্যতে নাত্র সংশয়।
অরুণোদয়বেলায়াঃ দশাহে চ ফলং লভেৎ।
প্রাতদৃষ্টা ভবেৎ সদ্যো যদাসৌ প্রতিবুদ্ধতে॥ ২

রাত্রিতে নিদ্রিত সময় প্রথম যামে (প্রহর) যে সব স্বপ্ন দেখা যায়, সেই সকল স্বপ্নের ফল এক বৎসর ভিতরে ফলে। দ্বিতীয় যামে (প্রহরে) যে স্বপ্ন দেখা যায় তাহার ফল সাত মাস মধ্যে ফলে। তৃতীয় যামে (প্রহরে) যে সব স্বপ্ন দেখা যায় তাহার ফল তিন মাস মধ্যে ফলে। চতুর্থ যামে (প্রহরে) যে স্বপ্ন দেখা যায় তাহার ফল পনের দিনের মধ্যে ফলে, আর সূর্য্যোদয় সময়ে যে স্বপ্ন

দেখা যায় তাহার ফল দশ দিনের মধ্যে ফলে, এবং প্রত্যুযে যে স্বপ্ন দেখা যায় তাহার ফল সেই দিনেই পাওয়া যায়, যদি স্বপ্ন দেখার প্রতিবন্ধক জন্য আর নিদ্রা না হয়।২

যো ন সুপ্যতে স্বপ্নান্তে স্বপ্নো ভবতি নিশ্চয়ঃ।

দুঃস্বপ্নে বাথ সুস্বপ্ন শয়নে চ বিনশ্যতি॥ ৩

যে মনুষ্য স্বপ্ন দর্শনান্তে নিদ্রা না যায়, সেই মনুষ্যের দৃষ্ট স্বপ্নফল নিশ্চয় লাভ হয়, আর স্বপ্ন দেখিয়া পুনর্ব্বার নিদ্রা যাইলে স্বপ্ন দর্শনের শুভাশুভ ফল নষ্ট হয়।৩

অত উর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি পুণ্যং পুণ্যফলং শৃণু॥ ৪

অতএব (এক্ষণে) স্বপ্ন দেখার শুভাশুভ ফল বলিতেছি শ্রবণ কর।৪

পূর্ণকুম্ভং দ্বিজং হর্ম্ম্যং তাম্বুলং পুষ্পদাতৃকম্।

লাস্যং ছত্রোপানহঞ্চ দৃষ্টা শ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ॥ ৫

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে পূর্ণ কলসী, ব্রাহ্মণ, অট্টালিকা, পান ও ফুলদাতা (মালাকার) এবং নৃত্য, ছাতা, পাদুকা এই সকল দেখে তবে অবশ্য তাহার লক্ষ্মী লাভ হইবে।৫

দধি দৃষ্টা ভবেৎ প্রীতি গোময়ে চ ধনাগমঃ।

ঘৃতে মন্দানলঃ বিদ্যাং লাভং সিদ্ধান্ন কেবলম্॥ ৬

স্বপ্নে দধি দেখিলে সন্তোষ লাভ হয়, গোবর দেখিলে ধনপ্রাপ্তি, ঘৃত দেখিলে ক্ষুধামান্দ হয়, আর সিদ্ধান্ন দেখিলে বিদ্যালাভ হয়।৬

দধিভোক্তা ভবেদৃদ্ধি গোক্ষীরে চ ধনাগমঃ।

জলে মীনাগমং দৃষ্টা লাভো ভবতি নিশ্চিতম্॥ ৭

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে দধি ভোজন করে কিম্বা গাভীদুগ্ধ পান করে অথবা জলের ভিতরে মৎস্যের গমনাগমন দেখে তবে তাহার অবশ্য অর্থলাভ হইবে।৭

যস্তু মধ্যে তড়াগস্য ভুঞ্জিতো দধিপায়সম্।

বিস্তীর্ণ পদ্মপত্রে চ পার্থিবো নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮

যদি কোন ব্যক্তি পুষ্করিণীর মধ্যে বসিয়া প্রশস্ত পদ্মপত্রে দধি ও পায়স ভোজন করিতেছি স্বপ্নে দেখে, তবে সে ব্যক্তি অবশ্য পৃথিবীপতি (সম্রাট) হইবে সন্দেহ নাই।৮

আদিত্যমণ্ডলং দৃষ্টা চন্দ্রং বা যদি পশ্যতি।

ব্যাধিভ্যো মুচ্যতে রোগী চারোগী সুখমাপ্নুয়াৎ॥ ৯

যদি কোন ব্যক্তি সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল স্বপ্নে দর্শন করে তবে রোগী ব্যক্তি রোগমুক্ত হইবে এবং অরোগী ব্যক্তির সুখ-সম্পদ লাভ হইবে।৯

ক্ষীরং পিবতি যঃ স্বপ্নে সগৌশ্চ দোহকৈর্যুতা।

তোয়পানাদ্ভবেত্তস্য কীর্ত্তিঞ্চ পুণ্যমাদিশেৎ॥ ১০

যে নর স্বপ্নে গাভীর দুগ্ধ পান করে ও দোহাল কর্ত্তৃক গাভীকে দোহন করিতে দেখে অথবা জলপান করিতে দেখে, তাহার কীর্ত্তি ও যশলাভ হয়।১০

রুধিরং যঃ পিবেৎ স্বপ্নে স্বগাত্রপরগাত্রজং।

ব্রাহ্মণো লভতে বিদ্যামিতরস্তু ধনং লভেৎ॥ ১১

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে নিজ দেহের বা অপরের দেহের রক্ত পান করিতেছে এরূপ দেখে, তবে ব্রাহ্মণগণের বিদ্যালাভ হয় আর অপর জাতির অর্থলাভ হইয়া থাকে।।১১

ফলিনং পুষ্পিতং দ্যক্ষং স্বপ্নান্তে যদি পশ্যতি।

ফলিতে ফলিতং বিদ্যাং পুষ্পিতে ঋদ্ধিরুত্তমঃ॥ ১২

স্বপ্নে ফলবান্ ও পুষ্পবান বৃক্ষ দেখিলে তাহার ফল যথা—ফল সহ বৃক্ষ দেখিলে বিদ্যালাভ হয় আর ফুলসহ বৃক্ষ দেখিলে সুন্দর ধনসম্পত্তি লাভ হইবে।।১২

যস্তু শ্বেতেন সর্পেণ দংশতে দক্ষিণে ভুজে।

অর্থলাভো ভবেত্তস্য সম্পূর্ণ দশমে দিনে॥ ১৩

যদি কেহ শ্বেত সর্প দক্ষিণ (ডাইন) হস্তে দংশন করিতেছে স্বপ্নে দর্শন করে, তবে সে ব্যক্তির দশদিন মধ্যে ধনলাভ হয়।১৩

রক্তাম্বরাধরা নারী রক্তগন্ধানুলেপনা।

অবগ্রহতি যঃ স্বপ্নে তস্য শ্রীসর্ব্বতোমুখী॥ ১১৪

যদি কেহ স্বপ্নে লাল কাপড় পরা ও রক্তচন্দনাদি গন্ধদ্রব্য অঙ্গে মাখা এরূপ বেশভূষাযুক্তা স্ত্রীকে গমন করিতে দেখে, তবে তাহার সর্ব্বপ্রকার লক্ষ্মীলাভ হয় এবং যাবজ্জীবন সুখ-স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে।।১৪

অশোকং করবীরঞ্চ পলাশং পুষ্পিতং তথা।

স্বপ্নমেতাদৃশং দৃষ্ট্বা নরঃ শোকমপ্নুয়াৎ॥ ১৫

যদি কোন ব্যক্তি অশোক, করবীর ও পলাশবৃক্ষ ফুলে সুশোভিত স্বপ্নে দর্শন করে তবে সে ব্যক্তি অবশ্য শোকপ্রাপ্ত হয়।।১৫

যস্তু পশ্যতি স্বপ্নান্তে বিবাহং শ্বাপদস্তথা।

গৃহে নটাশ্চ নৃত্যন্তি মৃত্যুস্তস্য ন সংশয়ঃ॥ ১৬

যে ব্যক্তি স্বপ্নে বিবাহ ও কুক্কুরাদি গ্রাম্য হিংস্র জন্তু দেখে এবং গৃহে নটগণের নৃত্য করিতে দেখে, তাহার অবশ্য মৃত্যু হয়, সন্দেহ নাই।।১৬

পীতমাল্যাম্বধরা পীতগন্ধানুলেপনা।

অবগ্রহতি যঃ স্বপ্নে তস্য লাভং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ১৭

যদি কেহ স্বপ্নে হরিদ্রাবর্ণ বিশিষ্ট পুষ্পের মাল্য পরিধানা ও হরিদ্রাবর্ণ বস্ত্র পরিধানা এবং হরিদ্রাবর্ণ গন্ধদ্রব্যে গাত্র ভূষিতা এরূপ কামিনীকে আপনাকে গমন করিতে দেখে তবে তাহার অবশ্য ধনলাভ হইবে।।১৭

নিগড়ৈর্বধ্যতে যস্তু বাহুপাশেন বা পুনঃ।

পত্রং বা জায়তে তস্য ধনং বা বিপুলং লভেৎ॥ ১৮

যে ব্যক্তি লৌহশৃঙ্খলদ্বারা অথবা হস্তদ্বারা বন্ধন হইতেছে স্বপ্নে দর্শন করে, তবে তাহার পুত্র জন্মিবে ও অতুল ধনী হইবে।।১৮

কৃষ্ণম্বরধরা নারী কৃষ্ণগন্ধানুলেপনা।

অবগ্রহতি যঃ স্বপ্নে রোগং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥ ১৯

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধানা এবং কৃষ্ণবর্ণ গন্ধদ্রব্যে অঙ্গ শোভিতা এরূপ স্ত্রীতে আপনাকে গমন করিতে দেখে তবে সে ব্যক্তি অবশ্যই পীড়িত হইবে।।১৯

লিঙ্গমভ্যর্চ্চনং দৃষ্টা প্রতিমাবাহনং তথা।

বিবাদে বিজয়ং তস্য ধনঞ্চ বিপুলং লভেৎ॥ ২০

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে শিবলিঙ্গ পূজা করে বা কোন দেবদেবী প্রতিমা আবাহন করতঃ অর্চ্চনা করে, তবে সে ব্যক্তির বিবাদে জয়লাভ হয় ও বিপুল ধনলাভ হয়॥২০

শুচিঞ্চ ব্রাহ্মণং দৃষ্টা দেবতাং বা বিশেষতঃ।

ব্যবহারে জয়স্তস্য ধনং বা বিপুলং লভেৎ॥ ২১

যদি কোন ব্যক্তি শৌচাচার বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে ও কোন দেবতা মূর্ত্তিকে স্বপ্নে দেখে, তবে সে ব্যক্তির ব্যবহারে জয়লাভ ও বিপুল অর্থপ্রাপ্তি হয়।।২১

বরাহং কুক্কুটং ক্রৌঞ্চং লব্ধা যঃ প্রতিবুধ্যতে।

স কন্যাং লভতে ক্ষিপ্রং কুলীনাং প্রিয়বাদিনীম্॥ ২২

যদি কেহ স্বপ্নে শূকর, কুকুর ও ক্রৌঞ্চপক্ষী লাভ করিতে দেখিয়া পুনর্ব্বার নিদ্রা না যায়, তবে তাহার সত্বরেই সৎকুলবিশিষ্টা উত্তমা প্রিয়ভাষিণী কন্যালাভ হইবে॥২২

ছিদ্যতে বা শিরো যস্য পূর্য্যতে রুধিরেণ চ।

সূর্য্যোদয়ে চ বেলায়াং ভবেদ্রাজা ন সংশয়ঃ॥ ২৩

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে সূর্য্যের উদয়কালে নিজের মস্তক কাটতে ও নিজে রক্ত মাখিতে দেখে, তবে সে ব্যক্তি অবশ্য রাজা হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।।২৩

যস্তু পশ্যতি স্বপ্নান্তে রাজানাং কুঞ্জরং হয়ং।

সুবর্ণংবৃষভং গাঞ্চ কুটুম্বস্তস্য বৰ্দ্ধতে॥ ২৪

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রাজা, হাতী, অশ্ব, স্বর্ণ ও যাঁড় দেখে, তবে তাহার কুটুম্ব বৃদ্ধি পায়।।২৪।

অরোহণং গো-হয়-কুঞ্জরাণাং

প্রাসাদশৈলাগ্রবনস্পতীনাং

আরুহ্য নৌকাং প্রতিগৃহ্য বীণা-

ভূত্তারুদিত্বা ধ্রুবমর্থলাভম্॥ ২৫

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে গাভী, অশ্ব, হাতী, অট্টালিকা, পর্ব্বত উপরে, কি বৃক্ষ উপরে অথবা নৌকাতে আরোহণ করে এবং বীণা ধারণ করিতে ভোজন করিতে ও ক্রন্দন করিতে দেখে, তবে অবশ্য ধনলাভ হইবে।।২৫

দীপমন্নং ফলং পুষ্পং কন্যাং চক্রং রথং ধ্বজম্।

যস্তু পশ্যতি স্বপ্নান্তে স লভেদুত্তমং স্ত্রিয়ম॥ ২৬

যদি কোন ব্যক্তি প্রদীপ, অন্ন, ফল, ফুল, কন্যা, চক্র ও ধ্বজা এ সকল স্বপ্নে দেখে তবে সে ব্যক্তি সুন্দরী স্ত্রীলাভ করিবে।।২৬

প্রাসাদমধ্যে যো ভুঙক্তে সমুদ্রে তরতে নরঃ।

অপি দাসকুলে জাতঃ সোঽপি রাজা ভবিষ্যতি॥ ২৭

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে কোঠাঘরের মধ্যে আহার করিতেছে ও সমুদ্র পার হইতেছে এরূপ দেখে, তবে সে ব্যক্তি দাসকুলে জন্মিলেও রাজা হইবে।।২৭

মূত্রাভিষেকো নরকঃ প্রবেশ,

শুক্রস্য পানং নগরে প্রবেশ,

পিবেৎ সমুদ্রং রুধিরং তথাপি

স্বপ্নে মৃতং বা ধ্রুবমর্থলাভঃ॥ ২৮

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে মূত্রে অভিষিক্ত কি বিষ্ঠাকুণ্ডে প্রবেশ করে কি রেতঃপান বা নগরে প্রবেশ অথবা সমুদ্রজল ও রক্তপান করে এবং মৃত্যু দর্শন করে তবে অবশ্য ধন প্রাপ্ত হয়।।২৮

ক্ষীরিণং ফলিনং বৃক্ষমেকাকী সোঽবরোহতি।

তত্রস্থ স প্রবুধ্যত ধনং শীঘ্রমবাপ্নুয়াৎ॥ ২৯

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ফলযুক্ত ক্ষীরি বৃক্ষোপরি কি অশ্বত্থবৃক্ষ উপরে একা উঠিয়াছে এরূপ দেখে, আর এই বৃক্ষোপরে থাকিতেই নিদ্রা ভঙ্গ হয় সে ব্যক্তি সত্বর অর্থলাভ করিবে।।২৯

শস্ত্রপ্রহারকৃমিপূর্ণদেহ, ব্রণব্যথা গাত্রবিশোধনঞ্চ।

বিষ্ঠানুলেপরুধিরঃ স্রবস্য, স্বপ্নেস্বগম্যাগমনঞ্চ ধনঃ॥ ৩০

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হয় বা কীটে দেহ পরিপূর্ণ হয় এবং ব্রণ কর্ত্তৃক গাত্রে বেদনা হয় অথবা গাত্রে বিষ্ঠা মাখে, কি রক্তধারা পড়ে বা অগম্যা স্ত্রী গমন করে এই সকল দেখিলে মনুষ্য সংসারে ধন্যবাদ প্রাপ্ত হয়।।৩০

নরযানারোহয়েদ্‌যস্তু নৌকায়াং তরতেঽপি বা।

প্রবাসং নির্দ্দিশেত্তস্য শীঘ্রমাগমনং পুনঃ॥ ৩১

যদি কেহ স্বপ্নে নরযানে (পাল্কিতে) আরোহণ করে বা নৌকা দ্বারা নদী পার হইতে দেখে, তবে তাহার প্রবাস গমন হয় কিন্তু সত্বরে গৃহে পুনরাগমন করে।।৩১

অভ্যঙ্গো যস্তু তৈলেন মধুনা চ ঘৃতেন বা।

কুরুতে দুঃখমাপ্নোতি ব্যধিঞ্চ বধবন্ধনম্॥ ৩২

যে ব্যক্তি স্বপ্নে তৈলদ্বারা, মধুদ্বারা বা ঘৃতদ্বারা দেহমর্দ্দন করিতে দেখে তাহাকে কষ্ট (পীড়া) ও বধ-বন্ধন-দশাভোগ করিতে হয়।।৩২

স্বপ্নান্তে কুরুতে ক্ষৌরং নিগদস্য গদস্য বা।

আসন্নমরণং তস্য ধনপুত্রবিনাশনম্॥ ৩৩

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আপনাকে নাপিত কর্ত্তৃক ক্ষৌরি হইতে দেখে, তবে সে ব্যক্তি রোগীই হউক আর অরোগীই হউক তাহার শীঘ্র মৃত্যু হয় এবং তাহার ধন ও পুত্র নাশ হয়।। ৩৩

রথং হরিণসংযুক্তমেকাকী যোঽবরোহতি।
উষ্ট্রং বা মহিষং বাপি তস্য মৃত্যুর্বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৩৪

যদি কোন ব্যক্তি আপনাকে একাকী হরিণসংযুক্ত রথে বা উটে এবং মহিষে অথবা গর্দ্দভে, ছাগে, মেষাদিতে আরোহণ করিতে দেখে সে ব্যক্তির অবশ্য মৃত্যু হয়॥৩৪

অথ নৃতং প্রবাসাঞ্চ সুবর্ণং রজতং তথা।
প্রত্যক্ষমথবা স্বপ্নে জীবিতং দশমাসকম্॥ ৩৫

যদি কেহ স্বপ্নে নৃত্য করিতে দেখে অথবা বিদেশে গমন করে বা স্বর্ণ কি রৌপ্য দর্শন করে, তবে তাহার আয়ুসংখ্যা দশমাস পর্য্যন্ত জানিবে।।৩৫

উরগো বৃশ্চিকো বাপি জলৌকা দংশিতো যদি।
বিজয়স্বার্থলাভশ্চ ক্ষিপ্রং তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৩৬

যদি কেহ স্বপ্নে ভুজঙ্গ, বৃশ্চিক ও জোঁকাদিতে দংশন করিতে দেখে তবে তাহার শীঘ্র জয়লাভ ও অর্থলাভ হয়।।৩৬

দেবাশ্চ যত্র গায়ন্তি নৃত্যন্তি চ হসন্তি চ।
আস্ফে টয়ন্তি ধ্যায়ন্তি ব্যধিস্তস্য বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৩৭

যদি কেহ দেবগণ গান কি নৃত্য করিতেছেন বা হাসিতেছেন বা করতালি দিতেছেন অথবা মৌনভাবে আছেন, এরূপ স্বপ্নে দর্শন করে, তবে তাহার দেহে অবশ্য পীড়া হয়।।৩৭

দেবদ্বিজগবাঃ যশ্চ পিতুরালিঙ্গনস্তথা।
পশ্যতি তস্য সাফল্যং বিজ্ঞাতঞ্চ যথাক্রমম্॥ ৩৮

যদি কেহ স্বপ্নে দেবগণ, ব্রাহ্মণগণ, অথবা পিতার আলিঙ্গন দর্শন করে তবে তাহার মনের যে মানস তাহা পূর্ণ হয়।।৩৮

কৃষ্ণাগুরুচন্দনঞ্চ সদ্যোমাংসং সরাজকং।
স্বপ্নেস্বপি চ তং দৃষ্ট্বা অর্থলাভো ন সংশয়ঃ॥ ৩৯

যদি কোন ব্যক্তি কৃষ্ণবর্ণ অগুরু চন্দন এবং সদ্যোমাংস রাজগণ সহ স্বপ্নে দর্শন করে, তবে তাহার নিশ্চয়ই ধনলাভ হইবে সন্দেহ নাই।।৩৯

দন্তা যস্য বিশীর্য্যন্তে স্বপ্নান্তে প্রপতন্তি চ।
ধননাশো ভবেত্তস্য পীড়া বাপি শরীরজা॥ ৪০

যাহার দন্ত সকল ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া খসিয়া পড়িতেছে এরূপ স্বপ্নে দর্শন করে, তাহার ধনক্ষয় হয় কিংবা দেহে পীড়া হয়।।৪০

রক্তচন্দন কাংস্যানি ঘৃতানি বিবিধানি চ।
জুহুয়াষ্টসহস্রাণি তস্য শান্তির্ভবিষ্যতি॥ ৪১

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে রক্তচন্দন, কাঁসা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা ইত্যাদি দর্শন করে অথবা আট হাজার হোম করিতেছে স্বপ্নে দর্শন করে, তবে তাহার নিশ্চয়ই শান্তি হইবে।।৪১

স্বপ্নে চ বেষ্টয়েদ্ যস্তু গ্রামং নগরমেব বা।

গ্রামে মণ্ডলিকো রাজা নগরে পার্থিব ভবেৎ॥ ৪২

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে আপনাকে গ্রামের শেষভাগে কি স্ব নগরের শেষভাগে বেড়াইতে দেখে, তবে সে ব্যক্তি গ্রাম প্রদক্ষিণে রাজা হয়, আর নগর প্রদক্ষিণে পৃথিবীশ্বর হইয়া থাকে।।৪২

কঙ্কবায়সগৃধ্রাণাং শুকস্য চ বিশেষতঃ।

ভুক্তা মাংসানি স্বপ্নে তু নরো মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪৩

যে ব্যক্তি স্বপ্নে হাড়গিলা, কাক, গৃধিণী, শকুনি ও শুকপক্ষীর মাংস ভোজন করিতে দেখে, তাহার শীঘ্র মৃত্যু হয়।।৪৩

মানুষস্য চ মাংসানি স্বপ্নান্তে যস্তু ভক্ষয়েৎ।

হরিতালি চ পক্ষাণি শৃণু তস্য চ যৎফলম্॥

পাদে পঞ্চশতং লাভং সহস্রং বাহুভক্ষণে।

রাজ্যং শতসহস্রং বা লভেত্ত মুণ্ডভক্ষণে॥ ৪৪

যদি কোন ব্যক্তি স্বপ্নে ভাদ্রমাসে হরিতালিকাপক্ষে নিজে নরমাংস ভোজন করিতেছে, তাহার যে ফল হয় শুন। যথা—পদ ভোজনে পাঁচশত টাকা লাভ, হস্ত ভোজনে হাজার টাকা লাভ আর মস্তক ভোজনে রাজ্য বা লক্ষ টাকা লাভ করিবে।।৪৪

সর্ব্বাণি শুক্লানি সুশোভনানি,

কার্পাসভস্মাস্থি বিবর্জ্জিতানি।

সর্ব্বাণি কৃষ্ণানি বিনিন্দিতানি

গোহস্তিদেবদ্বিজবর্জ্জিতানি॥ ৪৫

কার্পাসতুলা-ভস্ম ও হাড় ভিন্ন সমস্ত শুক্লবর্ণের বস্তু দর্শনে শুভ ফল হয়। আর সমস্ত কৃষ্ণবর্ণের বস্তু দর্শনে অশুভ ফল হয়, কেবল কৃষ্ণবর্ণের গরু, হাতী, দেবতা ও ব্রাহ্মণ স্বপ্নে দর্শন করিলে শুভ ফল হইবে॥ ৪৫

চিন্তাদুঃখেন শোকেন ব্যাধিগ্রস্তেন বা পুনঃ।

কামোৎসুকেন চিত্তেন স্বপ্নেন ফলভোগ ভবেৎ॥ ৪৬

চিন্তাযুক্ত ব্যক্তি, দুঃখে কাতর ব্যক্তি, শোকাকুল ব্যক্তি, পীড়িত ব্যক্তি অথবা কামাতুর চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তি ইহারা স্বপ্নদর্শনের শুভাশুভ ফললাভে সমর্থ হইবে না।।৪৬

অবিজ্ঞাত স্বরূপাণাং নরাণাং জ্ঞানহেতবে।

স্বপ্নে দৃষ্টামি বক্ষ্যামি পুণ্যাপাপোত্তবানি চ॥ ৪৭

মানবগণের জ্ঞানলাভের জন্য স্বপ্নদর্শনের সকল শুভাশুভ বিষয় অজ্ঞাত ছিল, সেই সকল স্বপ্ন দর্শনের শুভাশুভ ফল প্রকাশ করিলাম।।৪৭

উদাহরণ

কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের পূর্ব্বে শুদ্ধাচারিণী ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা রাণী ভানুমতী নিশিতে যে সকল অমঙ্গল দর্শন করিয়াছিলেন এবং সেই অশুভ স্বপ্নদর্শনে ভয়ে আকুল হইয়া প্রাণপতি কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে শ্রীকৃষ্ণাশ্রিত পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু কৃষ্ণদ্বেষী পাপমতি দুর্য্যোধন সতীর স্বপ্নবাক্য মিথ্যা বলিয়া পাণ্ডব সহ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাতে যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহাকে স্বপ্নদর্শনের সমস্ত অশুভ ফলভোগ করিতে হইয়াছিল অর্থাৎ স্বাধ্বী রাণী ভানুমতি যুদ্ধের পূর্ব্বে স্বপ্নে যে সকল ঘটনা দর্শন করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তাহার প্রত্যক্ষ ফলভোগ করিয়া কুরুকুল সমূলে বিনাশ হইতে দেখিয়াছিলেন—সেইরূপ শিষ্টাচার ও সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক লোকের স্বপ্নদর্শনের শুভাশুভ ফল লাভ হয়।

কাক-চরিত্র

প্রথম অধ্যায়

কাক-চরিত্র ও জ্যোতিষ বিদ্যার কয়েকটি কথা

ভারতের নিজস্ব সম্পদ হলো দু'টি, তা হলো তন্ত্রশাস্ত্র এবং জ্যোতির্বিদ্যা। ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র এত উন্নত স্থান অধিকার করেছে যে, সারা পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র একে অস্বীকার করতে পারেননি। তাঁরাও এ বিষয়ে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গ্রহণ করেছেন।

তন্ত্রশাস্ত্র বহু শাখায় বিভক্ত হলেও, এর দ্বারা মনোমত ফললাভ করা যায়। তবে তন্ত্র বহুশাখায় বিভক্ত হওয়ায় এর প্রয়োগও বিভিন্ন প্রকার। তন্ত্রের শাখাগুলি এতই ব্যাপক এবং বিস্তৃত যে, অনেকেই তন্ত্রের এই ব্যাপকতাকে ঠিক অনুধাবন করতে পারেননি। তার ফলে ক্রিয়া-কলাপে এবং প্রয়োগে গোলমাল করেন। সেজন্য অনেক ক্ষেত্রে সঠিক কাজ হয় না। এরই পরিণতি স্বরূপ তন্ত্রের কথা উঠলে অনেকেই নাক সিঁটকে সরে যান। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তা নয়, সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে তন্ত্রের ফল অবশ্যম্ভাবী।

এই জটিল তন্ত্রবিদ্যারই অন্তর্ভুক্ত হলো—কাকচরিত্র। পশুপক্ষীর সাহায্যেও এর প্রয়োগ করা যায়। প্রাচীন ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ছিলেন অরণ্যচারী এবং গুহাবাসী। তাঁরা পশু-পাখীর ডাক শুনে তাদের কথা এবং তার ফলাফল বুঝতে পারতেন। ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ মহাভারতেও এর প্রমাণ দেখা যায়। অতএব বলা যায় প্রাচীনকাল থেকেই কাক-চরিত্র বিদ্যার উৎপত্তি হয়েছে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে কাক-চরিত্র বা কাক-তন্ত্র কি সত্যি? এ সম্পর্কে প্রাচীন শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। শাস্ত্রে আছে—

কাকস্য চরিত্র কর্মে যথোক্তং মুনিভাষিতম্।
যস্য বিজ্ঞান মাত্রেণ সর্বতত্ত্বং লভেন্নরঃ॥

অর্থাৎ মুনিগণ বলেছেন—কাজ-কর্ম বিষয়ে কাক-চরিত্র শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করলে মানব সর্ববিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে।

মহাভারতে কাক-চরিত্র সম্পর্কে নাগার্জুনসহ মুনিগণের কথোপকথন

কাক চরিত্রং প্রবক্ষ্যামি যথোক্তং মুনিপুঙ্গবম্।
যস্য বিজ্ঞান মাত্রেন সর্বতত্বং লভেন্নরঃ॥

নাগার্জুন বলিলেন—হে মুনিবর! কাকের চরিত্র সম্পর্কে যথাযথ মুনিগণের বিবরণ দিচ্ছি। আপনি শ্রবণ করুন। যাহা জানলে মানবেরা সব বিষয়ে জানতে পারবে।

যদা ঊষায়াং প্রথম দণ্ডে অয় অয় রটতি কাকঃ।
স্তদা পৌরুষ লাভবার্তাং কথয়তি॥১॥

অনুবাদ—উষার প্রথম দণ্ডে যদি কাক 'অয় অয়' ধ্বনি করে, তাহলে শ্রবণকারীর অতিশয় সুখ্যাতি লাভ হয়।

যদা দ্বিতীয় দণ্ডে অগ্নিকোণে বায়স অয় অয় ধ্বনিং রটতি,
স্তদা শোকবার্তাং কথয়তি॥২॥

অনুবাদ—যদি ঊষাকালে দ্বিতীয় দণ্ডে অগ্নিকোণে কাক 'অয় অয়' ধ্বনি করে, তবে তা শোকের জন্য, এরূপ জানবেন।

মুয় মুয় রবো তৃতীয় দণ্ডে দক্ষিণ্যাং দিশি,
যদা বায়সঃ রটতি স্তদা বিত্তলাভ বার্তা কথয়তি॥৩॥

অনুবাদ—দিবাভাগের তৃতীয় দণ্ডে কাক যদি দক্ষিণ দিকে 'মুয় মুয়' রবে ডাকে, তাহলে শ্রবণকারীর অর্থলাভ হয়।

মুয় মুয় রবো চতুর্থ দণ্ডে নৈর্ঋতকোণে যদা রটতি বায়সঃ,
স্তদা অগ্নি চৌরভয়ং উচ্যতে॥৪॥

অনুবাদ—দিবাভাগের চতুর্থ দণ্ড সময়ে কাক যদি নৈর্ঋতকোণে 'মুয় মুয়' রবে ডাকে, তাহলে অগ্নিভয় ও চৌর্যভয় সুচিত করে।

অহা অহা রবো পঞ্চম দণ্ডে পশ্চিমে যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা বিত্তলাভ বার্তা কথয়তি॥৫॥

অনুবাদ—দিবসের পঞ্চম দণ্ডে যদি কাক পশ্চিম দিকে 'অহা অহা' ধ্বনি করে, তবে শ্রবণকারীর সেই দিবস প্রচুর অর্থ লাভ হয়। ঊর্ধ্বমুখে ডাকলে বিলম্বে ফললাভ এবং অধোমুখে ডাকলে শীঘ্র ফললাভ হয়।

কাহা কাহা রবো পশ্চিম দিশায়াং ষষ্ঠ দণ্ডে যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা কার্য প্রদায়ক বার্তাং কথয়তি॥৬॥

অনুবাদ—দিবাভাগের ষষ্ঠ দণ্ডে পশ্চিম দিকে কাক যদি "কাহা কাহা" ধ্বনি করে, তবে শ্রবণকারীর কার্যে জয়লাভ হয়।

সপ্তমদণ্ডে বায়ুকোণে আহে আহে যদা রটতি কাকঃ।

স্তদা ব্যাধিভয়ং মৃত্যুভয়ং কথয়তি॥৭॥

অনুবাদ—দিবাভাগের সপ্তম-দণ্ডে বায়ুকোণে যদি কাক "আহে আহে" রবে ডাকে, তবে তা শ্রবণকারীর মৃত্যুভয় ও রোগাদি ভয়ের কারণ সূচিত করে।

দিবায়াং সপ্তম দণ্ডে উত্তর দিশায়াং

যদা যা যা রটতি বায়সঃ।

স্তদা শুভ বার্তা কথয়তি॥৮॥

অনুবাদ—দিবাভাগের সপ্তম দণ্ডে যদি কাক উত্তর দিকে 'যা যা' রব করে, তবে শ্রবণকারীর শুভবার্তা লাভ হয়।

দিবায়াং অষ্টম দণ্ডে ঐশান্যাং দিশি,

হা হা রবো যদা রটতি বায়সঃ।

স্তদা মরণবার্তাং কথয়তি॥৯॥

অনুবাদ—দিবাভাগের অষ্টম দণ্ডে যদি কাক ঈশানকোণে "হা হা" ধ্বনি করে, তবে সেইদিন শ্রবণকারীর কাছে কারও মৃত্যুসংবাদ আসে।

দিবায়ং নবম দণ্ডে ব্রহ্মস্থানে,

হা হা রবো যদা রটতি বায়সঃ।

স্তদা প্রার্থনা বার্তাং কথয়তি॥১০॥

অনুবাদ—দিবাভাগের নবম দণ্ডে ব্রহ্মস্থানে অর্থাৎ মাথার উপর যদি কাক "হা হা" ধ্বনি করে, তবে শ্রবণকারীর প্রার্থনা বা কামনা পূর্ণ হয়।

দিবায়ং দশম দণ্ডে পুরতঃ ভাগে,

আবা আবা যদা রটতি বায়সঃ।

স্তদা শুভবার্তাং কথয়তি॥১১॥

অনুবাদ—দিবাভাগের দশম দণ্ডে যদি সামনে বসে কাক "আবা আবা" ধ্বনি করে, তবে শ্রবণকারী শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হয়।

একাদশ দণ্ডে অগ্নিকোণে,

ভজ ভজ রবো যদা রটতি বায়সঃ।

স্তদা পুত্রলাভং বার্তা কথয়তি॥১২॥

অনুবাদ—দিবাভাগের একাদশ দণ্ড সময়ে যদি কাক অগ্নিকোণে "ভজ ভজ" ধ্বনি করে, তবে শ্রবণকারীর গৃহে সেইদিন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে অথবা পুত্রের জন্ম সংবাদ প্রাপ্ত হয়।

দিবসে দ্বাদশ দণ্ডে বায়ুকোণে

জয় জয় রবো যদা রটতি বায়সঃ।

স্তদা শোকবার্তাং কথয়তি॥১৩॥

অনুবাদ—দিবাভাগের দ্বাদশ দণ্ড কালে যদি কাক বায়ুকোণে "জয় জয়" ধ্বনি করে, তবে শ্রবণকারীর সেইদিন কোনো শোক হয় বা শোকবার্তা প্রাপ্ত হয়।

চতুর্দশ দণ্ডে উত্তরস্যাং দিশি
কোষ কোষ ধ্বনি যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা শক্রভয়মুচ্যতে॥১৪॥

অনুবাদ—দিবাভাগের চতুর্দশ দণ্ড কালে কাক যদি উত্তরদিকে "কোষ কোষ" ধ্বনি করে, তবে শ্রবণকারীর শক্রভয় সূচিত হয়ে থাকে।

পঞ্চদশ দণ্ডে ঐশান্যাং দিশি
যা যা ধ্বনি যদি রটতি বায়সঃ।
স্তদা মহাদুঃখ মুচ্যতে॥১৫॥

অনুবাদ—দিবাভাগের পঞ্চদশ দণ্ড কালে যদি কাক ঈশানকোণে "যা যা" ধ্বনি করে, তবে শ্রবণকারীর মহাদুঃখ উপস্থিত হয়।

ষোড়শ দণ্ডে পূর্বপার্শ্বে কোবা কোবা ধ্বনি।
যদা রটতি বায়সঃ। স্তদা মিত্রলাভমুচ্যতে॥১৬॥

অনুবাদ—দিবাভাগের ষোড়শ দণ্ড সময়ে পূর্বপার্শ্বে কাক যদি "কোবা কোবা" করে, তবে শ্রবণকারীর মিত্রলাভ হয়ে থাকে।

সপ্তদশ দণ্ডে দক্ষিণস্যাং দিশি
আয় আয় রবে যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা মহাদুঃখমুচ্যতে॥১৭॥

অনুবাদ—দিবাভাগের সপ্তদশ দণ্ড সময়ে দক্ষিণ দিকে যদি কাক "আয় আয়" ধ্বনি করে, তবে শ্রবণকারীর মহাদুঃখ উপস্থিত হয়।

অগ্নিকোণে অষ্টদশ দণ্ডে খাবা খাবা যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা মহৎ কার্যলাভং মুচ্যতে॥১৮॥

অনুবাদ—দিবাভাগের অষ্টাদশ দণ্ডে অগ্নিকোণে কাক যদি "খাবা খাবা" শব্দ করে, তবে শ্রবণকারীর মহৎ কর্মলাভ সূচিত হয়।

ঊনবিংশ দণ্ডে পশ্চিমপার্শ্বে মহ মহ ধ্বনি
যদি রটতি বায়সঃ। স্তদা বিদেশগমন কথয়তে॥১৯॥

অনুবাদ—দিবাভাগের ঊনবিংশ দণ্ড সময়ে পশ্চিমপার্শ্বে কাক যদি "মহ মহ" শব্দ করে, তবে বিদেশ যাত্রার পূর্বাভাস জানতে হবে।

বিংশতি দণ্ড সময়ে উত্তরস্যাং দিশি
জয় জয় শব্দং যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা অর্থলাভ কথয়তি॥২০॥

অনুবাদ—দিবাভাগের বিংশ দণ্ডে উত্তরদিকে যদি কাক "জয় জয়" শব্দ করে, তবে সেইদিন শ্রবণকারীর অর্থলাভ হয়।

একবিংশতি দণ্ডে ব্রহ্মস্থানে
সা সা রব যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা ভূমিলাভং কথয়তে॥২১॥

অনুবাদ—দিবাভাগের একবিংশতি দণ্ড সময়ে ব্রহ্মস্থানে অর্থাৎ উর্দ্ধদিকে যদি কাক "সা সা" ধ্বনি করে, তবে গৃহাবাসীর ভূমিলাভ হয়।

দ্বাবিংশ দণ্ডে পূর্বস্যাং দিশি,
আকা আকা শব্দং যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা বাস্তুলাভং কথয়তি॥২২॥

অনুবাদ—দিবাভাগের দ্বাবিংশ দণ্ডে পূর্ব দিকে যদি কাক "আকা আকা" ধ্বনি করে, তবে শ্রবণকারীর বাস্তুলাভ হয়।

ত্রয়োবিংশতি দণ্ডে অগ্নিকোণে,
অদ্বয় অদ্বয় শব্দং যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা ঐশ্বর্য লাভং মুচ্যতে॥২৩॥

অনুবাদ—দিবাভাগের ত্রয়োবিংশ দণ্ডে অগ্নিকোণে কাক "অদ্বয় অদ্বয়" শব্দ করে, তবে শ্রবণকারীর সেইদিন অর্থলাভ হয়।

চতুর্বিংশ দণ্ডে দক্ষিণস্যাং দিশি,
ওয়া ওয়া শব্দ যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা অকালচক্রং কথয়তি॥২৪॥

অনুবাদ—দিবাভাগের চতুর্বিংশ দণ্ডে দক্ষিণ দিকে যদি কাক "ওয়া ওয়া" শব্দ করে, তবে শ্রবণকারীর অকস্মাৎ চক্রান্ত জালে পড়ে অপরাধী হয়।

পঞ্চবিংশ দণ্ডে নৈর্ঋতকোণে
খায়ে খায়ে শব্দং যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা সর্পাঘাতং কথয়তি॥২৫॥

অনুবাদ—দিবাভাগের পঞ্চবিংশতি দণ্ডে নৈর্ঋতকোণে যদি কাক "খায়ে খায়ে" শব্দ করে, তবে শ্রবণকারীর গৃহের কাহাকেও সর্প দংশন করে এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়।

ষড়বিংশ দণ্ডে পশ্চিম দিশায়াং
আহা আহা শব্দং যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা সর্বত্র খ্যাতিলাভং কথয়তি॥২৬॥

অনুবাদ—দিবাভাগের ষড়বিংশ দণ্ডে পশ্চিম দিকে যদি কাক "আহা আহা" শব্দ করে, তবে সেইদিন শ্রবণকারীর সর্বত্র খ্যাতি লাভ হয়।

সপ্তবিংশতি দণ্ডে উত্তরস্যাং দিশি,
আকা আকা ধ্বনি যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা মহাসুখলাভং কথয়তে॥২৭॥

অনুবাদ—দিবাভাগের সপ্তবিংশতি দণ্ডে কাক যদি উত্তরপার্শ্বে "আকা আকা" ধ্বনি করে, তবে শ্রবণকারীর মহাসুখ উপস্থিত হয়।

অষ্টবিংশতি দণ্ডসময়ে ঐশান্যাং দিশি,
সা সা ধ্বনি যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা মনোরথং সিদ্ধিং ভবতি॥২৮॥

অনুবাদ—দিবাভাগের অষ্টবিংশতি দণ্ডে ঈশানকোণে কাক যদি "সা সা" ধ্বনি করে, তবে সেইদিন শ্রবণকারীর মনের ইচ্ছা পূর্ণ হয়।

ঊনত্রিংশতি দণ্ডে ব্রহ্মস্থানে,
আখা আখা শব্দং যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা সুখবার্তা কথয়তি॥২৯॥

অনুবাদ—দিবাভাগের ঊনত্রিংশতি দণ্ড কালে যদি কোনো গৃহস্থের বাড়ির ঊর্ধ্বদিকে বসে কাক "আখা আখা" ধ্বনি করে, সেইদিনটি সেই গৃহস্থের সুখে কাটে।

ত্রিংশদণ্ড সময়ে ভূম্যাং আবা শব্দং যদা রটতি বায়সঃ।
স্তদা দুঃখ বার্তাং কথয়তি॥৩০॥

অনুবাদ—দিবাভাগের ত্রিংশতি দণ্ড কালে মাটিতে বসে যদি কাক "আবা আবা" ধ্বনি করে, তবে সেইদিনটি খুবই দুঃখের মধ্যে কাটে।

দিবাদণ্ড নির্ণয়

উপরে যে সমস্ত শ্লোক এবং তার অনুবাদ দেওয়া হয়েছে তাতে দণ্ডের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে কিভাবে দণ্ড নির্ণয় করা হবে, তারই আলোচনা করা হলো—

দিনমান যদি ত্রিশ দণ্ডের বেশি হয়, তাহলে যত দণ্ড বেশি হবে, সেই দণ্ডমানকে ৬ দ্বারা গুণ করে ৫ দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগশেষে যে অঙ্ক থাকবে তাকে পাঁচ আঙ্গুল-দশ আঙ্গুল দ্বারা ভাগ করতে হবে, তবে মধ্যাহ্ন কালের ছায়া হবে।

যদি দিবাদণ্ডের পরিমাণ ত্রিশ দণ্ড অপেক্ষা কম হয়, তবে যত দণ্ড হবে, সেই দণ্ডকে দশ (১০) দিয়ে গুণ করে তাকে পাঁচ (৫) দিয়ে ভাগ করতে হবে। ভাগশেষে যে সংখ্যা পাওয়া যাবে, তার সঙ্গে পঞ্চাঙ্গুল-দশাঙ্গুল (৫।১০) যোগ করতে হবে। যোগ করার পর সেই দিনের মধ্যছায়া যত হবে—এবং যত বেলায় তা গণনা করা হবে, সেই সময়ের বক্র ছায়ার সাহায্যে পদ দ্বারা ছায়াকে মাপতে হবে। পদ দ্বারা মাপার পর কত পদ হয়, তা গণনা করতে হবে। **উদিত ছায়া থেকে মধ্যচ্ছায়া বিয়োগ** করতে হবে। তারপরে দিন যত হবে, তাকে পাঁচ (৫) দিয়ে গুণ করে পূর্বোল্লিখিত অঙ্ক দিয়ে সেই অঙ্ককে ভাগ করতে হবে। ভাগ করার পর খুব সহজেই বেলার পরিমাণ জানা যাবে। যত ভাগফল তত দণ্ড এবং যত অবশিষ্ট তত পল। সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত দণ্ড বেলা আর দ্বিপ্রহরের যত বেলা অবশিষ্ট রয়েছে তারও পরিমাণ জানা যাবে।

রাত্রিদণ্ড নির্ণয়

রাত্রিকালের যত সময়ে প্রশ্ন করা হবে, যদি যে সময়ের দণ্ড পল না জানা যায়, তাহলে প্রশ্নকর্তাকে একটি ফুলের নাম জিজ্ঞাসা করবেন। ফুলটির প্রথম অক্ষর যদি "অ" কিংবা "ত" আদি পর্যন্ত হয়, তবে অনুমান করে ৫ বা ৯ অথবা ১০ দণ্ড দিলে স্থিতি পরিমাণ জানা যাবে।

যদি এক আদি হয়, তবে দ্বিতীয় দণ্ড, ছয় ও চতুর্দশ দণ্ড জানতে হবে। "চ" আর রাম পর্যন্ত "ঞ" যদি কোনো আদ্যক্ষর হয়, তবে একাদশ দণ্ড জানতে হবে, "ট" আদি করে "স" পর্যন্ত যদি আদ্যাক্ষর হয়, তবে চতুর্দশ দণ্ড, আট দণ্ড, দশ দণ্ড বা ষোলো দণ্ড নির্ণয় হবে। এইটি রাত্রিদণ্ড বা স্থিতিদণ্ড।

কাকে ধ্বনির ফলাফল সম্বন্ধে খনার বচন

কাক যদি ডাকে আনমনে। ছায়া মাপি করিবে দ্বিগুণে॥
সাতে হরলে থাকে যেই। কাকের প্রমাণ কহে সেই॥

গদ্যানুবাদ—কাক যদি আপন মনে ডাকে, তাহলে যে সময় ডাকবে, সেই সময়ের ছায়া আঙ্গুলের দ্বারা মাপলে যত আঙ্গুল হবে, তাকে দ্বিগুণ করে যা হবে, তাকে সাত দিয়ে ভাগ করলে ফলাফল যা হবে, নিচে দেওয়া হলো—

একেতে হয় ভোজন। দু'য়ে জীব উৎপাদন॥
তিনেতে মরণ হয়। চারেতে বিবাদ বাধায়॥
যদি সংখ্যা পাঁচ হয়। মঙ্গল যাত্রা সুনিশ্চয়॥
শূন্য কিংবা ছয় থাকলে। নিজের বুলি কাকে বলে॥

গদ্যানুবাদ—ছায়া মেপে তাকে দ্বিগুণ করে, তাকে সাত দিয়ে ভাগ করে যদি ভাগশেষ এক থাকে, তাহলে কাক ভোজনের কথা বলে। দুই থাকলে গৃহে জীবের জন্ম হয়। তিন থাকলে কারও মরণ, চার থাকলে কলহ-বিবাদ বা গৃহে অগ্নি লাগে। যদি পাঁচ থাকে, তাহলে শুভ সংবাদ আসে এবং যাত্রা শুভ হয়। শূন্য বা ছয় থাকলে কাক তার নিজের বুলি বলছে জানতে হবে।

উদাহরণ—রোদযুক্ত ফাঁকা জায়গায় একটি দ্বাদশ (১২) আঙ্গুল কাঠি পুঁতে রাখবে। কাক ডাকার সময়ে ঐ কাঠির যে ছায়া পড়বে, তা মেপে নিতে হবে। তাকে দ্বিগুণ করে সাত দিয়ে ভাগ করবে।

যেমন —কাক ডাকার সময় ছায়ার মাপ—পাঁচ আঙ্গুল হলে—

৫×২=১০÷৭=৩ ভাগশেষ। অতএব গৃহস্থের কেউ মারা যাবে।

এইরকম—ছায়ার মাপ ১০ হলে—১০×২=২০÷৭=৬ ভাগশেষ। অতএব কাক তার নিজের বুলি বলছে জানতে হবে। এতে কোনও শুভাশুভ হয় না।

কাক ডাকার ফলাফল নির্ণয়

দণ্ড			ফলাফল
প্রথম	দণ্ডে	ডাকলে	জয়লাভ ও সুখ
দ্বিতীয়	,,	,,	শোকের কারণ
তৃতীয়	,,	,,	অর্থপ্রাপ্তি
চতুর্থ	,,	,,	অগ্নি ও চৌরভয়
পঞ্চম	,,	,,	বিত্তলাভ
ষষ্ঠ	,,	,,	কর্মলাভ, চাকুরি লাভ

সপ্তম	,,	,,	রোগ-ব্যাধি ও মরণ
অষ্টম	,,	,,	মরণ সংবাদ প্রাপ্তি
নবম	,,	,,	প্রার্থিত বস্তুলাভ
দশম	,,	,,	শুভ সংবাদ লাভ
একাদশ	,,	,,	পুত্র সন্তান লাভ
দ্বাদশ	,,	,,	শোক সংবাদ লাভ
ত্রয়োদশ	,,	,,	মহাদুঃখ আসছে
চতুর্দশ	,,	,,	শত্রুভয়
পঞ্চদশ	,,	,,	মহাদুঃখ লাভ
ষোড়শ	,,	,,	বন্ধুলাভ
সপ্তদশ	,,	,,	মহাদুঃখ আসন্ন
অষ্টাদশ	,,	,,	মহৎ কর্মলাভ
ঊনবিংশ	,,	,,	বিদেশ যাত্রা
বিংশ	,,	,,	অর্থপ্রাপ্তি
একবিংশ	,,	,,	ভূমিলাভ
দ্বাবিংশ	,,	,,	বাসস্থান প্রাপ্তি
ত্রয়োবিংশ	,,	,,	ঐশ্বর্যলাভ
চতুর্বিংশতি	,,	,,	অপবাদ
পঞ্চবিংশতি	,,	,,	সর্পদংশন
ষড়বিংশতি	,,	,,	সর্বত্র লাভ
সপ্তবিংশতি	,,	,,	মহাসুখ
অষ্টবিংশতি	,,	,,	মনোস্কামনা পূরণ
ঊনত্রিংশতি	,,	,,	সুখে দিন যাপন
ত্রিংশতি	,,	,,	দুঃখলাভ

রাত্রিকালের বিভিন্ন প্রহরে কাক ডাকার ফলাফল

১। রাত্রিকালের প্রথম প্রহরে যদি কাক পূর্ব অথবা পশ্চিম দিক থেকে ডাকে, তবে মিত্রলাভ, ধনলাভ, বিবাহ আসন্ন ও গোপন অভিসার সফল হয়। যদি উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে কাকের ডাক শোনা যায়, তবে আগুন বা দুর্ঘটনায় বিপদ ঘটে। যদি উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে কাকের ডাক শোনা যায়, তাহলে লাভ এবং সাফল্য লাভ হয়ে থাকে। দক্ষিণ দিক থেকে কাকের ডাক শোনা গেলে—অমঙ্গল দেখা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ডাকলে—মিত্রলাভ হয়। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে কাকের ডাক শোনা গেলে—অমঙ্গলের সূচনা করে, শীঘ্রই ব্যাধিগ্রস্ত হতে হয়।

২। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে পূর্ব দিক থেকে কাকের ডাক শোনা গেলে—পরদিন গৃহে অতিথির আগমন সূচিত করে। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে কাকের ডাক শোনা গেলে—শত্রুতা সূচিত করে।

দক্ষিণ দিক থেকে কাকের ডাক শোনা গেলে—গৃহে অতিথি ও আত্মীয় সমাগম হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে ডাকলে—শুভ হয়। শ্রবণকারী রোগমুক্ত হয়। উত্তর দিক থেকে কাক ডাকলে—শ্রবণকারীর সাফল্য ও বিজয় লাভ হয়। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে ডাকলে—গৃহে চুরির সম্ভাবনা।

৩। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে **উত্তর দিক** থেকে কাকের ডাক শোনা গেলে—শুভ বলে জানতে হবে। **উত্তর-পূর্ব** দিক থেকে কাকের ডাক শোনা গেলে—রোগ আরোগ্য এবং দুর্যোগ মুক্ত হয়। **উত্তর-পশ্চিম** দিক থেকে কাকের ডাক শোনা গেলে—শ্রবণকারী সুস্থতা লাভ করে এবং তার সুখলাভ হয়।**পূর্ব দিক** থেকে কাকের ডাক শোনা গেলে—ভীষণ ত্রাস উপস্থিত হয়। **দক্ষিণ-পূর্ব** দিক থেকে কাকের ডাক শোনা গেলে—অমঙ্গলের সূচনা। **দক্ষিণ দিক** থেকে কাকের ডাক শোনা গেলে—শত্রু বৃদ্ধি পায়। **দক্ষিণ-পশ্চিম** কোণ থেকে শোনা গেলে—রোগ-ব্যাধি এবং অতিবৃষ্টির লক্ষণ বলে জানতে হবে। **পশ্চিম দিক** থেকে কাকের ডাক শোনা গেলে—শত্রুভয় বৃদ্ধি পায় কিন্তু সুখের সূচনা করে।

৪। রাত্রির **চতুর্থ প্রহরে** কাকের ডাক শুনলে—পূর্বে ডাকলে অর্থপ্রাপ্তি। **পূর্ব-দক্ষিণে** ডাকলে—মিত্রলাভ। **দক্ষিণে** ডাকলে—অতিশয় ভয়। **দক্ষিণ-পশ্চিমে** ডাকলে—গৃহে চুরির সম্ভাবনা। **পশ্চিম দিকে** ডাকলে—প্রীতিলাভ। **উত্তর-পশ্চিমে** ডাকলে—সুখকর যাত্রা। **উত্তরে** ডাকলে—বন্ধুলাভ। **উত্তর-পূর্বে** ডাকলে—কোনও জিনিস লাভ হয়। চতুর্থ প্রহরে যাত্রাকালীন যদি কাক শুক্‌নো কাঠের উপর বসে ডাকে, তাহলে সর্বত্র জয়লাভ হয়। সেই সময় কাক যদি উপর থেকে ডাকে—তবে বিশেষ লাভবান হয়। চাকুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রাকালীন যদি পূর্ব দিক থেকে কাক ডাকে—তবে সামান্য লাভ অবশ্যই হয়, এতে সন্দেহ নেই।

প্রাতঃকালে কাক ডাকার ফলাফল

১। ভোরে যদি পূর্বে কাকের ডাক শোনা যায়—তবে শীঘ্র ধন-সম্পত্তি লাভ হয়। ২। ভোরে যদি পশ্চিমে কাকের ডাক শোনা যায়—তবে শ্রবণকারীর কোনও নারীর দ্বারা উপকৃত হয়। ৩। ভোরে যদি দক্ষিণ দিক থেকে কাকের ডাক শোনা যায়—তবে শ্রবণকারী শুভ সংবাদ পায়। ৪। ভোরে দক্ষিণ কোণ থেকে কাকের ডাক শুনলে—শ্রবণকারীর রাজদণ্ড হয় এবং অশুভ সংবাদ প্রাপ্ত হয়। ৫। ভোরে পূর্ব-পশ্চিম কোণ থেকে কাকের ডাক শোনা গেলে—শ্রবণকারীর শত্রুনাশ হয়। ৬। সকালে যদি দু'টি কাক পাশাপাশি বসে কিছু খাচ্ছে দেখা যায়—তাহলে নিম্ন লিখিত ছড়াটি বলবেন—

ওপাশের কাক এপাশে বস্। শুভ যদি হয় সরে বস্॥
তা না হলে পরে। উড়ে যাও স্থানান্তরে॥

ছড়াটি বলার সঙ্গে সঙ্গে যদি একটি কাক সরে বসে, তবে অবশ্যই শুভসংবাদ লাভ হয়, অথবা বিশেষ কোনো আত্মীয় সমাগম হয় গৃহে। তা না হলে, একটি কাক উড়ে যাবে।

জ্যোতিষ

সহজ প্রশ্ন গণনা

দৈবচক্রস্থিত বিষয়

এই দৈবচক্রে যে সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়, তাহার সংক্ষিপ্ত নাম।

১। আমার এই কারবারে লভ্য হইবে কিনা?
২। আমার উপায় (রোজগার) হইবে কি না?
৩। যাচ্ঞা করিলে পাইব কি না?
৪। আমি অভিলষিত বিষয় প্রাপ্ত হইব কি না?
৫। এই বিষয়ের গ্রাহক হইবে কি না?
৬। আমি তাহাকে বিশ্বাস করিব কি না?
৭। আমি অর্থসঞ্চয় করিতে পারিব কি না?
৮। আমি ইহা বিক্রয় করিতে পারিব কি না?
৯। আমার বিদেশে গমন হইবে কি না?
১০। প্রবাসী প্রবাস হইতে আসিবে কি না?
১১। সে ব্যক্তি কুশলে আছে কি না?
১২। আমার ভাল হইবে কি না?
১৩। আমার সঙ্গী ভাল কি না?
১৪। আমার পিছা ছাড়িবে কি না?
১৫। সঙ্কল্পিত ধনচিন্তা সফল হইবে কি না?
১৬। আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে কি না?
১৭। সে ব্যক্তি আমার সহিত প্রণয় করে কি না?
১৮। এই সম্বন্ধ সত্য হইবে কি না?
১৯। আমার বিবাহ হইবে কি না?
২০। আমার শঙ্কা দূর হইবে কি না?
২১। এই মিলন হইবে কি না ও শুভজনক হইবে কি না?
২২। এ স্থান ভাল কি না?
২৩। এ রোগ ভাল হইবে কি না?
২৪। মৃত্যু হইবে কি না?
২৫। এ চিন্তা দূর হইবে কি না?
২৬। ইহা বিক্রয় হইবে কি না?
২৭। এ গর্ভে কি সন্তান আছে?
২৮। সন্তান হইবে কি না?

২৯। নষ্টদ্রব্য প্রাপ্তি হইবে কি না?

৩০। কৃষিকর্ম্মে লভ্য হইবে কি না?

৩১। বিদ্যালাভ হইবে কি না?

৩২। বন্দী মুক্ত হইবে কি না?

উপরোক্ত বিষয়গুলি যাহা একে একে বর্ণিত হইল, তাহার মধ্যে যাহার যে বিষয় পরীক্ষা করিবার আবশ্যক হইবেক, তিনি সেই বিষয় সূচীপত্র দৃষ্টে বাহির করিয়া লউন। আটটী অক্ষর বিশিষ্ট দৈবচক্রে হস্তার্পণপূর্ব্বক সেই অক্ষর ও নম্বরটী লিখিয়া তৎপরে সূচীপত্রের মর্ম্মানুসারে অক্ষর ও নম্বরটি খুঁজিয়া বাহির করুন, তৎপরে যে নম্বরটিতে হস্তার্পণ করিয়াছেন, সেই নম্বরটিতে কি লেখা আছে তাহাই পাঠ করুন, তাহা হইলে অভীষ্ঠ জানিতে পারিবেন।

কোন বিষয় ঠিক হইল না বলিয়া যেন কেহ পুনঃ উত্যক্ত না হন, কেননা গণনার এরূপ নিয়ম নহে; অত্যন্ত আবশ্যক হইলে এক বিষয় দুইবার অবধি দেখিতে পারেন, তৎপরে আর দেখিবেন না। এক বিষয় দুইবার দেখিয়াও যদ্যপি কৃতকার্য্য না হন, তাহা হইলে পরদিবস পুনর্ব্বার প্রাতঃকাল হইতে বেলা দশ দণ্ড পর্য্যন্ত দেখিতে পারেন। প্রভাত হইতে দশ দণ্ড গণনার কাল প্রশস্ত, তৎপরে নহে।

এই সকল নিয়ম যিনি প্রতিপালন করেন তিনিই জ্ঞানবান, তাঁহার দ্বারাই গণনা ঠিক হইয়া থাকে। গণনার সময় শুচি ও শুদ্ধচিত্ত হইতে হয়। চিন্তাযুক্ত বা অন্যমনস্ক হইলে হইবে না।

✲ লাভা পরীক্ষা ✲

যদ্যপি কেহ কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহাতে লাভালাভ হইবে কিনা, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া এই দৈবচক্রে হস্তদান করেন, তাহা হইলে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবেন।

ঃ ১ম চক্র ঃ

গ ৩	ক ১	ঙ ৫	চ ৬
খ ২	জ ৮	ছ ৭	ঘ ৪

উপরোক্ত গ হইতে ঘ পর্য্যন্ত যে ঘরটীতে হউক; হস্তপ্রদান করিয়া অক্ষর ও নম্বরটি মনে করিয়া তৎপরে সেই অক্ষরের সূচীপত্রানুসারে নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

✲ রোজগার পরীক্ষা ✲

যদ্যপি কেহ অর্থোপার্জন করিবার প্রার্থী হইয়া এই অক্ষরবিশিষ্ট চক্রে হস্তদান করে, তাহা হইলে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবে।

ঃ ২য় চক্র ঃ

ফ ৬	থ ১	ন ৪	প ৫
দ ২	ব ৭	ধ ৩	ভ ৮

উপরোক্ত ফ হইতে ভ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচী দৃষ্টে নম্বর দেখিয়া তাহাতে কি লেখা আছে পাঠ কর।

❊ যাচ্ঞা পরীক্ষা ❊

যদ্যপি কেহ কোন বিষয় কাহার নিকট যাচঞা করিয়া পাইবে কি না, জানিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে এই দৈবচক্রে হস্তদান পূর্ব্বক অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবে।

ঃ ৩য় চক্র ঃ

ম১	শ৫	র৩	স৭
য২	হ৮	ষ৬	ল৪

উপরোক্ত ম হইতে ল পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচী দৃষ্টে নম্বর দেখিয়া তাহাতে কি লেখা আছে পাঠ কর।

❊ মনস্কামনা পরীক্ষা ❊

কোন ব্যক্তি যদ্যপি মনে মনে কোন মানস করিয়া এই অক্ষর বিশিষ্ট দৈবচক্রে হস্তদান করে, তাহা হইলে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফল জাতিে পারিবে।

ঃ ৪র্থ চক্র ঃ

থ৩	ভ২	ন৬	ফ৮
প৭	ধ৫	ব১	দ৪

উপরোক্ত থ হইতে দ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে নম্বর দেখিয়া তাহাতে কি লেখা আছে পাঠ কর।

❊ গ্রাহক পরীক্ষা ❊

কোন ব্যক্তি গ্রাহক মানসে যদ্যপি এই অক্ষর বিশিষ্ট দৈবচক্রে হস্তদান করে, তাহা হইলে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবে।

ঃ ৫ম চক্র ঃ

ঢ৬	ঝ১	ত৮	ট৩
ণ৭	৬৫	ঞ২	ঠ৪

উপরোক্ত ঢ হইতে ঠ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❊ বিশ্বাস পরীক্ষা ❊

কোন ব্যক্তি তাহার লক্ষ্যকারক ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে কি না মানস করিয়া, যদ্যপি এই অক্ষর বিশিষ্ট দৈবচক্রে হস্তার্পন করে, তাহা হইলে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবে।

ঃ ৬ষ্ঠ চক্র ঃ

ড৬	ত১	ঞ৩	ণ৮
ট৪	ঠ৫	চ৭	ঝ২

উপরোক্ত ড হইতে ঝ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❋ সঞ্চয় পরীক্ষা ❋

কোন ব্যক্তি সঞ্চয় বাঞ্ছা করিয়া যদ্যপি এই দৈবচক্রে হস্তার্পন করে, তাহা হইলে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবে।

ঃ ৭ম চক্র ঃ

ঢ৮	ট৫	ঞ৪	ভ৭
ড৭	ঝ৩	ঠ৬	ণ১

উপরোক্ত ঢ হইতে ণ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি লিখিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❋ বিক্রয় পরীক্ষা ❋

কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য বিক্রয়ার্থী হইয়া যদ্যপি এই অক্ষরবিশিষ্ট দৈবচক্রে হস্তার্পণ করে, তাহা হইলে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবে।

ঃ ৮ম চক্র ঃ

ট৬	ঢ১	ঞ৫	ঠ৭
ত৩	ঝ৪	ড৮	ণ২

উপরোক্ত ট হইতে ণ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্ত প্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❋ গমন পরীক্ষা ❋

কোন ব্যক্তি কোন স্থানে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়া যদ্যপি এই অক্ষর বিশিষ্ট দৈবচক্রে হস্তার্পণ করে, তাহা হইলে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবে।

ঃ ৯ম চক্র ঃ

খ৩	ক২	গ৪	জ১
ঙ৬	ঘ৫	চ৭	ছ৮

উপরোক্ত খ হইতে ছ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❋ আগমন পরীক্ষা ❋

কোন ব্যক্তি প্রবাস হইতে আসিবে কি না, জানিতে ইচ্ছা করিলে এই অক্ষর বিশিষ্ট দৈবচক্রে হস্তদান করিলে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবে।

ঃ ১০ম চক্র ঃ

জ২	চ৮	ক৩	গ৫
ঘ৬	থ৪	ছ১	ঙ৭

উপরোক্ত জ হইতে ঙ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

✲ কুশল পরীক্ষা ✲

কেহ যদ্যপি কোন ব্যক্তির কুশল কামনা করিয়া এই অক্ষর বিশিষ্ট দৈবচক্রে হস্তপ্রদান করে, তাহা হইলে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবে।

ঃ ১১শ চক্র ঃ

প৬	থ২	ব৮	ধ৪
ন৫	ফ৭	দ৩	ভ১

উপরোক্ত প হইতে ভ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও অঙ্কটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও অঙ্ক দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

✲ সাহিত পরীক্ষা ✲

কোন ব্যক্তি সাহিত মনে করিয়া এই দৈবচক্রে হস্ত প্রদান করিলে চক্রস্থিত অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবে।

ঃ ১২শ চক্র ঃ

ফ১	খ৪	ন৭	থ৬
ভ৩	প৮	দ৫	ব২

উপরোক্ত ফ হইতে ব পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

✲ সঙ্গ পরীক্ষা ✲

কোন ব্যক্তি যদ্যপি কাহাকেও সঙ্গে করিয়া লইবার অভিপ্রায় করে তাহা হইলে সে সৎ কি অসৎ, তাহা জানিবার জন্য যদি এই অক্ষর বিশিষ্ট দৈবচক্রে হস্তদান করে, তাহা হইলে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবে।

ঃ ১৩শ চক্র ঃ

র৪	শ৬	ম২	স৮
হ১	ল৫	গ৪	ষ৩

উপরোক্ত র হইতে ষ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতেই হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

✲ পিছা পরীক্ষা ✲

কাহার পিছা হইবে কি না জানিবার জন্য যদ্যপি ইচ্ছা হয়, তাহা হইসে এই দৈবচক্রের অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবে।

ঃ ১৪শ চক্র ঃ

শ৭	স১	ম৩	র৫
ছ২	ষ৪	ল৬	ষ৮

উপরোক্ত শ হইতে ষ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❊ ধনচিন্তা পরীক্ষা ❊

যদ্যপি কেহ ধন চিন্তা করিয়া, ধন প্রাপ্ত হইবে কি না তাহা জানিবার জন্য এই দৈবচক্রে হস্তদান করে, তাহা হইলে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে শুভাশুভ ফল জানিতে পারিবে।

ঃ ১৫শ চক্র ঃ

প১	থ৫	ন৮	ক২
ধ৭	ভ৪	ব৩	দ৬

উপরোক্ত প হইতে দ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও অঙ্কটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❊ প্রণয় পরীক্ষা ❊

কোন ব্যক্তি তাহার লক্ষ্যব্যক্তি যথার্থ প্রণয় করে কি না তাহা জানিবার জন্য যদ্যপি এই অক্ষর বিশিষ্ট দৈবচক্রে হস্তদান করে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে তাহার মর্ম অনুভব করিতে পারিবে।

ঃ ১৬শ চক্র ঃ

ড১	ট৭	ণ৩	ঞ৬
ঢ২	ঝ৫	ঠ৮	ত৪

উপরোক্ত ড হইতে ত পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া তাহার ফল স্থির কর।

❊ সম্বন্ধ পরীক্ষা ❊

কোন ব্যক্তি যদ্যপি কোন সম্বন্ধ করিয়া তাহার শুভাশুভ ফল জানিতে চাহে, তাহা হইলে এই দৈবচক্রে হস্তদান করিলে তাহার ফলাফল জানিতে পারিবে।

ঃ ১৭শ চক্র ঃ

ট১	ণ৪	ঠ৮	ঞ৭
ত৫	ঝ৬	ড২	ঢ৩

উপরোক্ত ট হইতে ঢ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❊ বিবাহ পরীক্ষা ❊

কোন ব্যক্তির বিবাহ হইয়াছে কি না ও হইবে কি না এবং উপস্থিত বিবাহ শুভজনক কি না জানিতে ইচ্ছুক হইলে এই অক্ষর বিশিষ্ট দৈবচক্রে হস্তদান করিলে, ফলাফল জানিতে পারিবে।

ঃ ১৮শ চক্র ঃ

চ১	ঘ৭	ক৪	গ৬
খ৫	জ৩	ঙ৮	ছ২

উপরোক্ত চ হইতে ছ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❊ শঙ্কা পরীক্ষা ❊

কোন ব্যক্তি কাহাকেও শঙ্কা করিয়া যদ্যপি এই অক্ষর দৈবচক্রে হস্তদান করে, তাহা হইলে সেই শঙ্কা তাহার হানিজনক কিনা তাহা জানিতে পারিবে।

ঃ ১৯শ চক্র ঃ

ড৩	ঝ৭	ত৬	ট১
ঠ২	ণ৫	ঞ৬	ঢ৪

উপরোক্ত ড হইতে ঢ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীদৃষ্টে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া প্রশ্নের শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❊ মিলন পরীক্ষা ❊

কোন ব্যক্তি তাহার লক্ষ্যব্যক্তির সহিত মিলন হইবে কি না, জানিতে ইচ্ছুক হইয়া যদ্যপি এই অক্ষর বিশিষ্ট দৈবচক্রে হস্তার্পণ করে, তাহা সত্যসত্য জানিতে পারিবে।

ঃ ২০শ চক্র ঃ

স২	ল৭	ষ৫	য১
র৬	ম৪	হ৩	শ৮

উপরোক্ত স হইতে শ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❊ স্থান পরীক্ষা ❊

কোন ব্যক্তি যদ্যপি কোন স্থান মনোনীত করে, তাহা হইলে সেই স্থানে বাস করিবে কি না, কিম্বা ভয়জনক কি না, তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া এই দৈবচক্রে হস্তদান করে, তাহা হইলে তাহার ফলাফল জানিতে পারিবে।

ঃ ২১শ চক্র ঃ

ঝ৮	ভ৪	ট২	ণ৬
ঠ৩	চ৫	ঞ১	ত৭

উপরোক্ত ঝ হইতে ত পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া তাহার ফল স্থির কর।

❋ রোগ পরীক্ষা ❋

কোন ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হইয়া যদ্যপি এই অক্ষর বিশিষ্ট দৈবচক্রে হস্তদান করে, তাহা হইলে রোগমুক্ত হইবে কি না, তাহা জানিতে পারিবে।

ঃ ২২শ চক্র ঃ

দ৪	ন১	প২	ধ৮
ফ৩	ভ৫	থ৬	ব৪

উপরোক্ত দ হইতে ব পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❋ মৃত্যু পরীক্ষা ❋

কোন ব্যক্তি পীড়াযুক্ত হইয়াছে, তাহার মৃত্যু হইবে কি না, তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া যদ্যপি এই দৈবচক্রে হস্ত প্রদান করে, তাহা হইলে ইহা দ্বারা ফলাফল জানিতে পারিবে।

ঃ ২৩শ চক্র ঃ

থ৭	প৩	দ৮	ন২
ধ১	ব৫	ভ৬	ফ৪

উপরোক্ত থ হইতে ফ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্ত প্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❋ চিন্তা পরীক্ষা ❋

কোন ব্যক্তি চিন্তাযুক্ত হইয়া যদ্যপি এই দৈবচক্রে হস্ত প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার চিন্তা দূর হইবে কি না তাহা জানিতে পারিবে।

ঃ ২৪শ চক্র ঃ

হ৪	ম৫	ল৮	ষ২
র৭	শ১	ষ৬	স৩

উপরোক্ত হ হইতে স পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্ত প্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❊ গর্ভ পরীক্ষা ❊

এই গর্ভে কি সন্তান আছে জানিতে ইচ্ছা হইলে, এই দৈবচক্রে হস্ত প্রদান করে, তাহা হইলে গর্ভে কি সন্তান আছে তাহা জানিতে পারিবে।

ঃ ২৫শে চক্র ঃ

চ২	ক৫	ঙ১	গ১
খ৬	ছ৩	ঘ৮	জ৪

উপরোক্ত চ হইতে জ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্ত প্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❊ সন্তান পরীক্ষা ❊

কোন ব্যক্তি সন্তান কামনা করিয়া যদ্যপি এই দৈবচক্রে হস্ত প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার সন্তান হইবে কিনা জানিতে পারা যাইবে।

ঃ ২৬শ চক্র ঃ

ঘ১	ক৬	চ৩	গ২
খ৭	ঙ২	ছ৪	জ১

উপরোক্ত ঘ হইতে জ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্ত প্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❊ নষ্টদ্রব্য পরীক্ষা ❊

কোন ব্যক্তির নষ্ট দ্রব্য উদ্ধার হইবে কি না, তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলে এই দৈবচক্রে হস্তপ্রদান পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

ঃ ২৭শ চক্র ঃ

শ২	ম৬	ল১	র৮
ষ৭	ব৩	হ৫	স৪

উপরোক্ত প হইতে স পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্তপ্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

❊ কৃষিকর্ম পরীক্ষা ❊

কোন ব্যক্তি কৃষিকর্ম মানস করিয়া যদ্যপি এই দৈবচক্রে হস্ত প্রদান করে, তাহা হইলে এই কৃষিকর্মে সফলজনক হইবে কি না তাহা অনুভব করিতে পারিবে।

ঃ ২৮শ চক্র ঃ

ঙ৩	ক৭	ছ৫	ঘ২
গ১	চ৪	জ৬	খ৮

উপরোক্ত ঙ হইতে খ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্ত প্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

✲ বিদ্যা পরীক্ষা ✲

কোন ব্যক্তি বিদ্যা চিন্তা করিয়া যদ্যপি এই দৈবচক্রে হস্ত প্রদান করে, তাহা হইলে তাহার বিদ্যা হইবে কি না, তাহা জানিতে পারা যাইবে।

ঃ ২৯শ চক্র ঃ

ঘ৩	ক৮	ছ৬	খ১
ঙ৪	চ৫	জ৭	গ২

উপরোক্ত ঘ হইতে গ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্ত প্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

✲ বন্দী পরীক্ষা ✲

কোন ব্যক্তি যদ্যপি বিপদগ্রস্থ হইয়া কারারুদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি উদ্ধার হইবে কি না, তা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া যদ্যপি ঐ দৈবচক্রে হস্ত প্রদান করে, তাহা হইলে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে তাহার ফলাফল জানিতে পারিবে।

ঃ ৩০শ চক্র ঃ

প৪	থ৮	ফ৫	ধ২
দ১	ন৩	ভ৭	ব৬

উপরোক্ত প হইতে ব পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্ত প্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

✲ বিবাদ পরীক্ষা ✲

কোন ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিয়া তাহার সহিত বিবাদে পারগ হইবে কি না তাহা জানিতে ইচ্ছুক হইয়া যদ্যপি এই দৈবচক্রে হস্ত প্রদান করে, তাহা হইলে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে ফলাফল জানিতে পারিবে।

ঃ ৩১শ চক্র ঃ

য১	শ৪	ম৮	ল৩
ষ৫	স৬	র২	হ৭

উপরোক্ত য হইতে হ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্ত প্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

✲ মন্ত্রী পরীক্ষা ✲

কাহাকে মন্ত্রী করিতে হইবে সে ব্যক্তি সৎ কি অসৎ তাহা জানিতে হইলে এই দৈবচক্রে হস্তদান করিলে অক্ষর ও অঙ্কের সংখ্যানুসারে তাহার ফলাফল জানিতে পারিবে।

ঃ ৩২শ চক্র ঃ

শ৪	স৬	ষ৪	র২
ল৩	হ৭	ন৮	ষ৫

উপরোক্ত শ হইতে ষ পর্য্যন্ত যে ঘরটিতে হউক, হস্ত প্রদানানন্তর সেই অক্ষর ও নম্বরটি টুকিয়া রাখ, তৎপরে সূচীপত্রানুসারে অক্ষর ও নম্বর দেখিয়া শুভাশুভ ফল স্থির কর।

✲ ক ✲

১। এ কার্য্যে মূল সহিত হানি হইবে, এ বাসনা ত্যাগ কর।
২। তুমি দক্ষিণ দিকে গমন ইচ্ছা করিয়াছ, এখন হইবে না।
৩। সে জীব দক্ষিণাংশে গিয়াছে, আসিতে বিলম্ব হইবে।
৪। বিবাহ বিলম্বে বাস্তর দক্ষিণদিকে জলপারে হইবে।
৫। এ গর্ভে সুবুদ্ধি সম্পন্ন গুণবান্ পুত্র হইবে।
৬। পুত্র বহু বিলম্বে হইবে, হোম যাগ কর।
৭। কৃষিকর্ম্মে কষ্ট পাইবে, অধিক জলে সকল নষ্ট হইবে।
৮। অভ্যাস করিলে শীঘ্র বিদ্যালাভ হইবে।

✲ খ ✲

১। বিদ্যা বহু কষ্টে সাধিলে কিছু হইতে পারে।
২। এ কার্য্য করিলে প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা।
৩। তুমি পূর্ব্বদিকে গমন ইচ্ছা করিয়াছ, শুভজনক নহে।
৪। সে জীব পূর্ব্ব-দক্ষিণাংশে গিয়াছে, কুশলে আছে।
৫। বিবাহ বাস্তুর পূর্বাংশে বিলম্ব হইবে।
৬। এ গর্ভে অতিশয় ভাগ্যবান পুত্র হইবে।
৭। কিছুকাল বিলম্বে বহুপুত্র লাভ লইবে।
৮। কৃষিকর্ম্মে বহুতর লভ্য হইবে।

✲ গ ✲

১। কৃষিকর্ম্ম করিলে বিলক্ষণ লাভবান্ হইবে।
২। অভ্যাস করিলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে বিদ্যালাভ হইবে।
৩। তুমি মূল দ্রব্যের ব্যাপার করিবে, করিলে ক্ষতি নাই।

৪। তুমি দক্ষিণদিকে গমন করিবে, কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

৫। সে জীব দক্ষিণদিকেতে গিয়াছে, ত্বরায় আসিবে।

৬। তোমার বাটীর দক্ষিণাংশে কিঞ্চিৎ বিলম্বে বিবাহ হইবে।

৭। এ গর্ভে উত্তমা কন্যা হইবে।

৮। তোমার কন্যা পুত্র হইবে, কিন্তু বিলম্বে।

✲ ঘ ✲

১। তোমার সন্তান হইবে, অবিলম্বে পুত্রোদ্দেশে প্রার্থনা কর।

২। কৃষিকর্ম্ম করিলে অনেক কষ্টে অতি অল্প লাভ হইবে।

৩। তোমার বিদ্যা বহুকষ্টে কিঞ্চিৎ হইবে।

৪। তুমি ধাতুদ্রব্য ব্যবসা করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, এখন করিও না।

৫। তুমি উত্তর দিকে গমন করিবে, তাহা শুভজনক নহে।

৬। সে অতি কুশলে আছে, কোন চিন্তা নাই।

৭। তোমার বাটীর উত্তরদিকে বিবাহ হইবে অতি বিলম্বে।

৮। এ গর্ভে ভাগ্যবান পুত্র হইবে।

✲ ঙ ✲

১। এ গর্ভে কন্যা সন্তান হইবে।

২। তোমার কন্যা সন্তান হইবে।

৩। তুমি কৃষিকর্ম্মে অতি অল্পমাত্র লাভবান্ হইবে।

৪। অভ্যাস করিলে কিঞ্চিৎ বিদ্যালাভ হইবার সম্ভাবনা।

৫। তুমি এ ব্যাবসা করিও না, ইহাতে লাভ হইবে না।

৬। তুমি উত্তরদিকে গমন করিবে, বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

৭। সে জীব উত্তরদিকে গিয়াছে, বিলম্বে আসিবে।

৮। তোমার বাটীর উত্তরদিকে বিবাহ হইবে।

✲ চ ✲

১। তোমার বিবাহ স্বগ্রামে বাটীর পূর্ব্বাংশে হইবে।

২। এগর্ভে রাজতুল্য সন্তান হইবে।

৩। তোমার ক্রমান্বয়ে তিনটি সন্তান হইবে।

৪। তুমি কৃষিকর্ম্ম কর, প্রচুর পরিমাণে লাভ হইবে।

৫। তুমি অভ্যাস কর, নানা বিদ্যায় বিভূষিত হইবে।

৬। তুমি ব্যবসা মানস করিয়াছ, ইহাতে লাভ হইবে।

৭। তুমি নিকটে গমন মানস করিয়াছ, ভাল হইবে।

৮। সে জীব পূর্ব্বদিকে গিয়াছে, অতি ত্বরায় আসিবে।

✿ ছ ✿

১। সে জীব দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে গিয়াছে, শীঘ্রই আসিবে।
২। তোমার বিবাহ হইবে কিছুকাল বিলম্বে।
৩। এ গর্ভে পুত্র সন্তান হইবে, তাহার মঙ্গলার্থে দান কর।
৪। তোমার সুন্দর সন্তান হইবে, চিন্তা করিও না।
৫। তুমি কৃষিকর্ম্মে লাভবান হইবে।
৬। তুমি অভ্যাস কর, বিলম্বে বহু বিদ্যালাভ হইবে।
৭। তোমার অতিশয় লাভ হইবে।
৮। তুমি পূর্ব্বদিকে গমন করিবে, করিলে ভাল হইবে।

✿ জ ✿

১। তুমি দক্ষিণ-পূর্ব্বে গমনে মানস করিয়াছ, ভাল হইবে।
২। সে জীব উত্তর-পূর্ব্বদিকে গিয়াছে, পথে আসিতেছে।
৩। তোমার বিবাহ অতি ত্বরায় হইবে।
৪। এ গর্ভে সৌভাগ্যবান সন্তান হইবে।
৫। তোমার একটি কন্যা সন্তান হইবে।
৬। তোমার কৃষিকর্ম্মে সর্বদিকে মঙ্গল হইবে।
৭। তুমি যে বিদ্যা অভ্যাস করিবে, তাহাই সম্পন্ন হইবে।
৮। তুমি যে ব্যবসা মানস করিয়াছ, তাহাতে লাভ হইবে।

✿ ঝ ✿

১। তোমার এ দ্রব্যে এখন গ্রাহক হইবে, চেষ্টা কর।
২। তুমি ইহাকে বিশ্বাস করিও না, এ ব্যক্তি অতিশয় খল।
৩। তোমার পক্ষে এ সময়টি ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে।
৪। তুমি এ দ্রব্য বিক্রয় কর, ইহাতে লভ্য হইবে।
৫। তোমার এ প্রণয় বহু কষ্টে রক্ষা হইতে পারে।
৬। তুমি এস্থানে সম্বন্ধ করিও না, শেষ ভাল হইবে না।
৭। তোমার পক্ষে এটী বড় আশঙ্কার স্থান।
৮। তুমি এস্থান ত্যাগ করিয়া কোথাও যাইও না।

✿ ঞ ✿

১। তুমি এস্থান ত্যাগ কর, স্থান ভাল নহে।
২। গ্রাহক এখন হইবে না, বৃথা চেষ্টায় ফল নাই।
৩। ইহাকে কদাচ বিশ্বাস করিও না, দিলে পাইবে না।
৪। তুমি সঞ্চিত অর্থ নষ্ট করিবে, সঞ্চয় করিতে পারিবে না।

৫। তোমার এ দ্রব্য এক্ষণে বিক্রয় হইবে না, বিলম্ব আছে।
৬। তোমার এ প্রণয় রক্ষা হইবে, সন্দেহ করিও না।
৭। তুমি এস্থানে সম্বন্ধ করিও না, ইহা ভাল নহে।
৮। তোমার এ আশঙ্কায় কোন চিন্তা নাই।

❋ ট ❋

১। তোমার এই কার্য্যটিতে অত্যন্ত শঙ্কা আছে।
২। তুমি এস্থান ত্যাগ করিলে শেষে ভাল হইবে।
৩। তোমার এক্ষণে অনেক গ্রাহক হইবেক।
৪। তুমি ইহাকে বিশ্বাস কর উপকার পাইবে।
৫। তুমি কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিবে, এরূপ বোধ হয়।
৬। তোমার এ দ্রব্যটি ত্বরায় বিক্রয় হইবেক।
৭। তোমার এ প্রণয় অকৃত্রিম জানিতেছি।
৮। বাটীর দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে সম্বন্ধ হইতেছে, তাহা ভাল।

❋ ঠ ❋

১। তোমার সম্বন্ধ বাটীর পূর্ব্বদিকে স্বগ্রামে হইবে।
২। তুমি কদাচ শঙ্কা করিও না, আশঙ্কার কারণ নাই।
৩। তোমার স্বস্থান ত্যাগ করিতে হইবেক।
৪। তোমার এ দ্রব্যের গ্রাহক কিছু বিলম্বে হইবে।
৫। তুমি ইহাকে বিশ্বাস কর, ইহাতে চিন্তা নাই।
৬। তোমার এ সময় উত্তম সঞ্চয়ের কাল।
৭। তোমার এ দ্রব্য রাখিয়া বিক্রয় করিলে ভাল হইবে।
৮। প্রণয়ে আনন্দ লাভ করিবে, সন্দেহ নাই।

❋ ড ❋

১। তুমি এ মিথ্যা প্রণয়কে বিশ্বাস করিও না।
২। তোমার বাটীর দক্ষিণাংশে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে।
৩। তোমার এ স্থানে অত্যন্ত শঙ্কা হইয়াছে।
৪। তুমি এ স্থান ছাড়িও না; সুখভোগ হইবে।
৫। তোমার গ্রাহক ছাড়িও না; মিথ্যা চিন্তা করিও না।
৬। তুমি ইহাকে বিশ্বাস কর, অবিশ্বাসী নহে।
৭। তোমার এ সময়টি উত্তম সঞ্চয়ের কাল।
৮। তোমার এ দ্রব্যটি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।

✲ ঢ ✲

১। তুমি এ দ্রব্য এখন বিক্রয় করিলে ভাল হইতে পারে।
২। তুমি এ প্রণয়ে আনন্দ লাভ করিতে পারিবে।
৩। তোমার এ স্থানেতে সম্বন্ধ করিলে মঙ্গল নাই।
৪। তুমি ইহাতে কদাচ শঙ্কা করিও না, শঙ্কার কারণ নাই।
৫। তোমার পক্ষে এ স্থান ভাল নহে, অন্যত্র যাও।
৬। তুমি গ্রাহকের চেষ্টা কর, অবশ্য হইবে।
৭। তুমি ইহাকে বিশ্বাস কর, অভিলষিত দ্রব্য পাইবে।
৮। তোমার এ সময়টিতে কিঞ্চিৎ সঞ্চয় হইবে।

✲ ণ ✲

১। তোমার সঞ্চিত ধন নষ্ট হইবে ও নানা আপদে পড়িবে।
২। তোমার এ দ্রব্য রাখিয়া বিক্রয় করিলে ভাল হইবে।
৩। এ প্রণয়ে তোমাকে স্বস্থান ছাড়িতে হইবে।
৪। তোমার সম্বন্ধ বাটীর পূর্ব্বদিকে স্বগ্রামে হইবে।
৫। তুমি কদাচ ইহাতে আশঙ্কা করিও না।
৬। তুমি এ স্থান ছাড়িও না, এস্থানে তোমার ভাল হইবে।
৭। তোমার এ দ্রব্যে অনেক গ্রাহক হইবার সম্ভব।
৮। তুমি ইহাকে বিশ্বাস ক • কোন চিন্তা নাই।

✲ ত ✲

১। তুমি ইহাকে বিশ্বাস করিলে শেষ ভাল হইবে।
২। তোমার এ কষ্টের সময়, নূতন সঞ্চয়ের আশা নাই।
৩। এ দ্রব্য এখন বিক্রয় হইবে না, শেষভাগে হইতে পারে।
৪। বহুকষ্টে এ প্রণয় রক্ষা পাইতে পারে।
৫। তোমার বাটীর উত্তর পশ্চিমদিকে সম্বন্ধ হইবে।
৬। তুমি এ বিষয়ে কদাচ শঙ্কা করিও না।
৭। তুমি এ স্থান কদাচ ছাড়িও না, ছাড়িলে উৎপাত ঘটিবে।
৮। এ দ্রব্যের গ্রাহক নাই, চেষ্টা করিলে ফল হইবে না।

✲ থ ✲

১। তোমার উপায় হইবে, কিছুকাল বিলম্ব আছে।
২। তোমার সেখানকার কুশলবার্তা চিন্তাজনক।
৩। তুমি ধাতু মানস করিয়াছ, বিলম্বে সিদ্ধি হইবে।
৪। সাহিত বড় ভাল হইবে না, জানা যাইতেছে।

৫। ধন কিছু পাইবে বিলম্বে কিন্তু এক্ষণে নহে।

৬। তোমার সুষুন্না নাড়ীতে পীড়া, কষ্টে আরোগ্য হইবে।

৭। তোমার মৃত্যুকাল এখন নহে, কিছুকাল বিলম্বে।

৮। এ বন্দী বিলম্বে মুক্ত হইবে, এখন নহে।

✿ দ ✿

১। এ বন্দী মুক্ত হইয়াছে, এর জন্য চিন্তা নাই।

২। তোমার উপায় বিলম্বে হইবে, এক্ষণে বৃথা চেষ্টা।

৩। সেখানকার কুশল সমাচার মঙ্গল বটে, চিন্তা নাই।

৪। তুমি ধাতু মানস করিয়াছ, বিলম্বে সিদ্ধ হইবে।

৫। তোমার সাহিতের কাল গিয়াছে, এখন আর নহে।

৬। তুমি কিছু ধন পাইয়াছ আর এখন পাইবে না।

৭। তোমার ইড়া নাড়ীতে পৈত্তাধিক্য পীড়া আছে, শীঘ্র আরোগ্য হইবে।

৮। তুমি মৃত্যু তুল্য হইয়াছ, বিলম্বে মৃত্যু হইবে।

✿ ধ ✿

১। তোমার মৃত্যুকাল এক্ষণে নহে, বহুকাল বিলম্ব হইবে।

২। এ বন্দী ত্বরায় মুক্ত হইবে, কোন চিন্তা নাই।

৩। তোমার বহুতর উপায় হইবে, কিন্তু বিলম্ব আছে।

৪। সেখানকার কুশল সমাচার মঙ্গলজনক।

৫। তুমি জীব মানস করিয়াছ, মানস সিদ্ধ হইবে।

৬। সাহিত করিতে পার, এ মৈত্র স্থান বটে।

৭। কোন লোক হইতে ধন পাইবে, বিলম্ব আছে।

৮। তোমার পিঙ্গলা নাড়ীতে কফযুক্ত ব্যাধি হইয়াছে।

✿ ন ✿

১। তোমার ইড়া নাড়ীতে পৈত্তাধিক্য, শীঘ্র ভাল হইবে।

২। তোমার শীঘ্র মৃত্যু হইবে।

৩। এ বন্দী সত্বর অকস্মাৎ মুক্ত হইবে।

৪। তোমার এক্ষণে বিলক্ষণ উপায় হইবার সম্ভাবনা।

৫। সেখানকার কুশল সমাচার মঙ্গলজনক বটে।

৬। তুমি মূল ও ভবিষ্যৎ কর্ম্ম মানস করিয়াছ, শীঘ্র হইবে।

৭। সাহিত অতি শুভজনক মনে হইতেছে।

৮। তুমি ত্বরায় কিছু ধন পাইবে, বোধ হইতেছে।

✲ প ✲

১। তুমি কোন দ্রব্যের ব্যবসাতে শীঘ্রই কিছু ধন পাইবে।
২। তোমার ইড়া নাড়ীতে কফ মিশ্রিত, বহু কষ্ট হইবে।
৩। তোমার শীঘ্র মৃত্যু হইবে।
৪। এ বন্দী বহুদিনে বহুকষ্টে মুক্ত হইবে।
৫। তোমার শীঘ্র অর্থ রোজগার হইবে, চিন্তা করিও না।
৬। সেখানে অত্যন্ত সুখে ও কুশলে আছে।
৭। তুমি জলদান মানস করিয়াছ, পূর্ণ হইবে।
৮। এই তোমার উপযুক্ত সাহিত, শীঘ্র করিলে ভল হয়।

✲ ফ ✲

১। সাহিত কর, ভাল বটে, সাহিত করিবার এই সময়।
২। তুমি কিছু ধন পাইবে, কিন্তু বিলম্ব আছে।
৩। তোমার ইড়া নাড়ীতে পৈত্তিক রোগ আছে, আরোগ্য হইবে।
৪। তোমার মৃত্যুর এখনও অনেক বিলম্ব আছে।
৫। এ বন্দী বহুবিলম্বে কষ্টে মুক্ত হইবে।
৬। তুমি ভবিষ্যৎ ধনবাঞ্ছা করিয়াছ কামনা পূর্ণ হইবে।
৭। সেখানকার কুশল সমাচার ভাল দেখা যাইতেছে।
৮। তোমার বিলক্ষণ উপায় হইবে, কিন্তু বিলম্ব আছে।

✲ ব ✲

১। তুমি ধাতু চিন্তা করিতেছ, বহু বিলম্বে সিদ্ধ হইবে।
২। সাহিত করিলে প্রাপ্তি অতি অল্প হইবে।
৩। তুমি মনোবাঞ্ছা করিতেছ, আর পাইবে না।
৪। তোমার সুষম্না নাড়ীতে পৈত্তাধিক্য হেতু ধাতুহানি হইবে।
৫। তোমার মৃত্যু ফাঁড়া হইয়াছে, বিলম্বে মৃত্যু হইবে।
৬। এ বন্দী অবস্থায় কষ্ট পাইবে ও কষ্টে মুক্ত হইবে।
৭। তোমার উপায় এক্ষণে ভালরূপ হইবে না।
৮। সে ব্যক্তি শত্রুহস্তে পতিত হইয়াছে, কুশল নহে।

✲ ভ ✲

১। সেখানে সে ব্যক্তি কুশলে আছে, চিন্তা নাই।
২। জীব মানস করিয়াছ, কামনা সিদ্ধ হইবে।
৩। তুমি সাহিত কর, ইহা রাজযোটকের ন্যায়।
৪। কোন মৈত্র হইতে কিছু ধন পাইবে।

৫। তোমার ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীতে কফ, পীড়া ভাল হইবে।

৬। তোমার মৃত্যু এখন হইবে না, পুনরায় সুখভোগ করিবে।

৭। এ বন্দী বহুতর ব্যয় করিলে কষ্টে মুক্ত হইবে।

৮। তোমার এক্ষণে বহুতর উপায় হইবে চিন্তা নাই।

❁ ম ❁

১। তুমি যাচিঞা করিলে নিশ্চয় পাইতে পার।

২। ইহাকে কদাচ সঙ্গী করিও না, করিলে বিপদে পড়িবে।

৩। তোমার পিছা ছাড়িবে, কেন চিন্তা করিয়া কষ্ট পাইতেছ।

৪। তোমার সহিত যাইবামাত্র মিলন হইবে।

৫। তুমি ধাতু চিন্তা করিতেছ, সে চিন্তা ত্বরায় ছাড়িবে।

৬। তোমার ধাতুদ্রব্য হারাইয়াছে, অনুসন্ধান কর পাইবে।

৭। তুমি এ লোকের সহিত বিবাদ করিও না, হারিবে।

৮। তুমি ইহাকে মন্ত্রী করিও না, এ ব্যক্তি শত্রু হইবে।

❁ য ❁

১। তুমি ইহাকে মন্ত্রী করিলে উপকৃত হইবে।

২। তুমি যাচিঞা করিলে পাইবে না, সে মন্দ লোক জানিও।

৩। তুমি ইহাকে সঙ্গী কর, মন্দ লোক নহে।

৪। তোমার এ পিছাতে কিছু হইবে না, বিলম্বে ছাড়িবে।

৫। তোমার সহিত তার মিলন হইবে কিন্তু বিলম্বে।

৬। তোমার এ চিন্তা বিলম্বে ছাড়িবে, এখন নহে।

৭। তোমার যে বস্তু হারাইয়াছে বহুকষ্টে পাইবে।

৮। তুমি অনর্থক বিবাদ করিও না, কোন ফল নাই।

❁ র ❁

১। তুমি এক্ষণে বিবাদ করিও না, করিলে লজ্জা পাইবে।

২। তুমি ইহাকে মন্ত্রী করিলে উপকার পাইবে।

৩। তুমি এখানে যাচিঞা করিলে পাইতে পার।

৪। তুমি ইহাকে সঙ্গে লহ, যথার্থ মৈত্র বটে।

৫। তোমার এ পিছা ছাড়িবে, চিন্তা করিও না।

৬। তোমার সহিত মিলন হইবে, আত্মীয় বটে—বিলম্বে।

৭। তোমার এ চিন্তা থাকিবে না।

৮। তোমার মূল্যবান ধাতুদ্রব্য হারাইয়াছে—গৃহেই আছে।

✿ ল ✿

১। তোমার ধাতুদ্রব্য হারাইয়াছে, গৃহে অনুসন্ধান কর।
২। এ বিবাদে কোন চিন্তা নাই, জয় হইবে।
৩। তুমি ইহাকে মন্ত্রী কর, রাজমন্ত্রীসম বুদ্ধি সম্পন্ন
৪। যাচিঞ্গা করিলে বিস্তর পাইবে, চেষ্টা কর।
৫। তুমি ইহাকে সঙ্গে লহ, মৈত্রের উপযুক্ত বটে।
৬। তোমার পিছা অবশ্য ছাড়িবে, চিন্তা করিও না।
৭। তোমার সহিত মিলন হইবে, যাতায়াত কর।
৮। তোমার এ চিন্তা ত্বরায় ছাড়িবেক, চিন্তা নাই।

✿ শ ✿

১। তোমার এ চিন্তা বিলম্বে ছাড়িবেক।
২। যে দ্রব্য হারাইয়াছে অনুসন্ধান কর, তাহা পাইবে।
৩। তুমি ইহার সহিত কদাচ বিবাদ করিও না।
৪। তুমি ইহাকে মন্ত্রী করিও না, এ ব্যক্তি কুবুদ্ধিদাতা।
৫। তুমি যাচিঞ্গা করিলে অবশ্য পাইতে পার।
৬। ইহাকে কদাচ সঙ্গী করিও না, লোক ভাল নহে।
৭। তোমার পিছা ছাড়িবে কিন্তু কিছু কষ্ট দিবে।
৮। তোমার সহিত যে লোকের মিলন হইবে, সে ব্রাহ্মণ।

✿ ষ ✿

১। সে লোকের সহিত মিলন হইবে।
২। তোমার এ চিন্তা কিছু বিলম্বে ছাড়িবেক।
৩। তুমি ধাতুদ্রব্য হারাইয়াছ, অনুসন্ধান কর পাইবে।
৪। তুমি ইহার সহিত বিবাদ করিলে জয়ী হইবে।
৫। তুমি ইহাকে মন্ত্রী কর, এ ব্যক্তি বহুবুদ্ধি-সম্পন্ন।
৬। তুমি সেখানে যাচিঞ্গা করিলে পাবে না, অপমান হইবে।
৭। তুমি ইহাকে সঙ্গে লহ, এ ব্যক্তি উত্তম লোক।
৮। তোমার পিছা এখন সে ছাড়িতেছে না, সাবধানে থাক।

✿ স ✿

১। তোমার এ পিছা বিলম্বে ছাড়িবেক।
২। তোমার আত্মীয় লোক দৃষ্টমাত্র মিলন হইবে।
৩। তোমার এ চিন্তা আর থাকিবে না।
৪। তোমার ধাতুদ্রব্য হারাইয়াছে, পাইতে বিরোধ হইবে।

৫। তুমি ইহার সহিত কখনও বিবাদ করিও না।

৬। তুমি ইহাকে মন্ত্রী করিলে ইহার সহিত বিরোধ হইবে।

৭। তুমি যাচিঞা কর, অবশ্যই কিঞ্চিত পাইবে।

৮। তুমি ইহাকে সঙ্গে লইতে পার, এ ব্যক্তি উত্তম লোক।

✲ হ ✲

১। তুমি ইহাকে সঙ্গে লইলে বিপদে পড়িবে।

২। তোমার পিছা ছাড়িবে, চিন্তা করিও না।

৩। সে বড়লোক, তাহার সহিত মিলন হইবে না।

৪। তোমার চিন্তা শীঘ্রই দূরীভূত হইবে।

৫। এ দ্রব্য পাইবে না, তাহা হস্তান্তর হইয়াছে।

৬। বিবাদ করিলে দোষ আছে, কদাচিৎ বিবাদ করিও না।

৭। তুমি ইহাকে মন্ত্রী কর, এ ব্যক্তি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান।

৮। তুমি যাচিঞা করিতে ছাড়িও না, অবশ্য কিছু পাইবে।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—